* শ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ *

দশমঃ স্কন্ধঃ

ত্রিংশোঽধ্যায়

—)-ঃ*ঃ-(—

শ্রীশুক উবাচ।

১। অন্তর্হিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ।
অতপ্যংস্তমচক্ষাণাঃ করিণ্য ইব যূথপম্।

১। **অন্বয়ঃ** ভগবতি সহসা এব অন্তর্হিতে (সতি) তং অচক্ষাণাঃ (অপশ্যন্তঃ) ব্রজাঙ্গনাঃ যূথপং (করিবরং অপশ্যন্তঃ) করিণ্যঃ (হস্তিন্যঃ) ইব অতপ্যন্ (তাপগ্রস্তা বভূবুঃ)

১। মূলানুবাদঃ (পূর্ব অধ্যায়ে আর্তির উদয়ে শ্রীশুকের কথা বন্ধ হয়ে গেলেও, এই অধ্যায়ে এসে ধৈর্য অবলম্বন করে বলতে লাগলেন—) হে রাজন্, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সহসা অন্তর্হিত হলে তাঁকে না দেখে ব্রজাঙ্গনাগণ মত্তগজেন্দ্রের অদর্শনে করিণীগণের ন্যায় সন্তাপগ্রস্ত হলেন।

১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** তদন্তর্দ্ধান-কথনেন শ্রীবাদরায়ণেরপ্যার্ত্তিভরোদয়াৎ কথাবিচ্ছেদেনাধ্যায়াপাতঃ। তদেবং জাতদুঃখত্বেঽপি তাসামেকাং সর্ব্বতঃ পরমাং যামাদায় শ্রীভগবানন্তর্হিতঃ, তস্যাঃ সৌভাগ্যং ক্ষণাদনুসন্ধায় ধৈর্য্যমবলম্বমান আহ—অন্তরিতি। সহসৈবান্তর্হিত ইত্যন্তর্দ্ধানস্য প্রকারাদ্যতর্কণাৎ; 'অতর্কিতে তু সহসা'—ইত্যমরঃ। অয়ং তাপাধিক্যে হেতুরুক্তঃ। ব্রজস্যাঙ্গনা ইতি—তাসাং তদেক-প্রিয়ত্বেন বিরহতাপস্যৌচিত্যমাধিক্যঞ্চাভিপ্রেতম্। যূথপং মত্তগজেন্দ্রং করিণ্য ইবেতি—তদেকালম্বনত্বেন তাসাং তদ্বিচ্ছেদাত্তাপাধিক্যে দৃষ্টান্তঃ॥

১। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ কৃষ্ণের অন্তর্ধান বর্ণন হেতু শ্রীশুকদেব গোস্বামীরও অতিশয় আর্তির উদয়ে কথা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পূর্ব অধ্যায়ের সমাপ্তি হয়ে গিয়েছে। এইরূপে তাঁর হৃদয় দুঃখ-ভারাক্রান্ত হলেও গোপীদের মধ্যে একজন যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, যাঁকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হয়েছেন, সেই তাঁর সৌভাগ্য ক্ষণকাল স্মরণ করে ধৈর্য অবলম্বন করত বলতে লাগলেন—অন্তর্হিতে ইতি। অন্তর্হিত হলেন **সহসৈব**— এই পদে অন্তর্ধানের রীতি প্রভৃতি যে অতর্কিত অর্থাৎ বুদ্ধির অগোচর, তাই বুঝা যাচ্ছে। —[অতর্কিত, সহসা—অমর]। এই অতর্কিত হওয়াটাই গোপীদের তাপাধিক্যের হেতু হল। **ব্রজাঙ্গনাঃ**— ব্রজের রমণী, এখানে এই পদের অভিপ্রায়ঃ কৃষ্ণই অদ্বিতীয় প্রিয়স্বরূপ হওয়া হেতু তাঁদের এই বিরহ-তাপ ও এর আধিক্য উচিতই। **করিণ্যইব যূথপং**— মত্তগজেন্দ্রের অদর্শনে করিণীগণের ন্যায়—গোপীদের কৃষ্ণবিচ্ছেদ-তাপাধিক্যে এই দৃষ্টান্ত দেওয়ার কারণ এই করিণীদেরও একমাত্র আশ্রয় এই গজেন্দ্র। জীব ৩০/১॥

২। গত্যানুরাগ-স্মিত-বিভ্রমেক্ষিতৈর্মনোরমালাপ-বিহার-বিভ্রমৈঃ।
আক্ষিপ্তচিত্তাঃ প্রমদা রমাপতেস্তাস্তা বিচেষ্টা জগৃহুস্তদাত্মিকাঃ

অন্বয় ঃ রমাপতেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) গত্যা অনুরাগস্মিত বিভ্রমেক্ষিতৈঃ মনোরমালাপ-বিহার-বিভ্রমৈঃ অক্ষিপ্ত চিত্তাঃ তদাত্মিকাঃ প্রমদাঃ তাঃ তাঃ (শ্রীকৃষ্ণেনাচরিতাঃ) চেষ্টাঃ (লীলাঃ) জগৃহুঃ (অনুকৃতবত্যঃ)।

২। মূলানুবাদ ঃ রমাপতি কৃষ্ণের পূর্ব আচরিত গতি-অনুরাগ-হাসি-বিভ্রম যুক্ত কটাক্ষ-মনোরম আলাপ-বিহার ও বিভ্রমের দ্বারা আকৃষ্টচিত্তা প্রমদাগণ কৃষ্ণময়ী হয়ে গিয়ে পূর্বোক্ত বিবিধ লীলা সকলের অনুকরণ করতে লাগলেন।

১। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** ত্রিংশেতু বিরহোন্মত্তাঃ কৃষ্ণং পৃষ্ট্বা নগান্ স্ত্রিয়ঃ। তল্লীলামনুচক্রুস্তাঃ সম্ভুজ্য সচ তাং জহৌ ॥ ০ ॥ অচক্ষাণাঃ অপশ্যন্ত্যঃ।

১। শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ ত্রিংশ অধ্যায়ের লীলা ঃ বিরহ-উন্মত্তা সেই গোপীগণের তখন প্রতি বৃক্ষের নিকট কৃষ্ণের অনুসন্ধান, কৃষ্ণলীলা অনুকরণ, সম্ভুক্ত রাধাকে ত্যাগ। **অচক্ষাণাঃ**— দেখতে না পেয়ে। বি° ১ ॥

২। **শ্রীজীব বৈ° তো টীকা ঃ** তাপমেবাভিব্যঞ্জয়তি—গত্যেত্যাদিনা পঞ্চাধিকাধ্যায়দ্বয়েন। গতিঃ সামান্যা, অনুরাগঃ—স্ববিষয়কঃ কান্তযোগ্যা ভাবঃ, স্মিতং বিভ্রমেক্ষিতানি চ তৈঃ। বিভ্রমঃ অত্র ভ্রূ-প্রভৃতীনাং তত্তন্মধুরচেষ্টাঃ বিহারঃ শৃঙ্গারচেষ্টা, উত্তরো বিভ্রমঃ শৃঙ্গারভাববিশেষঃ, তথা চোক্তম্—'চিত্তবৃত্ত্যনবস্থানং শৃঙ্গারাদ্বিভ্রমো মতঃ' ইতি। তত্রানুরাগ-চিত্তবৃত্ত্যনবস্থানে মানসে, গতি-স্মিত-বিভ্রম-যুক্তেক্ষিতবিহারাঃ কায়িকাঃ; আলাপো বাচিক ইতি জ্ঞেয়ম্। এতত্তুপলক্ষণত্বেনান্যেঽপি ভাবা জ্ঞেয়াঃ। অত্র চ গতেঃ সামান্যত্বেন পৃথগুক্তিঃ। স্মিতাদিকয়োরনুরাগারম্ভমাত্র-জায়মানত্বেন তৎসমুদিতোক্তিঃ। আলাপবিহারয়োর্বিভ্রম-জন্মনৈব জায়মানত্বেন তৎসমুদিতেতি। তৈর্গত্যাদিভিস্তাভিঃ সমেতাভিরিত্যাদিবর্ণিতৈঃ পূর্ব্বাচরিতৈরাক্ষিপ্তচিত্তাঃ, ততশ্চ তদাত্মিকাস্তন্ময্যঃ সত্যঃ প্রমদাস্তাস্তা বাহুপ্রসারেত্যাদিভি পূর্ব্বোক্তাঃ সর্ব্বা বিবিধাশ্চেষ্টা জগৃহুঃ প্রাপ্তাঃ, তত্র প্রমদাঃ যোগিকার্থপুরস্কারেণ জাতিত এব প্রকৃষ্টমদযুক্তাঃ, কিং পুনস্তৎপ্রেমবত্যস্তা ইত্যর্থঃ। রমায়াঃ সর্ব্বরূপ-গুণ-নাধুর্য্যৈশ্বর্য্য-সম্পদধিষ্ঠাতৃশক্তেঃ। পত্যুরধ্যক্ষস্য ইতি—সর্ব্বাতিশায়িতা সূচিতা; যদ্বা, রমা শ্রীরাধা ইতি পূর্ব্ববৎ, ইতি বক্ষ্যমাণতৎসাহিত্যং সূচিতম্। তাস্তা বাহুপ্রসারেত্যাদিভিঃ পূর্ব্বোক্তাঃ সর্ব্বা বিবিধচেষ্টা জগৃহুঃ প্রাপ্তাঃ ॥

২। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ গোপীদের বিরহতাপ প্রকাশ করে বলা হচ্ছে—'গত্যা' ইত্যাদি ৩০/২ শ্লোক থেকে ৩২ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক পর্যন্ত শ্লোকসমূহের দ্বারা। **গত্যা**—কৃষ্ণের সাধারণ চলনভঙ্গীদ্বারা **অনুরাগ-স্মিত-বিভ্রম ঈক্ষিতৈঃ**— 'অনুরাগ' স্ববিষয়ক কান্তযোগ্য ভাব, হাসি ও 'বিভ্রমঃ' ভ্রূ প্রভৃতির সেই সেই মধুর বিলাসে মনোহর কটাক্ষের দ্বারা (আকৃষ্টচিত্তা)। **বিহারঃ**— শৃঙ্গারচেষ্টা, **বিভ্রমঃ**— শৃঙ্গার ভাববিশেষ— ["শৃঙ্গার বশতঃ চিত্তবৃত্তির যে অনবস্থান অর্থাৎ চাঞ্চল্য, তার নাম বিভ্রম"]। মূলের গতি, অনুরাগ, হাস্য, বিভ্রমযুক্ত অবলোকন, মনোরম

আলাপ, বিহার ও বিভ্রম, এই সকলের মধ্যে 'অনুরাগ ও বিভ্রম' এ-দুটি চিত্তবৃত্তির চাঞ্চল্য—মানসিক চেষ্টা। 'গতি-হাসি-বিভ্রমযুক্ত অবলোকন ও বিহার,' এ চারটি কায়িক চেষ্টা। মনোহর আলাপ হল বাচিক চেষ্টা। এই চেষ্টাসমূহ উপলক্ষণে বলা হেতু অন্য ভাবও যে আছে, তা বুঝা যাচ্ছে। এখানে 'গতি' সাধারণ ব্যাপার হওয়া হেতু পৃথক উক্তি। 'স্মিত' ও 'বিভ্রমযুক্ত কটাক্ষ' অনুরাগ আরম্ভমাত্র জন্মায় বলে অনুরাগের সহিত একসঙ্গে এ-দুয়ের উক্তি। 'আলাপ' ও 'বিহার' এ-দুই 'বিভ্রম' জন্মালেই জন্মায় বলে এ-দুয়ের উক্তি বিভ্রমের সহিত একসঙ্গে। পূর্বের (২৯/৪৩-৪৬) শ্লোকের "তাভিঃ সমেতাভি", "বাহুপ্রসার-পরিরম্ভ" ইত্যাদি বাক্যে বর্ণিত কৃষ্ণের পূর্ব আচরিত গতি—অনুরাগ প্রভৃতি দ্বারা আকৃষ্টচিত্তা প্রমদাগণ **তদাত্মিকাঃ** কৃষ্ণময়ী হয়ে গিয়ে বাহুপ্রসারাদি দ্বারা সেই সেই পূর্বোক্ত বিবিধ লীলাসকল **জগৃহু**—অধিগত করলেন অর্থাৎ ঐ সকল লীলার অনুকরণ করতে লাগলেন। **প্রমদা**—মনোহারিণী নারী, এখানে [প্র+মদা] যৌগিক অর্থকে প্রাধান্য দিয়ে অর্থ—জাতিগত ভাবেই এঁরা প্রকৃষ্ট মদযুক্তা। এই প্রমদাগণই কৃষ্ণময়ী হয়ে গিয়ে কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করেন। প্রেমবতী গোপীদের কথা আর বলবার কি আছে? **রমাপতেঃ**— রমা অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবী সর্ব রূপ-গুণ-মাধুর্য-ঐশ্বর্য সম্পদের অধিষ্ঠাতৃ শক্তি হওয়া হেতু তার 'পতেঃ' অধ্যক্ষের সর্বাতিশায়িতা সূচিত হল এই পদে। অথবা 'রমা' শ্রীরাধা। 'শ্রীরাধার পতি' এই বাক্যে বক্ষ্যমান তৎসাহিত্য অর্থাৎ তাকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণের অন্তর্ধান সূচিত হল এই পদে। **তাস্তাঃ**— বাহুপ্রসার ইত্যাদি দ্বারা পূর্বে উক্ত বিবিধ চেষ্টা সকল। জী° ২॥

২। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ ততস্তমিতস্ততঃ কুঞ্জেষনিয়ন্তীনাং তমপ্রাপ্তবতীনাং প্রতিক্ষণবিবর্দ্ধমানবিরহপীড়য়া যঃ খলূন্মাদঃ সঞ্চারী অভূত্তস্য প্রাকট্যপ্রকারং বর্ণয়তি,—গত্যেতি দ্বাভ্যাম্। রমাপতেঃ সর্ব্বসৌন্দর্য্যসম্পত্তিস্বামীনঃ কৃষ্ণস্য গত্যা স্বাভাবিকেন পাদবিন্যাসেন প্রথমং স্বান্তিকাগমনং আগত্য যানি অনুরাগযুক্তানি স্মিতানি চ বিশিষ্টো ভ্রমো ভ্রমনং তারকায়াং যত্র তথাভূতানীক্ষিতানি চ তৈঃ। ততশ্চ মনোরম আলাপঃ,—অয়ি স্থলপদ্মিনি, অতিতৃষ্ণার্ত্তায় মধুপায় স্বমকরন্দং দাস্যসি ন বা? ভো ভ্রমর, পদ্মিন্যা পতিঃ সূর্য্য এব নতু ভ্রমরস্তৎ কথং ত্বাং স্বং স্বীয়ং মধু পায়য়িষ্যতি? ভোঃ পদ্মিনি, পদ্মিনীনাং ভবতীনাং স্বভাব এবায়ং যত্তাঃ স্বপতিং সূর্য্যং স্বীয়ং মধু নৈব পায়য়ন্তি কিন্তূপপতিং ভ্রমরমেবেতি। ততস্তদালাপেনৈব পরাজিতয়া বিহসন্ত্যা তয়া সহ অধরমধুপানাদি বিহারঃ। এবম্বা আং জানামি মৎসমীপস্থ নীপতরুতলং গচ্ছন্তীং ত্বাং মহাদর্পকঃ সর্পোঽদশৎ। তদ্বিষং তে বক্ষঃস্থলপর্যন্তমুদসর্পৎ তদপি ত্বং কুলবধুত্বাদেব মাং তদুপশমং ন পৃচ্ছসি তদহং দয়ালুত্বাৎ স্বয়মেব ত্বদন্তিকমেত্য তদ্বিষোপশমকং মন্ত্রং পঠন্ করতলাভ্যাং ত্বদঙ্গং সঙ্ঘট্টয়ামি। ভো ভো জাঙ্গলিক, ন মাং সর্পোঽদশৎ। যাং সর্পো দশতিস্ম তদ্গাত্রমেব করতলভ্যাং সঙ্ঘট্টয়। ভো কুলাঙ্গনে, ত্বদীয়গদ্গদস্বরাদেব বিষজ্বালাকুলত্বং তব জ্ঞায়তে ইতি জ্ঞাত্বাপি যদ্যহং তামুপেক্ষে তদা মাং স্ত্রীবধো লগিষ্যতীত্যতস্তদ্বিষমুপশময়িষ্যাম্যেবেত্যুক্ত্বা তস্যা বক্ষঃস্থলে নখরার্পণাদিকং চকার। ততো বিহারঃ সম্প্রয়োগঃ ততো বিভ্রমঃ কামোন্মত্ততা। যদুক্তং,—"চিত্তবৃত্ত্যনবস্থানং শৃঙ্গারাদ্বিভ্রমো মত" ইতি। তৈর্বিরহাবস্থায়ামতিশয়েন স্মৃত্যারূঢ়ৈরাক্ষিপ্তানী,—অরে কিমিহ কুরুধ্বে বহির্ভূয় প্রাণপ্রেষ্ঠমন্বেষ্টুং গচ্ছতেতি তিরস্কৃত্য দেহতো নিঃসারিতানীব

স্বচিত্তানি যাভিস্তাঃ যতঃ প্রমদাঃ প্রকর্ষেণ মাদ্যন্তীতি তাঃ। ততশ্চোন্মাদং প্রাপ্য তদাত্মিকাস্তস্যেবাত্মনো মনোবুদ্ধ্যাদয়ো যাসাং তাঃ অতস্তাস্তাঃ তদীয়া বিবিধাশ্চেষ্টা জগৃহুঃ। বুদ্ধিপূর্ব্বকগ্রহণাদনুচক্রুরিত্যর্থঃ।

২। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর গোপীগণ কৃষ্ণকে ইতস্ততঃ খুঁজতে লাগলেন, খুঁজে না পেয়ে তাঁদের বিরহপীড়া প্রতিক্ষণ বেড়ে বেড়ে উঠতে লাগল। এই বিরহপীড়ায় তাঁদের যে উন্মাদ নামক সঞ্চারীভাবের উদয় হল, তার প্রকট-অপ্রকট অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে, গত্বেতি দুইটি শ্লোকে। **রমাপতেঃ**— সর্বসৌন্দর্য সম্পত্তির স্বামী কৃষ্ণের **গত্যা**— স্বাভাবিক পাদবিন্যাসে গোপীর নিজপাশে প্রথমে আগমন। আসবার পর অনুরাগযুক্ত মধুর মৃদু হাসি, **বিভ্রম**—নয়নতারার ভাবব্যঞ্জক ইতস্ততঃ ঘূর্ণনযুক্ত চাউনি, এসবের সহিত অতঃপর মনোরম আলাপ, যথা— অয়ি স্থলপদ্মিনি! অতিতৃষ্ণার্ত মধুপকে নিজ অধরমধু দিবে কি দিবে না? এর উত্তরে গোপী— ওহে ভ্রমর! পদ্মিনীর পতি সূর্যই, ভ্রমর নয়; তাই কি করে তোমাকে নিজের মধু পান করাব? এর উত্তরে কৃষ্ণ—ওহে পদ্মিনি! পদ্মিনী তোমাদের স্বভাবই এরূপ যে তারা নিজ পতি সূর্যকে নিজ মধু পান করায় না, কিন্তু উপপতি ভ্রমরকেই করায়। অতঃপর এরূপ আলাপে পরাজিতা মধুর হাসিতে উজ্জ্বলা গোপীদের সহিত অধরমধুপানাদি বিহার। এই প্রকার বিহার অহো ঃ অহো জেনেছি জেনেছি আমার নিকটস্থ কদম্বতরুতলে গমনপর তোমাকে মহা দর্পক সর্প দংশন করেছে, সেই বিষ তোমার বক্ষোস্থল পর্যন্ত উঠে গিয়েছে, তা হলেও তুমি কুলবধূ বলেই আমাকে এর উপশম জিজ্ঞাসা করনি, তাই আমি দয়ালু বলে নিজেই তোমার নিকটে গিয়ে সেই বিষ উপশমক মন্ত্র পাঠ করে করতলে তোমার অঙ্গ ভাল করে ঘেঁটে দিচ্ছি। ওহে ওহে সাপুড়ে! আমাকে সাপে কামড়ায়নি, যাকে সাপে কামড়িয়েছে, তার অঙ্গ ভাল করে ঘাঁট গিয়ে। ওহে কুলাঙ্গনে! তোমার গদ্গদ স্বর থেকেই বুঝা যাচ্ছে, তোমার বিষজ্বালা-আকুলতা। এ জেনেও যদি আমি তোমাকে উপেক্ষা করি, তবে আমাতে স্ত্রীবধ-দোষ লাগবে, তাই এই বিষ নামিয়ে দিচ্ছি, এরূপ বলে তার বক্ষোস্থলে নখাঘাত প্রভৃতি করলেন, অতঃপর সম্প্রয়োগ বিহার। অতঃপর **বিভ্রম**— কাম-উন্মত্ততা, শাস্ত্রে যা উক্ত আছে, "শৃঙ্গার হেতু চিত্তবৃত্তির অস্থিরতাকে বলে বিভ্রম।" বিরহ অবস্থাতে এই সব অতিশয়রূপে স্মৃতিতে আরূঢ় হওয়ার দরুণ **আক্ষিপ্ত চিত্তাঃ**— কৃষ্ণে আকৃষ্টচিত্তা (প্রমদা) — আরে মন, এ কি করছ, বের হয়ে প্রাণপ্রেষ্ঠকে অন্বেষণ করার জন্য যাও-না, এরূপ তিরস্কৃত হল। দেহ থেকে যেন নিঃসারিত স্বচিত্ত যাঁদের সেই **প্রমদাঃ**— [প্র+মদাঃ] আনন্দ-মত্তা প্রমদাগণ, অতঃপর উন্মাদ দশা লাভ করে **তদাত্মিকাঃ**— তন্ময়ী হয়ে গেলেন, অর্থাৎ কৃষ্ণেরই মন-বুদ্ধি প্রভৃতি লাভ হয়ে গেল তাঁদের, অতএব তাঁরা তদীয় বিবিধ লীলা **জগৃহুঃ**— বুদ্ধিপূর্বক গ্রহণ করে অনুকরণ করতে লাগলেন, এরূপ অর্থ। ॥ বি০২ ॥

৩। গতি-স্মিত-প্রেক্ষণ-ভাষণাদিষু প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ।
অসাবহং ত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকা ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ॥

৩। **অন্বয়ঃ** প্রিয়াঃ অবলাঃ গতি-স্মিত-প্রেক্ষণ-ভাষণাদিষু প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্তয়ঃ ('প্রতিরূঢ়াঃ' সদৃশীভূতাঃ 'মূর্তয়ঃ' ইন্দ্রিয়াদি সংঘাতাত্মক দেহাঃ যাসাং তাঃ) কৃষ্ণবিহার বিভ্রমাঃ (কৃষ্ণস্য ইব ক্রীড়াবিলাসাঃ যাসাং তাঃ) তদাত্মিকাঃ (কৃষ্ণাত্মিকাঃ সত্যঃ) অহং তু অসৌ (কৃষ্ণঃ) ইতি ন্যবেদিষুঃ (নিবেদিতবত্যঃ)।

৩। **মূল অনুবাদ ঃ** (এই শ্লোকে গোপীগণের কৃষ্ণময়ীভাব প্রকাশ করে বলা হচ্ছে)—প্রিয় কৃষ্ণের পূর্বোক্ত গমনভঙ্গী-মৃদুহাসি-কটাক্ষ-আলাপাদিতে আবিষ্টচিত্তা, কৃষ্ণবিহার তন্ময়তায় উন্মাদদশা প্রাপ্তা অবলা গোপীমূর্তিসকল রসাস্বাদ-প্রৌঢ়িময়ী অবস্থা লাভ করত 'আমি কৃষ্ণ' এরূপ নিবেদন করতে লাগলেন পরস্পর।

৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** তত্র তদাত্মকত্বমেবাভিব্যঞ্জয়তি—গতীতি। প্রিয়স্য গত্যাদিষু উক্তেষু। আদি-শব্দাদ্বিহারবিভ্রমৌ উক্তানুবাদিত্বেন পূর্ব্বোক্ততত্তদ্বিশেষণানি নোক্তানি, তেষু প্রতিরূঢ়াঃ সদৃশীভূতা মূর্তয় ইন্দ্রিয়াদি-সংঘাতাত্মকদেহা যাসাং তাঃ ইত্যন্তর্ব্বহিস্তদ্ভাবাপত্তিরুক্তা। অবলাঃ স্ত্রিয় ইতি স্ত্রীচেষ্টানুকরণমেব যুক্তমিতি ধ্বনিতম্। তথাপি তু এব যত্র যুষ্মাকমুৎকণ্ঠা 'অহমেবাসৌ তত্তদ্বিহারনাগরঃ' ইতি, প্রত্যেকং সর্ব্বা মিথো ন্যবেদয়ন্ত। কীদৃশ্যঃ সত্যঃ? কৃষ্ণতদ্বিহারে বিভ্রমো বিলাসো যাসাং কৃষ্ণবিহারস্য বিভ্রমো ভ্রান্তির্যাভ্যো বা তাদৃশঃ। তন্ময়ত্বঞ্চ প্রেমলীলাভর-স্বভাবেনৈব, ন তু অহংগ্রহোপাসনাবেশেনেত্যাশয়েনাহ—প্রিয়াঃ প্রিয়স্যেতি। প্রিয়াস্তস্মিন্ স্বাভাবিকপ্রেমবত্যঃ, প্রিয়স্য স্বস্মিন্নপি স্মর্য্যমাণ-তাদৃশপ্রেমকস্যেত্যর্থঃ। লীলাখ্যশ্চানুভাবোঽয়ম্—'প্রিয়ানুকরণং লীলা রম্যৈর্বেশ-ক্রিয়াদিভিঃ' ইত্যুক্তেঃ। যথা চ প্রয়োগঃ—'মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা, মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা' ইতি॥

৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** এই শ্লোকে গোপীগণের কৃষ্ণময়ীভাব প্রকাশ করে বলেছেন—গতি ইতি। প্রিয়ের পূর্বে উক্ত 'গতি-স্মিত-ঈক্ষণ-ভাষণাদি' বাক্যের— 'আদি' শব্দে বিহার-বিভ্রম উক্ত হল। পূর্বের কৃষ্ণকৃত কর্মই গোপীদের দ্বারা অনুবাদ মাত্র হওয়া হেতু সেই সেই কর্ম বিশেষভাবে এখানে বলা হল না। **প্রতিরূঢ়মূর্তয়ঃ**— কৃষ্ণের 'গতি' প্রভৃতিতে আবিষ্ট গোপীমূর্তিসকল অর্থাৎ 'মূর্তয়' যাঁদের ইন্দ্রিয়াদি সমষ্টিরূপ দেহ কৃষ্ণের সদৃশীভূত হয়েছে সেই গোপীগণ অর্থাৎ যাঁদের কর্মেন্দ্রিয়াদির কার্য সকল শ্রীকৃষ্ণের গমনাদি কার্য্যের তুল্য হয়েছে, সেই গোপীগণ। —এইরূপে বলা হল গোপীরা অন্তরে-বাহিরে কৃষ্ণভাবে পরিপূর্ণ হৃদয়া হলেন। **অবলাঃ**— এই পদের ধ্বনি, তাঁরা স্ত্রী বলে স্ত্রী চরিত্র অনুকরণ করাই যুক্তিযুক্ত ছিল, তথাপি কৃষ্ণ চরিত্র অনুকরণ করতে লাগলেন। —গোপীসকল প্রত্যেকে পরস্পর বলতে লাগলেন **অসাবহং**—অসৌ এব অহং অর্থাৎ যেথায় তোমাদের উৎকণ্ঠা আমিই সেই কৃষ্ণ বিহারনাগর। তাঁরা কিরূপ হয়ে নিবেদন করলেন? এরই উত্তরে, **কৃষ্ণবিহার বিভ্রমাঃ**— কৃষ্ণের মতো বিহারে 'বিভ্রমাঃ' বিলসিত হয়ে নিবেদন করলেন। বা কৃষ্ণবিহারের ভ্রান্তি জন্মে যার থেকে সেরূপ হয়ে নিবেদন করলেন। এঁদের যে

৪। গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্॥

৪। **অন্বয়** ঃ সংহতাঃ (সর্বাঃ মিলিতাঃ সত্যঃ) উচ্চৈঃ অমুং (কৃষ্ণং) এব গায়ন্ত্য উন্মত্তকবৎ বনাৎ বনং (বনান্তরং) বিচিক্যুঃ (অমৃগয়ন্ অপি চ) আকাশবৎ ভূতেষু (সর্বত্র চরাচরেষু) অন্তরং বহিঃ (চ) সন্তং (অন্তর্যামিত্বেনানুপ্রবিষ্টং) পুরুষং (শ্রীকৃষ্ণং শ্রীকৃষ্ণবার্তাং) বনস্পতীন্ (বৃক্ষাণাং সমীপে) প্রপচ্ছুঃ (জিজ্ঞাসয়ামাসুঃ)

৪। **মূলানুবাদ** ঃ (অতঃপর বহুক্ষণ পর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা গোপীদের উন্মাদ নামক অবস্থা পুনরায় বর্ণন করা হচ্ছে—) ব্রজস্ত্রীগণ সকলে একত্র মিলিত হয়ে উচ্চকণ্ঠে পূতনা-বধাদি লীলাগান করতে করতে উন্মত্তবৎ বন থেকে বনান্তরে কৃষ্ণকে অন্বেষণ করে বেড়াতে লাগলেন—আকাশের ন্যায় চরাচরের অন্তর-বাইর জুরে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের বার্তা বৃক্ষদের নিকট জিজ্ঞাসা করে করে।

কৃষ্ণময়তা তা প্রেমলীলাভর স্বভাবেই হয়েছে, 'অহংগ্রহোপসনা' আবেশ বশতঃ হয়নি, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **প্রিয়াঃ**—সেই কৃষ্ণেতেই স্বাভাবিক প্রেমবতী অবলাগণ হয়ে পড়লেন **প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্তয়ঃ**—গোপীদের কৃষ্ণের প্রতি যেরূপ প্রেম তদনুরূপ প্রেম ব্যবহারে তৎপর কৃষ্ণের প্রতিরূঢ়মূর্তি অর্থাৎ প্রেম পরিপূর্ণ কৃষ্ণের 'গতি-স্মিত' প্রভৃতিতে আবিষ্ট মূর্তি। আরও ইহা প্রেমের লীলা নামক অনুভাব "রমণীয় বেশ-ক্রিয়াদির দ্বারা যে প্রিয়ানুকরণ, তাকে লীলা বলে" এরূপ শাস্ত্রের উক্তি থাকা হেতু। শ্রীগীতগোবিন্দে এর প্রয়োগ দেখা যায়— "কৃষ্ণের মতো যে সব বিচিত্র বেশ গোপী পরেছেন, তাই বারবার দেখছেন আর তিনি ভাবছেন আমিই মধুরিপু।" ॥ জী০ ৩॥

৩। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ তস্যৈবোন্মাদস্য প্রৌঢ়ত্বে সতি তাসামবস্থামাহ, গতীতি। প্রিয়স্য গত্যাদিষু পূর্ব্বোক্তেষু প্রতিরূঢ়া মূর্ত্তয়ো দেহা যাসাং তাঃ। আদৌ প্রিয়স্য গতিস্মিতাদয় আসাং প্রত্যেকং মূর্ত্তৌ চিত্তেন্দ্রিয়াদিময্যামারূঢ়াঃ ততস্তেষু গতিস্মিতাদিষু আসাং মূর্ত্তিশ্চ প্রত্যারূঢ়া ইত্যর্থঃ। ততশ্চোন্মাদাদেকী ভাবে সতি অসৌ কৃষ্ণ এবাহং কিম্বা অহমেব কৃষ্ণ ইত্যাদিসাবধারণাং ভাবনাং বিহায় অসাবহং কৃষ্ণোঽহমিতি রসাস্বাদপ্রৌঢ়িময়ীমবস্থাং প্রাপ্য তদাত্মিকাঃ প্রাপ্তকৃষ্ণতাদাত্ম্যাঃ নতু অহং গ্রহোপাসনাবশাদেবেতি জ্ঞেয়ম্। প্রিয়াঃ প্রিয়স্যেত্যুক্তেঃ। ন্যবেদিষুঃ পরস্পরং নিবেদিতবত্যঃ নতু বয়ং ব্রজস্ত্রিয়ঃ মনাগপি কা অপি জানন্তি স্মেত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ কৃষ্ণবিহারৈঃ স্মর্যমাণৈর্বিভ্রম উন্মাদো যাসাং তাঃ॥

৩। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ সেই উন্মাদই প্রৌঢ় অবস্থা প্রাপ্ত হলে গোপীদের অবস্থা বলা হচ্ছে, গতি ইতি। **প্রিয়স্য ইতি**—পূর্বশ্লোক-কথিত প্রিয়ের গতি প্রভৃতিতে **প্রতিরূঢ়মূর্তয়ঃ**—প্রতিরূঢ় মূর্তি যাঁদের সেই গোপীগণ—প্রথমে প্রিয়ের হাসি প্রভৃতি গোপীদের প্রত্যেক চিত্ত-ইন্দ্রিয়াদিময়ী মূর্তিতে আরূঢ় হল, অতঃপর সেই গতিহাসি প্রভৃতিতে গোপীদের মূর্তিও প্রতিরূঢ় হল, এরূপ অর্থ। অতঃপর উন্মাদ হেতু দুই মিলেমিশে এক হয়ে গেলে, এই কৃষ্ণই আমি, কিম্বা আমিই কৃষ্ণ, এইরূপ সনিশ্চয় বুদ্ধি ত্যাগ করে **অসাবহং**—আমি কৃষ্ণ, এইরূপ রসাস্বাদ-

প্রৌঢ়িময়ী অবস্থা লাভ করে **তদাত্মিকা**—কৃষ্ণ-তাদাত্ম্য লাভ করলেন গোপীগণ। অহংগ্রহোপসনা আবেশেই যে এরূপ অবস্থা প্রাপ্তি হল, তা নয়। 'প্রিয়া প্রিয়স্য' এরূপ উক্তি হেতু 'ন্যবেদিষু' পদের অর্থ এরূপ হবে—পরস্পর নিবেদন করতে লাগলেন। 'আমরা ব্রজস্ত্রী' কেউ কিঞ্চিৎমাত্রও এরূপ জানতো না। **কৃষ্ণবিহার বিভ্রমাঃ**— এ বিষয়ে হেতু কৃষ্ণবিহার তন্ময়তায় **বিভ্রমঃ**— উন্মাদ দশা প্রাপ্তি। বি°৩।

৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** ততশ্চ চিরাৎ প্রাপ্তাবধানানাং তাসাং পুনরুন্মাদাখ্যামবস্থাং বর্ণয়তি—গায়ন্ত্য ইতি। গানমত্র গোকুলে প্রসিদ্ধং পূতনাবধাদিময়ং, তচ্চ 'বিষজলাপ্যয়াৎ' (শ্রীভা ১০।৩১।৩) ইত্যাদি বক্ষ্যমাণরীত্যা স্বরক্ষণাভিপ্রায়েণ, উচ্চৈর্গানন্তু তং প্রতি দূরান্নিজার্ত্তি-শ্রাবণার্থং, কিংবা গীতপ্রিয়স্য তস্য তেনাকর্ষ-নার্থং, কিংবা আর্ত্তিভর-স্বভাবাদেব। অমুমেবেতি—যদ্যপি ত্যাগেন পরমদুঃখদোঽসৌ, তথাপি তমেবেত্যর্থঃ। 'গণ-য়তি গুণগ্রামং ভ্রামং ভ্রমাদপি নেহতে' ইত্যাদিবৎ। সংহতা অন্যোঽন্যং মিলিতাঃ সত্যঃ, সর্ব্বত্র সম্যঙ্মার্গণার্থম্; কিংবা সখ্যেনান্যোঽন্যমার্ত্ত্যুপশমনার্থং, কিংবার্ত্তিবিশেষস্বভাবাদেব। গানান্বেষণয়োর্যৌগপদ্যমিদং গায়ন্ত্য এব ভ্রমন্তি, মধ্যে মধ্যে তু পৃচ্ছন্তীত্যর্থঃ। বনস্পতীন্ প্রতি প্রশ্নে হেতুঃ—উন্মত্তকবদিতি স্বার্থে কন্; তেন কেশাদ্যসম্বরণং ব্যজ্যতে। পুরুষং সর্ব্বান্তর্যামিরূপমপি, অতএবাকাশবদ্ভূতেষু অন্তরং বহিশ্চ ব্যাপ্য সন্তমপি পপ্রচ্ছুঃ, নিজপ্রেমাব-লম্বন-কেবলনরলীলারূপেণৈব তস্য তৎপ্রশ্নবিষয়ত্বাদিতি ভাবঃ। যদ্বা, অহো বত তাসামিদং সর্ব্বং কিমরণ্যরুদিতমেব জাতম্? নেত্যাহ—আকাশেতি। বক্ষ্যতে চ স্বয়ম্—'ময়া পরোক্ষং ভজতা' (শ্রী ভা ১০।৩২।২১) ইতি; যদ্বা, পুরুষং স্বনায়কং পপ্রচ্ছুঃ, তঞ্চ ভূতেষু স্থাবর-জঙ্গমেষু আকাশবদন্তরং বহিশ্চ সন্তং সাক্ষাদিব সত্ত্বয়া স্ফুরন্তং পপ্রচ্ছুঃ। তাদৃশজ্ঞান-স্ফূর্ত্তিশ্চ তাসাং প্রেমবিবর্ত্ত-বিশেষাদেব 'বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং, ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ' (শ্রী ভা ১০।৩৫।৯) ইতিবৎ। তত্র বহিস্ফুরণং দূরতঃ, অন্তস্তু নিকটাৎ। তত্র চ সত্যুন্মাদেনৈবানিন্দ্রিয়েষ্বপি বনস্পতিজাতিষু প্রশ্নো যোগ্য ইতি ভাবঃ॥

৪। **শ্রীজীব টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর বহুক্ষণ পর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা গোপীদের উন্মাদ নামক অবস্থা পুনরায় বর্ণন করছেন, **গায়ন্ত্য ইতি**—এখানে গান হল, গোকুলে প্রসিদ্ধ পূতনা বধাদিময় গান, তা এরূপ 'হে কৃষ্ণ! তুমি কালিয় হ্রদের বিষময় জল পানে ব্রজজনদের বিনষ্ট হতে দেখে, তার থেকে ত্রাণ করেছ'—(শ্রী ভা° ১০/৩১/৩) ইত্যাদি বক্ষ্যমান রীতিতে গান করলেন নিজেদের বিরহ তাপ থেকে রক্ষণ অভিপ্রায়ে। **উচ্চৈঃ**— উচ্চ স্বরে গাইলেন, যাতে তাঁর প্রতি নিজেদের যে আর্তি, তা দূর থেকে শোনা যায়, কিম্বা গীতপ্রিয় তাকে ঐ গানে আকর্ষণের জন্য, কিম্বা আর্তিভর স্বভাবেই চিৎকার করে গাইলেন। **অমুমেব**—তাঁকেই (গাইলেন), যদিও ত্যাগ করে চলে যাওয়ায় সে পরমদুঃখদ, তবুও তাকেই গাইলেন। —'প্রিয়া প্রিয়ের গুণগ্রামই দেখে, দোষ ভুলেও দেখে না' ইতিবৎ। **সংহতা**—পরস্পর মিলিত হয়ে—সর্বত্র সম্যকরূপে অন্বেষণের জন্য, কিম্বা সৌহার্দের দ্বারা পরস্পর আর্তি উপশমের জন্য, কিম্বা আর্তিবিশেষ স্বভাবেই। গান ও অন্বেষণ দুই-ই একসঙ্গেই চলতে লাগল, কৃষ্ণকথা গাইতে গাইতেই ঘুরতে লাগলেন। **বনস্পতীন্**— বনের বড় বড় বৃক্ষের কাছে, জিজ্ঞাসার হেতু **উন্মত্তক বৎ**— উন্মত্ত ব্যক্তি যে ভাবে করে সেই ভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে স্বার্থে কন্, এতে কেশ-বস্ত্র-আভরণাদির এলোমেলো অবস্থা প্রকাশিত

হচ্ছে। **পুরুষং**—সর্বান্তর্যামিরূপ হলেও, অতএব **আকাশ বৎ ইত্যাদি**—আকাশের মতো সর্বভূতের মধ্যে ভিতর-বাইর ব্যাপে থাকলেও তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করলেন। — তাঁদের নিজ প্রেমের আশ্রয় কেবল নরলীল কৃষ্ণস্বরূপ, তাই তাঁর সম্বন্ধে সেইসব প্রশ্নের অবকাশ, এরূপ ভাব।

অথবা, অহো হায় হায় এইসব কি তাদের অরণ্য-রোদনই হল? না-না, তা হয়নি, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—আকাশ ইতি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আকাশবৎ সর্বভূতের অন্তরে বাইরে **সন্তং**—বিরাজিত, তিনি তোমাদের কথা শুনতে পারছেন। শ্রীকৃষ্ণ পরে (১০/৩২/২১) শ্লোকে নিজেও বলেছেন 'আমি অদৃশ্য ভাবে থেকে তোমাদের ভজনা করছিলাম অর্থাৎ তোমাদের কথা শুনছিলাম।

অথবা, **পুরুষং**—নিজ নায়ক কৃষ্ণের সন্ধান (জিজ্ঞাস করতে লাগলেন)। **ভূতেষু**—স্থাবর-জঙ্গমের মধ্যে আকাশের মতো অন্তর-বাইর জুরে **সন্তং**—সাক্ষাৎ ভাবেই স্ফূর্তিপ্রাপ্ত কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করলেন—তাদৃশ জ্ঞান ও স্ফূর্তি তাঁদের প্রেমবিবর্ত বিশেষ থেকেই জাত "বনলতাতরুগণ নিজেদের মধ্যে বিষ্ণু বর্তমান, একথা জানাবার জন্যই যেন প্রেমে পুলকিত হয়ে প্রণত হলেন"—(শ্রী ভা° ১০।৩৫।৯) গোপীদের এই বাক্যবৎ। এখানে বৃক্ষলতার বাইরে যে স্ফুরণ, তা দূর থেকে, আর অন্তরে স্ফুরণ নিকট থেকে। সিদ্ধান্ত এইরূপ দাঁড়ালে প্রেমোন্মাদ দশাতেই ইন্দ্রিয়হীন বনস্পতি জাতির নিকট প্রশ্ন করা সমীচীন হয়, এরূপ ভাব। জী° ৪॥

৪। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ যদা চ স তাসামুন্মাদঃ স্ব প্রৌঢ়িমানং বিহায় মন্দীবভূব তদা তা অর্দ্ধবাহ্যানুসন্ধানবত্যো যথা চেষ্টন্তে স্ম তদ্বর্ণয়তি,—গায়ন্ত্য ইতি। কান্তবিচ্ছেদেন দুঃখিন্যো বয়ং ব্রজস্ত্রিয়স্তমন্বেষয়াম ইতি বাহ্যানুসন্ধানম্। সংহতা মিলিতা বনাদ্বনং গচ্ছন্ত্য উন্মত্তকবদীষদুন্মত্তা ইব। অল্পার্থে কঃ প্রত্যয়ঃ। পুরুষং শ্রীকৃষ্ণং বনস্পতিন্ পপ্রচ্ছুরিত্যুন্মাদলক্ষণম্। নন্থ, সর্ব্বমুখ্যয়া বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা সহ কৃষ্ণস্তদা সুখেন রমত এবেতি জানীমঃ, কিন্তু তদ্বিরহদুঃখোন্মত্তানামাসাং গোপীনামুন্মাদপ্রশ্নাদিকং স জানাতি ন বেত্যতো বিশিনষ্টি। ভূতেষু সর্ব্বেষ্বেব অন্তরং বহিশ্চ আকাশবদ্ব্যাপ্য সন্তং তেন কৃষ্ণস্বরূপস্যাপরিচ্ছিন্নত্বেঽপি সর্ব্বগতত্বাত্তাসাং প্রশ্নাদিকং তত্র তত্রৈবালক্ষমাণঃ শৃণোত্যেবেতি দ্যোতিতম্॥

৪। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ যখন গোপীদের সেই উন্মাদ নিজ প্রৌঢ়িমান ত্যাগ করত কিছুটা শান্তভাব ধারণ করল, তখন তাঁরা অর্ধবাহ্যদশায় কৃষ্ণানুসন্ধানপর হয়ে যে লীলা করতে লাগলেন, তা বর্ণন করা হচ্ছে, গায়ন্ত্য ইতি। কান্তবিচ্ছেদে দুঃখী ব্রজস্ত্রী আমরা তাঁকে খোঁজ করিগা, এইরূপ বাহ্য-অনুসন্ধান। **সংহতা** একত্র মিলিতা (ব্রজস্ত্রীগণ)। বন থেকে বনে গিয়ে গিয়ে ঈষদুন্মত্তের মতো (খুঁজতে লাগলেন)। **পুরুষং**— শ্রীকৃষ্ণের কথা বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন ইহা উন্মাদ লক্ষণ। পূর্বপক্ষ, যাচ্ছা সর্বমুখ্য ব্রজস্ত্রী শ্রীরাধার সহিত কৃষ্ণ তখন সুখে বিহার করে বেড়াচ্ছে, সে তো জানি কিন্তু কৃষ্ণবিরহ দুঃখে উন্মত্ত সেই গোপীদের উন্মাদ-প্রশ্ন কৃষ্ণ জানতেন কি জানতেন না? এর উত্তরে বিষয়টি খুলে বলা হচ্ছে, **আকাশবৎ ইত্যাদি** কৃষ্ণ সর্বভূতের অন্তর বাইর জুরে আকাশের মতো আছেন, সুতরাং কৃষ্ণস্বরূপ অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অসীম, এইরূপে কৃষ্ণ সর্বগত হওয়া হেতু গোপীদের প্রশ্নাদি সেই সেই স্থানে অলক্ষ্যভাবে থেকে শুনতে পাচ্ছিলেন, এরূপ ধ্বনিত। বি° ৪॥

৫। দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বত্থ প্লক্ষ ন্যগ্রোধ নো মনঃ।
নন্দসূনুর্গতো হৃত্বা প্রেমহাসাবলোকনৈঃ ॥

৫। **অন্বয়ঃ** (হে) অশ্বত্থ (হে) প্লক্ষ হে ন্যগ্রোধ প্রেমহাসাবলোকনৈঃ নঃ (অস্মাকং) মনঃ (চিত্তং) হৃত্বা গতঃ (পলায়িতঃ) নন্দসূনুঃ বঃ (যুষ্মাভিঃ) দৃষ্ট কচ্চিৎ (দৃষ্টঃ কিম্?)

৫। **মূলানুবাদঃ** (বিশাল বিশাল বৃক্ষরা দূরবর্তী কৃষ্ণকে হয়তো দেখে থাকবে, এই সম্ভাবনায় অশ্বত্থ প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা—) হে অশ্বত্থ, হে পীলু, হে বট! শ্রীকৃষ্ণ সহাস প্রেমকটাক্ষে আমাদের চিত্ত চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে, তোমরা তাকে যেতে দেখেছ কি?

৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** বো যুষ্মাভিঃ প্রত্যেকং পৃথক্ সম্বোধনং শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ত্বেনাদরাৎ। নন্থ কিমর্থমসৌ যুষ্মাভিঃ পৃচ্ছ্যতে? তত্রাহুঃ—'নো মনো হৃত্বা গতঃ' ইতি, হৃত্বেতি মনসো রত্নত্বং ব্যজ্যতে। অতো নষ্টোদ্দেশিত্বেনাগতাস্তং চৌরং সাধূন্ যুষ্মান্ পৃচ্ছাম ইতি ভাবঃ। নন্দসূনুরিতি—স্ববিশ্বাসহেতুপন্যাসস্তথাপীত্যর্থঃ। নন্দেতি—যৌগিকবৃত্ত্যা তস্য প্রত্যুত সর্ব্বব্রজানন্দহেতুত্বমেব যুজ্যতে ইতি ভাবঃ। অতএব দুঃখেন সাক্ষাত্তন্নামোক্তিরপি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণনামানুক্তিস্তীর্ষ্যয়াপি, অপিশব্দাচ্চোরস্য নাম্নোঽগ্রাহ্যত্বেন 'সূচকস্যাপি তত্ত্ববদিত্যুক্তেঃ'। কচ্চিৎ প্রশ্নে, ভবদ্ভির্দৃষ্টে সতি চাস্যামেব দিশি বিহরতীত সমাশ্বাসমাসাদ্যান্বেষয়াম ইতি ভাবঃ॥ জী° ৫॥

৫। **শ্রীজীব টীকানুবাদঃ বঃ দৃষ্টঃ—** তোমাদের দ্বারা দৃষ্ট হয়েছে কি? হে অশ্বত্থ, হে প্লক্ষ, এঁরা কৃষ্ণপ্রিয় বলে আদরে প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ সম্বোধন। যদি বলা হয়, আচ্ছা তোমরা কেন তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করছ, এরই উত্তরে, সে যে আমাদের মন চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে, তাই জিজ্ঞাসা করছি, এখানে 'হৃত্বা' পদে তাঁদের মন যে রত্ন বিশেষ, তাই প্রকাশ পেল। অতএব নষ্টধন খুঁজতে খুঁজতে এখানে আগত আমরা সেই চোরের সন্ধান সাধু তোমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করছি? এরূপ ভাব। **নন্দসূনুঃ—** মহাসাধু মহারাজ নন্দের পুত্র, তাই বিশ্বাস হেতু এই রত্ন তাঁর কাছে স্থাপন করেছি, তথাপি চুরি করে পালাল। 'নন্দ' পদের অর্থ যৌগিক বৃত্তি দ্বারা 'আনন্দ', বস্তুত পক্ষেও নন্দ মহারাজ সমস্ত ব্রজের অনন্দজনকই বটে, তাঁরই পুত্রের নিরানন্দ হওয়াটা বুদ্ধিতে আসে না, এরূপভাব। অতএব দুঃখে সেই চোরের নাম সাক্ষাৎভাবে নন্দনন্দন বলে দিলেও সাক্ষাৎ কৃষ্ণনামটি কিন্তু উচ্চারণ করলেন না ঈর্ষাবশতঃই—"সূচকস্যাপি তত্ত্ববৎ" এই ন্যায় বাক্যের 'অপি' শব্দের ধ্বনি চোরের নাম অগ্রাহ্য, তাই কৃষ্ণনামটি বলা হল না। **কচ্চিৎ—** প্রশ্নে। তোমাদের দ্বারা যদি দৃষ্ট হয়ে থাকে, তবে বুঝতে হবে এই দিকেই সে বিহার করে বেড়াচ্ছে; তোমাদের কাছ থেকে সঠিক আশ্বাস পেয়ে খোঁজ করব। ॥ জী° ৫ ॥

৫। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** প্রশ্নং প্রপঞ্চয়তি নবভিঃ। অত্যাত্যুচ্চতরত্বাদেতে দূরবর্ত্তিনমপি তমবশ্যং পশ্যেয়ুরিতি সম্ভাব্য পৃচ্ছন্তি, দৃষ্ট ইতি। প্লক্ষঃ পীলু খল্বিতি খ্যাতঃ ন্যগ্রোধো বটঃ। কিমর্থং পৃচ্ছথেতি তেষামপি প্রশ্নমাশঙ্ক্যাহুঃ,—নন্দস্য সাধোঃ সূনুরপি নোঽস্মাকং স্ত্রীজনানাং মনো হৃত্বা গতঃ। প্রেম্ণঃ সর্ব্বলোকোন্মাদকমহামোহনৌষধ-

৬। কচ্চিৎ কুরবকাশোক-নাগ-পুন্নাগ-চম্পকাঃ।
রামানুজো মানিনীনামিতো দর্পহরস্মিতঃ॥

৬। **অন্বয়ঃ** হে কুরুবকাশোক-নাগ-পুন্নাগ চম্পকাঃ মানিনীনাং দর্পহরস্মিতঃ রামানুজঃ ইতঃ কচ্চিৎ (গতঃ কিম্?)

৬। **মূলানুবাদঃ** (অতঃপর পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করে চিন্তা করলেন অহো শুদ্ধান্তঃকরণ এদেরই জিজ্ঞাসা করা ঠিক, তাই কুরুবকাদিকে জিজ্ঞাসা করলেন) হে কুরুবক, হে অশোক, হে নাগ, হে পুন্নাগ, হে চম্পক! হাসির মাদকতায় মানিনীগণের দর্পহারী রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ এই পথে চলে গেল কি?

বিশেষেণ সহিতৈঃ হাসাবলোকনৈঃ প্রেষিতৈশ্চোরৈরস্মাকং নেত্রদ্বারতোঽন্তঃকরণমন্তঃপুরং প্রবেশিতৈর্মনোরত্নং চোরয়িত্বা পলায়িত ইত্যর্থঃ। ক্ষণং স্থিত্বা অহো কিমেতাভিঃ ক্ষুদ্রাভিরিত্যস্মানবজানন্তঃ স্তব্ধা অমী প্রত্যুত্তরং ন দদতে তদলমেতৈঃ ক্ষুদ্রফলৈঃ পরোপকারধর্ম্মানভিজ্ঞৈরপ্রফুল্লৈরশুদ্ধান্তঃকরণৈরিতি তান্ বিহায় অন্যত্র গতাঃ। বি০৫॥

৫। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদঃ** নয়টি প্রশ্ন প্রপঞ্চিত করা হচ্ছে। এর মধ্যে পীলু আদি এরা অতি উচ্চ হওয়া হেতু দূরবর্তী হলেও কৃষ্ণকে দেখতে পারছে, এরূপ সম্ভাবনা করে জিজ্ঞাসা করলেন, দৃষ্ট ইতি। **প্লক্ষঃ**—পীলু বলে পরিচিত। **ন্যগ্রোধঃ**—বট। কিসের জন্য জিজ্ঞাসা করছ? বৃক্ষদের এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করে বলছেন—**নন্দসূনু**—সাধু নন্দের পুত্র হয়েও 'নো মনঃ হৃত্বা' আমাদের মন হরণ করে পালিয়েছে **প্রেমহাসাবলোকনৈঃ**—সর্বলোক-উন্মাদক মহামোহন ঔষধবিশেষ প্রেমের সহিত প্রেরিত সহাসদৃষ্টিরূপ ভৃত্যকে নয়নদ্বারে অন্তঃকরণরূপ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়ে মন চুরি করিয়ে উহা নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে নন্দনন্দন। ক্ষণকাল প্রত্যুত্তরের আশায় চুপ করে থেকে গোপীগণ ভাবলেন—এই ক্ষুদ্রদের দিয়ে আমাদের কি প্রয়োজন—আমাদের বিষয়ে অজ্ঞ জড় এরা প্রত্যুত্তরই দিচ্ছে না, অতএব এই ক্ষুদ্রফলা, পরোপকারধর্ম-অনভিজ্ঞ, অপ্রফুল্ল, অশুদ্ধ অন্তঃকরণ এদের কাছে আর জিজ্ঞাসার কি প্রয়োজন, এরূপ ভেবে ওদের ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চললেন। বি০৫॥

৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** মহত্তমত্বাদেতেঽস্মান্ ক্ষুদ্রাঃ প্রত্যবজ্ঞয়া নূনং ন কথয়েয়ুরিতি মত্বান্যান্ পৃচ্ছন্তি—কচ্চিদিতি। কুরুবকঃ শোণোন্নানঃ, নাগো নাগকেশরঃ, কিমিতো গতঃ? যদ্বা, অত্রান্তর্হিতো বর্ত্ততে? পূর্ব্বং দৃষ্ট ইতি পৃষ্টম, অধুনা ত্বিত ইতি, দূরতোঽপি দর্শনং সম্ভবেৎ। তথাপি ন সুলভঃ স্যাদিতি নিকটাগতস্য সতোঽত্রৈব তৎপদান্বিষ্য তৈশ্চ তমন্বেষয়াম ইতি ভাবঃ। গত ইতি চ পাঠো বহুত্র, তন্মতে টীকায়ামিত ইত্যাধ্যাহৃত্য ব্যাখ্যাতম্। রামানুজ ইতি নন্দসূনুরিতিবৎ। নন্বু মানিনীনাং যুষ্মাকং কথং তেন মনো হৃতম্? তত্রাহুঃ—মানিনীনামিতি তাসাং দর্পহরং স্মিতমপি যস্য তাদৃশোঽপীতি তস্যাবিমৃশ্যকারিত্বঞ্চ ধ্বনিতং, দর্পো গর্ব্বঃ। তদানীমেব তৎকৃতেন কপটস্মিতেন মানময়গর্ব্বো হৃতঃ। অতএবান্বেষয়াম ইতি—তথা তাদৃশমহামোহনস্য বিচ্ছেদেন ক্ষণমপি জীবিতুং ন শক্নুম ইত্যতঃ পৃচ্ছাম ইতি ভাবঃ॥

৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** মহত্তম বলে এই অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষ ক্ষুদ্র আমাদের প্রতি অবজ্ঞাতেই নিশ্চয় কথা বলছে না, এরূপ মনে করে অন্যদের জিজ্ঞাসা করছেন, কচ্চিৎ ইতি। হে **কুরুবক**—হে ঝাঁটি ফুলের গাছ। হে **নাগ**—হে নাগকেশর। **ইতঃ**— চলে গেল কি? অথবা এখানেই লুকিয়ে আছে কি? পূর্বের ৫ শ্লোকে জিজ্ঞাস্য ছিল দেখেছ কি? এখন কিন্তু জিজ্ঞাস্য হল—'ইতঃ' এই পথে চলে গেল কি? তোমাদের পক্ষে দূরে থেকেও দর্শন সম্ভব, তথাপি যদি বল সুলভ নয়, তবে বলি, তোমাদের নিকটে যদি এসে থাকে, তবে এখানেই তাঁর পদচিহ্ন ধরে ধরে তাঁকে খুঁজবো, এরূপ ভাব। বহুস্থানে পাঠ 'ইতঃ' স্থানে গতঃ আছে—এই পাঠ ধরে ব্যাখ্যায় **শ্রী**স্বামিপাদ 'ইতঃ' ধরে নিয়ে 'ইতঃ গতঃ কচ্চিদ্দৃষ্ট' অর্থাৎ এই পথে যেতে দেখেছ কি—এরূপ অর্থ করেছেন। **রামানুজ**—এর ধ্বনি সজ্জনশিরোমণি বলরামের ভাই বলেই-না বিশ্বাস করেছিলাম। পূর্বপক্ষ, যদি বলা হয়, মানিনী তোমাদের মন কি করে তাঁর দ্বারা হৃত হল? এরই উত্তরে, তাঁর হাসির এমনই মাদকতা যে মনিনীদেরও মানদর্প চলে যায়, এই হাসিই আমাদের মন চুরি করেছে। রমণীদের এমন হাসি দেখিয়ে যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে অবিবেচক ছাড়া আর কি বলা যায়, এরূপ ধ্বনি। মান করেছি, আর অমনি তাঁর কপট হাসিতে মানময় গর্ব নাশ হয়ে গেল; অতএব খুঁজে বেড়াচ্ছি, তথা তাদৃশ মহামোহনের বিচ্ছেদে ক্ষণকালও জীবন ধারণ করতে পারছি না, তাই জিজ্ঞাসা করছি তোমাদের. এরূপ ভাব। জী° ৬॥

৬। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ পুষ্পোদ্যানং প্রবিশ্যাহো সত্যমিমে এব শুদ্ধান্তঃকরণাঃ প্রষ্টব্যাঃ যদহো স্বমকরন্দৈর্মধুব্রতানতিথীন্ সেবন্তে ইতি। বৃক্ষানাসাদ্যাহুঃ—কচ্চিদিতি। কুরুবকঃ শোণোঽম্লানঃ। নাগো নাগকেশরঃ। কচ্চিদ্দতঃ কিম্বা কচ্চিদিহৈব নিহ্নুত্য স্থিতো বেতি ভাবঃ। নন্থ, কিমর্থং পৃচ্ছথেত্যাশঙ্ক্যাহুঃ,—মানিনীনাং মানধনানামস্মাকং দর্পং মানং হরতি স্মিতং যস্যেতি বয়ং নির্ধনীকৃতা ত্রবাভূমেতি ভাবঃ। তদৈবাকস্মিকেন পবনেন চালিতাগ্রশাখাংস্তানালক্ষ্যাহো শিরধুনেন বয়ং ন জানীম ইতি ব্রুবতে তদলমমীভিঃ কঠোরৈঃ পুরুষজাতিভিরিত্যন্যতো জগ্মুঃ!

৬। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** গোপীগণ পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করে ভাবছেন, অহো সত্যই এই শুদ্ধান্তঃকরণাদের জিজ্ঞাসা করাই ঠিক, যেহেতু এরা নিজ মধুদ্বারা অতিথি ভ্রমরদের সেবা করে থাকে। কুরুবকাদি বৃক্ষদের নিকটে গিয়ে বললেন – কচ্চিদিতি। **কুরুবক**—লাল অম্লান। **নাগ**—নাগকেশর। **কচ্চিদ্**—কোথাও চলে গিয়েছে, কিম্বা এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে বা, এরূপ ভাব। পূর্ব্বপক্ষ কিসের জন্য এই জিজ্ঞাসা। এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করে বলছেন, মানধনে ধনী আমাদের **দর্পং**—মান হাসিদ্বারা হরণ করে নিয়ে কৃষ্ণ পালিয়েছে, আমরা নির্ধন হয়ে পড়েছি, এরূপ ভাব। তখুনি একটা দমকা হাওয়ায় বৃক্ষদের শাখাগ্র কেঁপে উঠলে, গোপীগণ ভাবলেন, অহো মাথা কাঁপিয়ে এরা যেন বলছে 'আমরা জানি না'। অতএব অতি কঠোর এই পুরুষজাতিদের দিয়ে আমাদের কি প্রয়োজন, এই ভেবে অন্যত্র চলে গেলেন। বি° ৬॥

৭। কচ্চিৎ তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণ-প্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রৎ দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ ॥

৭। **অন্বয়** ঃ হে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে, কল্যাণি, তুলসি! অলিকুলৈঃ সহ ত্বা (ত্বাং) বিভ্রৎ (মালাদি রূপেণ ধারয়ন্) তে (তব) অতিপ্রিয়ঃ অচ্যুতঃ দৃষ্টঃ কচ্চিৎ (কিম্)।

৭। **মূলানুবাদ** ঃ হে সৌভাগ্যবতী গোবিন্দচরণ-প্রিয়া তুলসি! উৎদ্বেগজনক সহস্র সহস্র ভ্রমরের সহিতই তোমাকে যিনি ধারণ করেছেন, তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত সেই অচ্যুতকে দেখেছ কি?

৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ এতে পুরুষজাতিত্বেন প্রায়ঃ শ্রীকৃষ্ণপক্ষগ্রাহিণোঽস্মাকং মানং বিজ্ঞায়াসূয়য়া ন কিল কথয়েয়ুরিতি স্ত্রীজাতিত্বেনাত্মপক্ষ-গ্রাহিণীং মন্যমানাঃ শশ্বৎ দৃষ্টতৎপ্রীত্যনুমিতসৌভাগ্যবিশেষেণ চ তস্যাঃ শ্রীকৃষ্ণদর্শনং সম্ভাব্য শ্রীতুলসীং পৃচ্ছন্তি—কচ্চিদিতি। কল্যাণি, হে জগন্মঙ্গলকারিণি পরমসৌভাগ্যবতীতি বা। অত্র হেতুর্গোবিন্দেতি, গোবিন্দ গোকুলেন্দ্রঃ, তচ্চরণপ্রিয়া ত্বং 'শ্রীর্যৎ পদাম্বুজরজঃ' (শ্রীভা ১০/২৯/৩৭) ইত্যাদিবৎ; যদ্বা, চরণশব্দোঽত্রাদরমাত্রব্যঞ্জকঃ, আচার্য্যচরণা বদন্তীতিবৎ। আদরশ্চাধুনা দৈন্যেন, হে গোকুলেন্দ্রপ্রিয়ে ইত্যর্থঃ। ইতি তস্যাগমনাবশ্যকত্বং বিবক্ষিতম্। তৎপ্রিয়ত্বে হেতুঃ—সহেতি। ন চ তত্র তবানবধানং সম্ভবেৎ, যতস্তেঽতিপ্রিয় ইতি শ্লেষেণাতিক্রান্তপ্রিয়ানস্মদ্বিধানিত্যপি ধ্বনিতম্। অলিকুলৈঃ সহ ইতি তস্যাঃ সাদ্‌গুণ্যং দর্শিতম, অলীনামপ্যনিবার্য্যত্বসূচনাৎ। যদ্বা, অতিপ্রিয়ত্বমেব বিবৃতং, তৎপ্রিয়ত্বেনৈব তে শিলীমুখা অপি ন নিবার্যন্ত ইতি সূচনাৎ, তথা মত্তানাং তেষাং ঝঙ্কারেণ নিহ্নবাসম্ভবত্বং চ সূচিতম্। অতোঽবশ্যং ত্বদন্তিকমাগতস্ত্বয়া দৃষ্ট ইতি ভাবঃ। অচ্যুত ইতি শ্লেষেণ কদাপি ত্বত্তো ন বিচ্যুতো ভবিষ্যতীতি তদেব দৃঢ়ীকৃতম্॥ জী° ৭॥

৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ কুরুবক-অশোক এরা পুরুষজাতি বলে প্রায়ই শ্রীকৃষ্ণ-পক্ষপাতী হয়ে থাকে, আমরা যে মানিনী হয়ে এসেছি, একথা জানবার পর অসূয়াবশতঃ আমাদের সঙ্গে আর কথাই বলছে না। অতঃপর গোপীরা মনে করলেন স্ত্রীজাতি বলে তাঁদের নিজেদের পক্ষপাতিনী হবেন এই তুলসী—আরও দেখা যায়, ইনি নিরন্তর কৃষ্ণের প্রীতিভাজন হওয়া হেতু সৌভাগ্যবিশেষে ধন্যা; সুতরাং তুলসীর কৃষ্ণদর্শন সম্ভাবনা করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করছেন—কচ্চিৎ ইতি। **কল্যাণি**—হে জগন্মঙ্গলকারিণি, বা হে পরমসৌভাগ্যবতি! —এ বিষয়ে হেতু, গোবিন্দচরণ প্রিয়তা, 'গোবিন্দ' গোকুলের অধিপতি, তাঁর চরণপ্রিয়া—যেমন নাকি (ভা° ১০।২৯।৩৭) শ্লোকে বলা হয়েছে, "যে চরণরজ লক্ষ্মীদেবী লাভ করতে প্রার্থনা করেছেন তুলসীদেবীর পাশে স্থান করে নিয়ে"—অথবা, 'চরণ' শব্দ এখানে আদর ব্যঞ্জক, যেমন নাকি বলা হয় আচার্যচরণ। এই আদরও প্রকাশ পেয়েছে অধুনা গোপীদের দৈন্যে। হে গোকুলেন্দ্রপ্রিয়ে তুলসি, এরূপ অর্থ। তুলসীর প্রতি তাকিয়ে যেন বলা হচ্ছে, কৃষ্ণের এখানে আসার আবশ্যকতা হল, তোমার প্রতি এই আদরবুদ্ধি, ইহাই এখানে বক্তব্য। তুলসীকে এরূপ প্রিয়াবলার হেতু—**সহ অলিকুলৈঃ**—অলিকুলের সহিত তোমাকে ধারণ করেছেন, এর ধ্বনি, তোমার এত সদ্‌গুণ

৮। মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতিযূথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ॥

৮। **অন্বয়** ঃ (হে) মালতি, (হে) মল্লিকে, (হে) জাতি, (হে) যূথিকে! করস্পর্শেন বঃ (যুষ্মাকং) প্রীতিং জনয়ন্ যাতঃ (গতঃ) মাধবঃ বঃ (যুষ্মাভিঃ) অদর্শি (দৃষ্টঃ) কচ্চিৎ কিম্)।

৮। **মূলানুবাদ** ঃ (অহো গর্বোন্মত্ত তুলসী আমাদের চেয়েই দেখছে না-যে, সুতরাং মাদৃশী সপত্নী মালতীদের জিজ্ঞাসা করি, এইবলে অন্য দিকে গিয়ে মালতীদের জিজ্ঞাসা করলেন—) হে মালতি মল্লিকে, জাতি, যূথিকে! তোমরা কৃষ্ণকে দেখেছ কি? করস্পর্শে তোমাদের প্রীতি জন্মিয়ে এই রাস্তায় কৃষ্ণ চলে গিয়েছে কি?

যে অলির উৎপাত সহ্য করেও তোমাকে ধারণ করেছেন, অলিদেরও এত লোভ তোমার চরণ-রজে যে তারা কোনও নিবারণও মানছে না, এরূপও ধ্বনি। অথবা, 'সহ অলিকুলৈঃ' বাক্যে তুলসীর অতিপ্রিয়ত্ব বিবৃত করা হয়েছে, তোমার প্রতি প্রিয়তা হেতু সেই উৎপাতজনক অলিকুলকেও বাঁধা দিচ্ছেন না, —আরও সেই মত্ত ভ্রমরের ঝঙ্কার শব্দ হেতু তাঁর কোথাও লুকিয়ে থাকাও সম্ভব হচ্ছে না, তৎসত্বেও বাঁধা দিচ্ছেন না। অতএব হে তুলসি! প্রিয়তার আকর্ষণে তিনি নিশ্চয়ই তোমার নিকটে এসেছেন, তোমার দ্বারা দৃষ্টও হয়েছেন, এরূপ ভাব। **অচ্যুত**— হে তুলসি, কৃষ্ণ কখন-ও তোমার থেকে বিচ্যুত হয় না, অর্থাৎ তোমাকে কখনও-ই ত্যাগ করে না. যেমন নাকি আমাদের করেছে, সুতরাং সে তোমাদের দ্বারা দৃষ্ট যে হয়েছে, সেই কথাই দৃঢ়ীকৃত করা হয়েছে এই 'অচ্যুত' পদে। জী° ৭॥

৭। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ এতা অস্মৎপক্ষগ্রাহিন্যঃ স্ত্রীজাতয়ঃ স্ত্রীজনহৃচ্ছয়পীড়াং বিদুষ্যঃ কৃপাবত্যো ভবিষ্যন্তি তদিমাঃ পৃচ্ছাম ইত্যাসাদ্য তন্মধ্যে পরমমুখ্যতমাং তুলসীং পপ্রচ্ছুঃ—কচ্চিদিতি। হে কল্যাণীতি বয়মকল্যাণ্যঃ কৃষ্ণবিচ্ছেদাৎ, ত্বমেব কুশলিনী। তত্র হেতুর্গোবিন্দেতি। যদ্বা, চরণশব্দোঽত্রাদরমাত্রব্যঞ্জকঃ "আচার্য্যচরণা বদন্তী" তিবৎ। নন্থ যূয়মপি তচ্চরণপ্রিয়া ভবথৈব সত্যং তদপি সাদ্‌গুণ্যাধিক্যাত্ত্বমেব সৌভাগ্যবতী বিচ্ছেদাভাবাদিত্যাহুঃ, —ত্বা ত্বাং বিভ্রদেব গতঃ। তত্র তব সৌরভ্যাধিক্যমেব কারণমিতি ব্যঞ্জয়ামাসুঃ। অলিকুলৈঃ সহেতি পরঃসহস্র-ভ্রমরকৃতোদ্বেগমপ্যগণয়িত্বা ত্বাং বিভ্রদিতি সুগন্ধপ্রিয়েণ তেনাস্মাকমগ্রহণমেতাদৃশ সৌরভ্যবত্ত্বাভাবাদেবেতি নিশ্চিনুম ইতি ভাবঃ।

৭। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ তুলসী-মালতি আদির নিকট গিয়ে ভাবছেন, এরা আমাদের পক্ষপাতিনী স্ত্রীজাতি, স্ত্রীজনদের কামপীড়া জেনে কৃপাবতী হবে, তাই এঁদের জিজ্ঞাসা করছি— এরূপ ভেবে তাঁদের নিকটে গিয়ে, তন্মধ্যে মুখ্যতমা তুলসীকে জিজ্ঞাসা করলেন- কচ্চিদিতি। হে কল্যাণি! এ সম্বোধনের ধ্বনি হল, তোমরা কল্যাণবিশিষ্টা, আর আমরা কৃষ্ণবিরহ হেতু অকল্যাণী অর্থাৎ কল্যাণ-রহিতা, তুলসী প্রভৃতির কল্যাণী হওয়ার হেতু গোবিন্দ-চরণপ্রিয়তা। এখানে 'চরণ' শব্দ আদর ব্যঞ্জক, যেমন-নাকি বলা হয় আচার্যচরণ। তুলসী যেন বলছেন, তোমরাও

তো চরণপ্রিয়া, এরই উত্তরে গোপীরা বলছেন—সত্যই, তা হলেও মনোরম গুণের আধিক্য হেতু তুমিই সৌভাগ্যবতী, কারণ তোমার বিরহ নেই। এই আশয়ে বলা হচ্ছে, ত্বা—তোমাকে, ধারণ করেই চলে গিয়েছেন, এই বিষয়ে তোমার সৌভাগ্যের আধিক্যই কারণ, এরূপ ব্যঞ্জিত হচ্ছে। সহস্র সহস্র অলিকুলের সহিতই তোমাকে ধারণ করেছেন, তৎকৃত উদ্বেগও গণনা না করে। সুগন্ধপ্রিয় তাঁর দ্বারা আমাদের অগ্রহণ, এতাদৃশ সৌরভ্যগুণের অভাব হেতুই, এরূপ নিশ্চয় করলাম, এরূপ ভাব। বি০৭॥

৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** তথাপি তদাদ্রিয়মাণত্বাভিমানাদিয়ং খলু ন কথয়েদিতি নম্রীভূয় পুষ্পার্পণেন নূনং শ্রীকৃষ্ণসেবিকা অপি নিরভিমানা এতা এব পৃচ্ছন্তি—মালতীতি। বৈয়গ্র্যেণ প্রত্যেকং সম্বোধনম্। অতঃ কিমিতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্; তত্র কিমিতি কচ্চিদিত্যস্যৈবানুবর্ত্তমানস্যার্থঃ। দর্শনং তাবজ্জাতমেব, তত্র স্পর্শোঽপি কিং জাত ইতি বিশেষমেব পৃচ্ছাম ইতি ভাবঃ। যদ্বা, তাসাং তদ্দর্শনং সম্ভাবয়ন্তি—প্রীতিমিতি, করস্পর্শ-চিহ্নদর্শনাদিতি ভাবঃ। তত্র হেতুশ্চ—পুষ্পপ্রিয়ত্বান্মাধবো বসন্ত ইব মাধব ইতি। করস্পর্শেনেতি—যুষ্মৎপুষ্পাণামুৎকৃষ্টানাং শ্রীহস্ত-দ্বারাবচয়েনেত্যর্থঃ। যাত ইতি —সমানদুঃখত্বেনাস্মভ্যং তৎ কথয়িতুং যোগ্যমেব চেতি ভাবঃ। এবং দাসী পুষ্পিণীষ্বপি তাসু নখক্ষতাদি-সূচনেন সের্ষ্যং নর্ম্ম চাভিপ্রেতম্।

৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** তুলসী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, তথাপি আদর পেয়ে পেয়ে অভিমানিনী হয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলছে না। কাজেই এই যে সম্মুখে যাদের নত হয়ে পুষ্প-অর্পণ করতে দেখা যাচ্ছে, এরা কৃষ্ণসেবিকা হয়েও নিশ্চয়ই নিরভিমানিনী, এদেরই কৃষ্ণের খোঁজ জিজ্ঞাসা করা যাক্—মালত্যদর্শি ইতি। ব্যগ্রতাবশতঃ প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ সম্বোধন, যথা—হে মালতি, হে মল্লিকে ইত্যাদি। শ্রীস্বামিপাদের অনুসরণে অর্থ করা হচ্ছে, পূর্ব শ্লোকের প্রশ্নবোধক 'কচ্চিৎ' পদটি এই শ্লোকের প্রথম চরণের সহিত অন্বয় করে প্রথম প্রশ্ন, হে মালতি যুথি, তোমরা কৃষ্ণকে দেখেছ কি? আর এই শ্লোকের 'কচ্চিৎ' পদ দ্বিতীয় চরণের সহিত অন্বয় করে দ্বিতীয় প্রশ্ন, দর্শন তো তোমাদের নিশ্চয়ই হয়েছে, স্পর্শও কি পেয়েছ? ইহাই বিশেষ করে জিজ্ঞাসা করছি, এরূপ ভাব।

অথবা, এই মালতী প্রভৃতির যে কৃষ্ণদর্শন সম্ভবপর হয়েছে, তারই যুক্তি দেখাচ্ছেন—**প্রীতিম্ ইতি** অর্থাৎ 'করস্পর্শে প্রীতি জন্মিয়ে' ইত্যাদি কথায়। এই তো দেখা যাচ্ছে, কর স্পর্শের চিহ্ন তোমাদের অঙ্গে এখনও লেগে রয়েছে, ইহাই তো নিশ্চয় করে দিচ্ছে, তোমাদের কর্তৃক তাঁর দর্শন। এখানে এই প্রীতির হেতু তাঁর এই 'মাধব' নামের 'বসন্ত' অর্থের মধ্যেই রয়েছে—বসন্তের মতই তাঁর পুষ্পে স্বাভাবিক প্রীতি, তাই **করস্পর্শেন**—তোমাদের পুষ্পের মধ্যে যেটি যেটি উৎকৃষ্ট, তা শ্রীহস্তের দ্বারা চয়ন করে তোমাদের প্রীতি জন্মিয়ে **যাত**—চলে গিয়েছেন কি? চলে যাওয়াতে তোমরা এবং আমরা সমদুঃখে দুঃখী, তাই তোমাদের পক্ষে আমাদিগকে তাঁর খোঁজ দেওয়া সমুচিতই বটে, এরূপ ভাব। এই প্রকারে পুষ্পিনী দাসীগণের অঙ্গে নখক্ষতাদি চিহ্নের কথা বলে ঈর্ষা যুক্ত পরিহাস করাই উদ্দেশ্য এখানে। জী০ ৮॥

৯। চূত-পিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-জম্বর্ক-বিল্ব-বকুলাম্র-কদম্ব-নীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ॥

৯। **অন্বয়** ঃ হে চূত-পিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-জম্বর্ক-বিল্ব-বকুলাম্র-কদম্ব-নীপাঃ! অন্যে (চ) যে পরার্থ-ভবকাঃ (পরার্থং এব জন্ম যেষাং তে) যমুনোপকূলাঃ! [ভবন্তঃ] রহিতাত্মনাং [শূন্যচেতনানাং] নঃ [অস্মাকং] কৃষ্ণপদবীং [কৃষ্ণস্যমার্গং] শংসন্তু [কথয়ন্তু]।

৯। **মূলানুবাদ** ঃ হে লতা আম্র, পিয়াল, কাঠাল, পীতসাল, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, ধূলিকদম্ব! হে নারকেলাদি অন্যান্য তরুগণ! তোমরা পরের উপকারার্থেই জন্ম নিয়ে যমুনার উপকূলে বাস করছ; কাজেই কৃষ্ণবিরহে মৃতপ্রায় আমাদের কৃষ্ণের গমনপথের খোঁজ দেও।

৮। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ অহো সৌভাগ্যগর্ব্বেণোন্মত্তেয়মস্মান্ন শঙ্কতি, তদেতাদৃশসৌভাগ্যরহিতা এতৎসপত্নীর্মাদৃশীরিমাঃ পৃচ্ছাম ইত্যন্যতো গত্বা আহুঃ,—মালতীত। যুষ্মৎপুষ্পাবচয়নার্থং যৎকরেন ঃস্পর্শস্তেন বর্ষা শরদতিপ্রফুল্লত্বলিঙ্গেন মালতীজাত্যোরবান্তরভেদো দ্রষ্টব্যঃ। বি° ৮॥

৮। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ অহো সৌভাগ্য গর্বে উন্মত্তা এই তুলসী আমাদের চেয়েই দেখছে না, তাই তাদৃশ সৌভাগ্যরহিত এই মাদৃশী সপত্নী মালতিদের জিজ্ঞাসা করছি, এই বলে অন্যদিকে গিয়ে বলছেন, মালতি ইতি। যেহেতু পুষ্পচয়নের জন্য কৃষ্ণ তোমাদের হাত দিয়ে ছুঁয়েছেন, এতে বুঝা যাচ্ছে বর্ষা ও শরতে মালতী-জাতি অতিশয় প্রফুল্ল হয়ে উঠে— জাতি অর্থাৎ চামেলি মালতীর অন্তঃপাতী একপ্রকার পুষ্প। বি° ৮॥

৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ শ্রীকৃষ্ণদাস্য এতাঃ শঙ্কয়া তং বত ন কথয়েয়ুরিতি মুনিপ্রায়ত্বেনাপ্তা-নন্যান্ পৃচ্ছন্তি—চূতেতি; চূতো লতাজাতিঃ, আম্রো বৃক্ষজাতিঃ। পূর্ব্বত্রৈব নতাম্রে কবিভির্তাত্ত্বং প্রযুজ্যতে, মধ্যদেশাদৌ লতাকারাশ্চ তে দৃশ্যন্ত ইতি, নীপশ্চ 'নীপো ধূলিকদম্বে স্যাৎ' ইতি বিশ্বপ্রকাশাৎ, পরাগপ্রধানো মহাপুষ্পোহসৌ জ্ঞেয়ঃ[১]। প্রিয়ালঃ, অস্যৈব বীজং চারুবীজতয়া খ্যাতং ভুজ্যতে, পনসঃ কণ্টকিফলঃ, অসনঃ পীতসালঃ, কোবিদারো যুগপত্রকঃ কোয়িলাব ইতি বিন্ধ্যাদৌ প্রসিদ্ধঃ, কাঞ্চনারতুল্যঃ কাঞ্চনারভেদোঽয়মর্কোঽতিনিকৃষ্টোঽপি পৃষ্ট ইতি তাসামুৎকণ্ঠাতিশয়ঃ স্পষ্টীকৃতঃ। নন্বু যুষ্মান্ প্রতি তৎকথনেন কিমস্মৎপ্রয়োজনম্? তত্রাহুঃ—পরেতি। অত্র শ্রীস্বামীপাদ-মতে ভবকা ইতি ইকার-রহিতঃ পাঠঃ, ভবো জন্মেতি ব্যাখ্যানাৎ। বহুব্রীহৌ কঃ, ইকারযুক্তপাঠস্তু সর্ব্বত্র দৃশ্যতে, ততশ্চ ভবিকং মঙ্গলমভ্যুদয় ইত্যর্থঃ, তস্যাপ্যর্থঃ স এব, তথাপি যমুনোপকূলা ইতি তীর্থবাসিত্বেন সত্য-বাদিত্বাৎ কৃপালুত্বাচ্চ সত্যমেব শংসনীয়ং, ন তু বঞ্চনীয়মিতি ভাবঃ॥ উপ সমীপে কূলং যেষাং তে উপকূলাঃ, যমুনায়া উপকূলা যমুনোপকূলা ইতি তু বিগ্রহঃ। নন্বু স্বয়মেব যুষ্মাভিরন্বিষ্য গৃহতামিত্যাশঙ্ক্য নিজার্ত্তি-জ্ঞাপনেন কৃপাং জনয়ন্ত্যঃ সকাতর্য্যমাহুঃ—রহিতাত্মনাং, বিরহ-হতজ্ঞানানামিত্যর্থঃ; অতো মৃতপ্রায়াঃ স্বয়মন্বেষ্টুং ন শক্নুম ইতি ভাবঃ। পূর্ব্বং সর্ব্বেষু প্রায়ো দর্শনং পৃষ্টম্, এষু তু পূর্ব্বপূর্ব্বেষু প্রত্যুত্তরালাভেন চাতুর্য্যান্নিশ্চিত্যৈব কেবলং তদ্বর্ত্মোদ্দেশ-প্রার্থনম্। জী° ৯॥

৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ শ্রীকৃষ্ণদাসী মালতি-যূথি ভয়ে তাঁর খোঁজ হায় হায় দিচ্ছে না, অতএব মুনিপ্রায় হওয়া হেতু বিশ্বস্ত অন্যদের জিজ্ঞাসা করছি— হে চূত ইতি। **হে চূত হে আম্র**— চূত ও আম্র দুইই আমগাছ (পাদপ)। ভেদ হচ্ছে, 'চূত' লতা জাতীয় আমগাছ, আর 'আম্র' বৃক্ষজাতীয় আমগাছ। প্রাচীনকালে কবিগণ 'নত আম্র' পদে লতা শব্দের প্রয়োগ করেছেন মধ্যদেশাদিতে লতার আকারে আম্র বৃক্ষ দেখা যায়। **নীপ**— ধূলি কদম্ব— পরাগ-প্রধান মহাপুষ্প এটি, এরূপ জানতে হবে। **প্রিয়াল**—পিয়াল, এর বীজ বাদামের মতো ভক্ষ্য, তাই এর বীজ 'চারুবীজ' বলে বিখ্যাত। **পনসঃ**— কাঠাল। **অসনঃ**— পীত সাল। **কোবিদার**— জোরাপত্রক রক্ত কাঞ্চনের গাছ, ইহা বিন্ধ্যাচলাদি দেশে প্রসিদ্ধ। **অর্ক**—আকন্দগাছ, অতি নিকৃষ্ট হলেও এর কাছেও জিজ্ঞাসা করলেন অতি উৎকণ্ঠা হেতু। এতে এদের উৎকণ্ঠা আতিশয্য স্পষ্টীকৃত হল। আচ্ছা যদি বলি তোমাদের কাছে তাঁর খবর বলে দেওয়ায় আমাদের কি প্রয়োজন? এরই উত্তরে, **পরার্থভবকা**—পরের জন্যেই-যে তোমাদের জন্ম। এখানে পাঠ ভেদ আছে— শ্রীস্বামিপাদের মতে পাঠ, 'পরার্থভবকা'—এই পাঠ অনুসারেই এখানে ব্যাখ্যা করা হল। অন্য পাঠ 'পরার্থভবিকা' এ পাঠও সর্বত্র দেখা যায়—এতে অর্থ হবে, পরার্থের জন্যেই 'ভবিকং' জন্ম যাদের সেই তোমরা। দুই পাঠে অর্থ একই। তথাপি তোমরা **যমুনোপকূলাঃ** এইরূপে তীর্থবাসী হওয়া হেতু সত্যবাদী এবং কৃপালু তোমরা, সুতরাং তোমাদের সত্যই বলা উচিত, আমাদের বঞ্চনা করা উচিত নয়, এরূপভাব। 'যমুনোপকূলাঃ' [উপ] সমীপে কূল যাঁদের, তাঁরা হল 'উপকূলাঃ'— যমুনার উপকূলা তোমরা—এরূপেই সঠিক অর্থের প্রকাশ হচ্ছে। আচ্ছা তোমরা নিজেরাই খুঁজে বের করে নেও-না, এরূপ কথার আশঙ্কা করে নিজেদের আর্তি জানিয়ে কৃপা জন্মিয়ে সকাতরে বলছেন—**রহিতাত্মনাং**— বিরহ-হত জনদের, অতএব মৃতপ্রায় আমরা নিজেরা খুঁজতে পারছি না, এরূপ ভাব। পূর্বে সকলের কাছে প্রায় জিজ্ঞাস্য ছিল, তারা দেখেছে কিনা। সেই পূবপূর্বদের কাছ থেকে প্রত্যুত্তর না পেয়ে চাতুর্য বশে এবার নিশ্চয়ভাবে কেবল **কৃষ্ণপদবীং**- কৃষ্ণের গমন পথের খোঁজ প্রার্থনা করলেন। জী° ৯ ॥

৯। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ অহো এতাঃ স্বসপত্ন্যাস্তলস্যাস্তস্মাৎ কৃষ্ণাচ্চ ভীত্যা জানন্তোঽপি ন ব্রূতে তদলমেতাভিঃ পরতন্ত্রাভিরিতান্যতো গত্বা সত্যমিমে এব যমুনাতীর্থবর্ত্তিনো নিস্পন্দত্বেনৈবানুমীয়মানবিষ্ণুস্মরণবন্তো ভবন্ত্যতো ন মৃষা বদিষ্যন্তীতি বিশ্বস্যাহু,—চূতেতি। চূতাম্রয়োর্লতাবৃক্ষজাতিত্বেন ভেদঃ। নীপো ধূলিকদম্বো বৃহৎপুষ্পঃ। কদম্বঃ ক্ষুদ্রপুষ্পোঽতিসুগন্ধঃ॥ প্রিয়ালঃ শালভেদঃ আসনঃ পীতশালঃ কোবিদারঃ কাঞ্চনারভেদঃ। অর্কো নিকৃষ্টোঽপি গোপীশ্বরপ্রিয়ত্বাৎ তৎসমীপে সদা বর্ত্তমানঃ অন্যে নারিকেলগুবাকাদয়ঃ তে ভবন্তঃ আত্মশূন্যানাং নঃ কৃষ্ণমার্গং কথয়ন্তু। নন্বু কস্মৈ প্রয়োজনায় কথয়ামস্তত্রাহুঃ, পরার্থমেব ভবিকমভ্যুদয়ো যেষাং তে। যমুনা উপকূলে যেষাং তে ইতি গড়্বাদি। বি° ৯ ॥

১০। কিং তে কৃতং ক্ষিতি তপো বত কেশবাঙ্ঘ্রিস্পর্শোৎসবোৎপুলকিতাঙ্গরুহৈর্বিভাসি
অপ্যঙ্ঘ্রিসম্ভব উরুক্রমবিক্রমাদ্বা, আহো বরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন॥

১০। **অন্বয়ঃ** ক্ষিতি (হে ক্ষিতে!) তে (ত্বয়া) কিং তপঃ কৃতঃ? বত (হর্ষে) কেশবাঙ্ঘ্রিস্পর্শোৎসবা (কেশবস্য চরণ স্পর্শেন উৎসবঃ যস্যাঃ সা) উৎপুলকিতা (কুতঃ?) অঙ্গরুহৈঃ (তৃণাঙ্কুরৈরুদ্গচ্ছদ্ভিঃ) বিভাসি (শোভসে) (অয়মুৎসবঃ) অঙ্ঘ্রিসম্ভবঃ (অঙ্ঘ্রিস্পর্শ সম্ভূতঃ) অপি (কিং?) উরুবিক্রমবিক্রমাৎ (ত্রিবিক্রমস্য চরণবিক্ষেপণ সর্বাক্রমণাৎ) বা, অহো (অথবা নৈতাবদেব অপিতু ততোহপি পূর্বং) বরাহবপুষঃ পরিরম্ভেণেন আলিঙ্গনেন কারণেন বভূব, তৎ কথয় ইতি শেষঃ।

১০। **মূলানুবাদঃ** (পথের কথা বলতে বলতে পথের স্মরণে ভূমিতে দৃষ্টিপাত হেতু তাতে উদ্গত স্নিগ্ধ দুর্বাঙ্কুরকে কৃষ্ণচরণস্পর্শন-জাত মনে করে বলতে লাগলেন—)

হে ধরিত্রি! অহো তুমি কি তপস্যা করেছ, যার ফলে কেশবের চরণস্পর্শ-জাত মহা আনন্দে দুর্বাঙ্কুররূপ রোমাঞ্চ ধারণ পূর্বক অপূর্ব শোভায় শোভিত হয়ে আছ। (পৃথিবীকে নিরুত্তর দেখে বিচারে প্রবৃত্ত হলেন—) এই আনন্দ কি অধুনা কৃষ্ণচরণ স্পর্শজাত, কিম্বা বামনদেবের চরণ-বিক্ষেপে স্বর্গমর্তপাতাল-আক্রমণ জাত, কিম্বা অহো বরাহবপুর আলিঙ্গন জাত?

৯। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদঃ** এই মালতী-জাতিরা নিজ সপত্নী তুলসী ও কৃষ্ণের ভয়ে জেনেও কিছু বলছে না। সুতরাং পরতন্ত্র এদের দিয়ে আমাদের কি প্রয়োজন? এরূপ বলে অন্যত্র গিয়ে অহো ঠিক ঠিক এই তো সম্মুখে যমুনাতীর্থবর্তী চূত-পিয়ালাদি, এদের নিষ্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা থেকে অনুমান হচ্ছে, এরা বিষ্ণুস্মরণে মগ্ন হয়ে আছে, এরা মিথ্যা বলবে না, এরূপ বিশ্বাস করে বললেন—চূত ইতি। **চূত**—লতাজাতীয় আমগাছ। **নীপঃ**—ধূলি কদম্ব গাছ, বড় বড় ফুল। **কদম্ব**—এর ফুল ছোট, অতি সুগন্ধী। **পিয়াল**—ভিন্নপ্রকার শালগাছ। **আসন**—পীতশাল। কোবিদার—কাঞ্চনার থেকে অন্য এক প্রকার। **অর্কঃ**—তুচ্ছ হলেও সদা বর্তমান। **অন্যে**—নারিকেল, সুপারী প্রভৃতি গাছ, তোমরা মহানুভব, আত্মহারা আমাদের কৃষ্ণপথ বলে দেও। এরা যেন উত্তর দিচ্ছে, কোন্ প্রয়োজনে তোমাদের বলে দিব. এরই উত্তরে পরার্থভবকা—পরের উপকারের জন্যই যে তোমাদের জন্ম। আর তোমরা যে যমুনা-উপকূল তীর্থবাসী। বি০ ৯॥

১০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** এবং পদবী-প্রার্থনেন পদবী-স্মরণাদ্ভূমৌ দৃষ্টিং নিধার তস্যা। সর্ব্বব্যাপকত্বেনাবশ্য তদ্দর্শনং সম্ভাব্য তস্যাং স্নিগ্ধদুর্ব্বাঙ্কুরাদ্যুদ্গমং পুলকজাতং মত্বা, তচ্চ শ্রীকৃষ্ণস্য পাদাব্জস্য স্পর্শোৎসবনৈব সম্ভাব্য তস্য সর্ব্বোৎকৃষ্টতাং সূচয়ন্ত্যস্তস্যাঃ সৌভাগ্যমধিকং বর্ণয়ন্তি—কিন্ত ইতি। তপোহত্র পুণ্যজনকং কর্ম। অপীতি—অঙ্ঘ্রিসম্ভবোহয়মুৎসবঃ। অপি কিং 'ত্রেধা বিষ্ণুর্বিচক্রমে' ইতি শ্রুতি বর্ণিতস্য ত্রিবিক্রমস্য লোকত্রয়াক্রমণার্থং প্রকটিতৈশ্বর্য্যস্য শ্রীবিষ্ণোশ্চরণবিক্ষেপেণ সর্ব্বাক্রমণাদ্বভূব, অপি তু নৈব, তদানীমীদৃশোৎসবশোভাবিশেষাসম্পত্তেঃ। আহো ন ভবতু বা পাদস্পর্শমাত্রাৎ, ত্বদুদ্ধারার্থংপ্রকটিত মহাবরাহমূর্ত্তের্ভগবতঃ সাক্ষাৎসম্ভোগেহপি ন সিদ্ধ ইত্যাহুঃ—আহো ইতি। যদ্বা, তপ এব বিকল্পয়ন্তি—

কেশবাঙ্ঘ্রিস্পর্শসম্ভব উৎসবস্ত্রিবিক্রমপাদস্পর্শাৎ কারণাৎ, কিংবা বরাহমূর্ত্তিপরিরম্ভণেন কারণেন বভূব, তৎ কথয়েতি শেষ ইতি শ্রীকৃষ্ণস্য তং তমতিক্রম্য মাহাত্ম্য-বিশেষঃ সূচিতঃ, অতস্তদ্বিরহং কথং সহেমহীতি। কিংবা ত্বং পরমসুভগা, বয়ং চ তদ্রহিতা দুর্ভগা এবেতি কৃপয়া তৎপদবীং সম্যক্ দর্শয়েতি ভাবঃ॥

৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** এইরূপে কৃষ্ণের গমন-পথের জিজ্ঞাসা থেকে ঐ পথের স্মরণ হেতু ভূমিতে দৃষ্টিপাত করে এর সর্বব্যাপকতার দরুণ কৃষ্ণের দর্শন সম্ভবনা করত এতে স্নিগ্ধ দুর্বাঙ্কুর-উদ্গমকে পুলকজাত মনে করলেন। এই পুলকও শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল-স্পর্শ থেকে জাত, এরূপ সম্ভাবনা করে সেই চরণ-স্পর্শের সর্বোৎকৃষ্টতা প্রকাশ করত সেই ভূমির সৌভাগ্যভর বর্ণনা করছেন, **কিংতে ইতি**—হে ভূমি, তুমি কি **তপো**—তপস্যা করেছ। —এই তপস্যা কি পুণ্যজনক কর্ম? **অপি**—প্রশ্নে। **বা অঙ্ঘ্রিসম্ভব**—এই উৎসব কি কৃষ্ণের চরণকমল স্পর্শজাত? অথবা, 'ত্রেধা বিষ্ণু বিচক্রমে' এই শ্রুতিবর্ণিত ত্রিবিক্রমের অর্থাৎ লোকত্রয় আক্রমনের জন্য প্রকটিত-ঐশ্বর্য বামনরূপী বিষ্ণুর চরণবিক্ষেপে সর্বাক্রমণ হেতু নিশ্চয়ই তা হয় নি, কারণ তদানীং ঈদৃশ উৎসব-শোভাবিশেষ (দুর্বাঙ্কুর উদ্গম) জাত হয় নি। **বা**—বা অহো পাদস্পর্শমাত্র হেতু উৎসব শোভাবিশেষ জাত না হয়তো না হোক। কিন্তু তোমাকে প্রলয়পয়োধি জল থেকে উদ্ধারের জন্য প্রকটিত মহাবরাহমূর্তি ভগবানের আলিঙ্গন রূপ সাক্ষাৎ সম্ভোগে কি জাত হয়নি এই উৎসব-শোভাবিশেষ? এই আশয়ে, **অহো ইতি**—বরাহ অবতারে বরাহবপুর আলিঙ্গনে কি?

অথবা, কোন্ তপস্যায় অর্থাৎ সুকৃতিতে হে পৃথিবি, তুমি কৃষ্ণচরণ-স্পর্শ পেয়েছ? এই প্রশ্নেরই বিচার করা হচ্ছে, 'অপ্যঙ্ঘ্রি' ইত্যাদি কথায়। কেশবের চরণস্পর্শ জাত উৎসবের কারণ কি পূর্বের বামনরূপী বিষ্ণুর পাদস্পর্শরূপ, কিম্বা বরাহমূর্তির আলিঙ্গনরূপ সুকৃতি বল, হে পৃথিবি, সে কথাটা বল-না আমাদের। —এইরূপে বামনরূপী বিষ্ণু ও বরাহমূর্তির মহিমাকে অতিক্রম করে-যে কৃষ্ণের মাহাত্ম্যবিশেষ প্রতিষ্ঠিত, তাই প্রকাশ করা হল এখানে। অতএব এমন মহিমাময়ের বিরহ কি করে সহ্য করব? কিম্বা হে পৃথিবি, তুমি পরমসৌভাগ্যবতী, আর আমরা তদ্রহিতা, দুর্ভাগ্যবতী, অতএব কৃপা করে তাঁর চলার পথ ভালভাবে দেখিয়ে দেও, এরূপ ভাব। জী° ১০॥

১০। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** অহো কিমেতে বিষ্ণুসমাধিমত্বাদস্মৎপ্রশ্নং ন শৃন্বন্তি কিম্বা তীর্থবাসিনোঽপ্যমী কঠোরা এব যতঃ কিমপি ন প্রতিবদন্তি। হংহো কে জানন্তি কে বা তং ন জানন্তীত্যনিশ্চিততত্ত্বাস্তীর্থবাসিনোঽমী কথং বৃথা নিন্দ্যন্তে। যো জনস্তমপশ্যৎ জানাত্যেবেতি নিশ্চিততত্ত্বো ভবতি, স পৃচ্ছ্যতামিতি কয়াচিদুক্তে প্রিয়সখি স এব জনঃ খলু কস্তং কিং ত্বং জানাসীতি সর্ব্বাভিঃ পৃষ্টা সা তজ্জন্যা পৃথিবীং দর্শয়ামাস। ততশ্চ সত্যমেব ত্বং ব্রূষে যত্র তত্র স বর্ত্ততে সা পৃথিব্যেবেতি পৃথিব্যা অস্যাস্তদ্বিচ্ছেদো নাস্তীতি কৃষ্ণস্য পিতৃবর্গ-সখিবর্গ-প্রেয়সীবর্গ-দাসবর্গেভ্যোঽপি বিরহদুঃখানভিজ্ঞত্বাৎ পৃথিব্যেব ধন্যেত্যতোঽস্যাঃ পূর্ব্বপূর্ব্বেষ্বিব প্রশ্নো ন ঘটতে। কিন্ত্বস্যাঃ

প্রাচীনং তপ এব জিজ্ঞাস্যং? যং কৃত্বা কৃষ্ণবিরহাত্যন্তাভাববত্যো বয়মপি ভবাম ইতি বিমুগ্ধ পৃচ্ছন্তি কিমিতি। হে ক্ষিতি ক্ষিতে, ত্বয়া কিং তপঃ কৃতং যতস্তং কেশবস্যাঙ্ঘ্রিস্পর্শেন উৎসবো যস্যাঃ সা ত্বং বিভাসি যতোঽঙ্গরুহৈস্তৃণাঙ্কুরৈরুদ্গচ্ছদ্ভিরুৎপুলকিতা উৎকৃষ্টপুলকযুক্তা যত্র তত্র স বর্ত্ততে তত্রৈব ত্বামঙ্ঘ্রিভ্যাং স্পৃষ্ট্বৈব তিষ্ঠতীতি কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গসুখং তব রাত্রিন্দিবং ব্যাপ্যৈব যতোঽভূত্তপো বক্তুমর্হসি বয়ং বিরহিণ্যো দুর্ভগাস্তচ্ছ্রুত্বাপিকৃতার্থীভবাম ইতি ভাবঃ। তদব্রুবাণাং তামভিলক্ষ্য পুরাবৃত্তস্মরণাৎ স্বয়মেবাভ্যহন্তি—অপীতি। উরুক্রমস্য ত্রিবিক্রমদেবস্য বিক্রমাৎ যোঽঙ্ঘ্রিসম্ভবঃ অঙ্ঘ্রিপ্রাপ্তিঃ। ভূপ্রাপ্তৌ সংপূর্ব্বঃ তত্র তদীয়মহাভারসহনলক্ষণং যত্তপস্তদেব কিমিত্যর্থঃ। বৈ ইতি নিশ্চয়ে পাদপূরণে বা। অহোস্বিৎ মহাবরাহপুষঃ পরিরম্ভণেন তদীয়দৃঢ়পরিরম্ভণোত্থপীড়াপ্রাপ্তিলক্ষণং যত্তপস্তদেব কিমিত্যর্থঃ। অন্যাভির্দুর্ল্লভং তবৈতদুৎসবপ্রাপ্তিসাধনং যত্তপস্তদপি স্ত্রিয়াস্তৎপুরুষসঙ্গলক্ষণত্বাৎ সুখমেয়মেবেতি নাস্তি ত্বত্তোঽস্যা ধন্যেতি ভাবঃ।

১০। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** অহো এরা কি বিষ্ণুসমাধিমগ্ন বলে আমাদের প্রশ্ন শুনছে না, কিম্বা তীর্থবাসী এরা কঠোরই হয়ে থাকে, যেহেতু আমাদের কিছু বলছে না। একথার পৃষ্ঠে কোনও গোপী বলে উঠলেন, হং হো কে জানে, কে বা না জানে, এই তত্ত্ব নিশ্চয় না করেই কেন তোমরা এই তীর্থবাসিদের নিন্দা করছ। যে জন তাকে দেখেছে জেনেছে, সেই নিশ্চিত-তত্ত্ব হয়ে থাকে, তাকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত। হে প্রিয় সখি! সে কে? তুমি কি তাঁকে জানো, এরূপ সকলে জিজ্ঞাসা করলে সেই গোপী আঙ্গুল দিয়ে পৃথিবী দেখিয়ে দিলেন। অতঃপর গোপীরা সেই সখীকে বললেন, হ্যাঁ তুমি সত্যই বলেছ, যত্র তত্র যেখানেই কৃষ্ণ থাকুন-না কেন সে তো পৃথিবীতেই হবে, এই পৃথিবীর কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ নেই; তাই কৃষ্ণের পিতৃবর্গ, সখীবর্গ প্রেয়সীবর্গ ও দাসবর্গের মধ্যেও এ বিরহ দুঃখ-অনভিজ্ঞ হওয়া হেতু এ-ই ধন্যা; কাজেই পূর্বপূর্বের নিকট যেমন হয়েছিল সেরূপ এর নিকট কৃষ্ণবার্তা জিজ্ঞাসা নয়, এর নিকট কিন্তু জিজ্ঞাস্য প্রাচীন তপস্যা কি তাঁর? জানলে, তাই আচরণ করে আমরাও কৃষ্ণবিরহ থেকে চিরতরে মুক্তি পেতে পারি, এরূপ চিন্তা করে জিজ্ঞাসা করলেন—কিং তে। হে পৃথিবি! তুমি কি তপস্যা করেছ? **কেশবাঙ্ঘ্রি ইত্যাদি**—যেহেতু তুমি কেশবের চরণস্পর্শজাত **উৎসব**—মহা আনন্দে **বিভাসি**—অপরূপ শোভা ধারণ করেছ; **উৎপুলকিত অঙ্গরুহঃ**—রোমাঞ্চরূপ তৃণাঙ্কুর-উদ্গম লক্ষণে তুমি যেহেতু **উৎপুলকিতা**—অতি পুলকযুক্তা হয়ে আছ, তাতে বুঝা যাচ্ছে, কৃষ্ণ যেখানে খুশি সেখানে অবস্থান করুক তোমাকে চরণের দ্বারা স্পর্শ করেই থাকবে; যার ফলে কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসুখ তোমার রাত্রিদিন সর্বক্ষণ জুরেই হয়, সেই তপস্যা কি, তা তোমার বলা উচিত, দুর্ভাগা বিরহিনী আমরা তা শুনেও কৃতার্থ হয়ে যাব, এরূপভাব। পৃথিবীকে নিরুত্তর দেখে পুরাবৃত্ত স্মরণ হেতু গোপীরা বিচারে প্রবৃত্ত হলেন, অপি ইতি। **উরুক্রম**—বামনদেবের বিক্রম হেতু স্বর্গ-মর্ত-পাতাল জুরে তাঁর পদক্ষেপ-কালে সেই পদ বক্ষে ধারণ ব্যাপারে তদীয় মহা ভার-সহনের যে শক্তি দেখা গেল তোমার, তাই বা কোন অপস্যায় লাভ হয়েছে? বা—নিশ্চয়ে, অথবা পাদ-

১১। অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈস্তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গ কুচ-কুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ॥

১১। **অন্বয় :** (হে) সখি-এণপত্নি! (মৃগস্য পত্নি) প্রিয়য়া (সহ) অচ্যুতঃ গাত্রৈঃ (সুন্দরৈঃ মুখ-বাহ্বাদিভিঃ) বঃ (যুষ্মাকং) দৃশাং সুনির্বৃতিং (নিরতিশয়ানন্দং) তন্বন্ (বিস্তারেণ জনয়ন্) ইহ (উপবনে) উপগতঃ অপি ইহ (অস্মিন্ স্থানে) কুলপতেঃ (গোকুলনাথস্য) কান্তাঙ্গসঙ্গ-কুচকুঙ্কুম-রঞ্জিতায়া কুন্দস্রজঃ (কুন্দপুষ্প-মালায়াঃ) গন্ধঃ বাতি (প্রসরতি)।

১১। **মূলানুবাদ :** (আহো ধ্বজ-ব্রজাদি চিহ্নযুক্তা, বিহারমত্তা, স্বাধীন ভর্তৃকা এই পৃথিবী কেন আমাদের চেয়ে দেখবে? এরূপ মনে করে সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে হরিণী দেখে বলছেন—)

হে সখি হরিণপত্নি! নিজ সুন্দর মুখ-বাহু প্রভৃতি অঙ্গ দ্বারা তোমাদের নয়নের আনন্দ বিস্তার করতে করতে কৃষ্ণ তোমাদের নিকট এসেছিল কি? এই তো এখানে কান্তাঙ্গসঙ্গ থেকে লেগে যাওয়া কুচকুঙ্কুমে রঞ্জিত গোপীকুল-রমণের কুন্দমালার গন্ধ আসছে।

পূরণে। মহাবরাহবপুর **পরিরম্ভণেন**— আলিঙ্গনে অর্থাৎ তদীয় দৃঢ় আলিঙ্গনোত্থ পীড়াপ্রাপ্তি-লক্ষণ তপস্যাই বা কি? অধুনা অন্যের দুর্লভ তোমার এই মহানন্দ প্রাপ্তির সাধন যে তপস্যা, তাও স্ত্রীলোক তোমার এই পুরুষসঙ্গলক্ষণ হওয়া হেতু সুখময়ই। তোমার থেকে বেশী ধন্য অন্য কেউ নয়, এরূপ ভাব। বি° ১০

১১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা :** অথাত্রেতি বিচার্যতে—কামপ্যাদায় শ্রীভগবান্ অন্তর্হিতঃ? ইতি ব্যক্তীভবিষ্যদপি পূর্ব্বং স্বয়মনীশ্বরঃ স্বয়ং ন স্ফুটমুক্তবান্, তস্যায়মভিপ্রায়ঃ—সৎস্বপি নানাভগবদাবির্ভাবেষু মম স্বয়ংভগবতি শ্রীকৃষ্ণাখ্য এব তস্মিন্নাগ্রহবিশেষ ইতি, তথা সৎস্বপি নানাতত্তৎপরিকরেষু শ্রীব্রজবাসিষ্বেব স ইতি, তথা সৎস্বপি তেষু শ্রীব্রজদেবীষ্বেব ততোঽপ্যধিকতরঃ স ইতি, রহস্যং সর্ব্বেঽপি জ্ঞাতবন্ত এব; কিন্তু তাস্বপি সতীষু শ্রীরাধিকায়ামেবাধিকতমঃ স ইতি ন জ্ঞাতবন্তঃ, তদেতন্মদাগ্রহতারতম্যঞ্চ তত্তদুৎকর্ষতারতম্যাদেব, অস্যাঃ পরমরহস্যায়াস্তদেতত্ সাক্ষাজ্জ্ঞাপয়িতুং সঙ্কুচতি, মচ্চিত্তং জ্ঞানখলতাভিয়া বিজ্ঞাপয়িতুমপীচ্ছতি, তস্মাদস্যাঃ সখীনাং বচনাত্তত্রাপ্রতীতৌ চ প্রতিপক্ষাণামপি বচনাদ্ব্যঞ্জনয়ৈব বৃত্ত্যা যথাবসরং মধ্যে মধ্যে প্রকটয়িষ্যামঃ। যদি চ জাতু স্বয়মপ্যাবেশবশাৎ প্রকটয়িষ্যামঃ, তদা নাম তু তস্যাঃ সাক্ষান্ন বক্ষ্যামঃ। এতস্যাস্তৎ পুনরাস্তাম্, অন্যাসামপি ন। কিঞ্চ, ব্যঞ্জনাবৃত্তিরেব সর্ব্বত্র নানারসপ্রকাশিনী, ন তু মুখ্যা; সা চ যদি প্রসঙ্গে অবধারিতে বিশেষব্যঞ্জনার্থমভ্যুদয়তে, তদাতীব চমৎকারিণী স্যাদিতি; তদেতদভিপ্রেত্য প্রথমং সখীদ্বারেদং জ্ঞাপয়তি। যদা তামাদায় শ্রীভগবান্ সহসান্তর্হিতস্তদা তস্যাঃ সখ্যস্তু সংশয়ানা এবাসন্, কিন্তু কেবল-বলানুজ্ঞান্বেষণপরাভিস্তাভিঃ সহচারিত্বেঽপি কিঞ্চিদুন্মাদধারিত্বেঽপি তন্মিথুনান্বেষণব্যগ্রতয়া পৃথগবস্থিত-স্বযূথতয়া তদবধানদূরস্ফুরদীহাঃ সত্যঃ পর্য্যটিতবত্যো বক্ষ্যমাণং তৎপাদচিহ্নদর্শনং বিনাপি ক্বচিৎ কিঞ্চিদুপলব্ধবত্যশ্চ। তথা হি তাসাং বাক্যম্—অপ্যেণপত্নীতি। অত্রাখণ্ডস্য বাক্যস্য নিখিলপদানামপ্যনুমোদনব্যঞ্জক এবার্থঃ প্রতিপদ্যতে। ততঃ সখ্যমেবাসাং তন্মিথুনমনুলক্ষ্যতে, তদ্দর্শনোৎকণ্ঠা চ তত্র বাক্যার্থঃ। অপীতি সম্ভাবনায়াম্। তদিদং সম্ভাবয়াম ইত্যর্থঃ। অথবা অপীতি প্রশ্নে। তদেতৎ পৃচ্ছাম ইত্যর্থঃ। কিন্তৎ? তত্রাহুঃ—হে সখি!

অচ্যুতো বো যুষ্মাকমুপগতঃ সমীপং প্রাপ্তঃ। নন্থ বনবিহারিণস্তস্য বন্যানামস্মাকং সমীপপ্রাপ্তৌ কিমাশ্চর্য্যম ? তত্রাহুঃ—প্রিয়য়া সহেতি॥ নন্থ তৎ খল্বাশ্চর্য্যমেব, কিন্তু যত্র তস্য দর্শনং, তত্র তস্যাঃ সহযোগেন কিমাশ্চর্য্যমধিকং সুখং নাম তত্রাহুঃ—তয়ৈব সহ গাত্রৈস্তাদৃশানন্দব্যঞ্জকনানানুভাববিচিত্রৈরঙ্গৈর্বো যুষ্মাকং ভবত্যা ভবৎসম্বন্ধিনীনাঞ্চ দৃশাং সুনির্বৃতিং কেবলস্য তস্য দর্শনাদপি তৎসাহিত্যদর্শনে পরমানন্দং তন্বন্ বিস্তারয়ন্নিতি তদিদঞ্চ নাস্মাসু গোপয়িতুমর্হসি, বয়ং হি তদন্তরঙ্গ-ধর্ম্মবিদঃ সহচর্য্যস্তদ্গন্ধবাহমাত্রেণাপি তদীয়ং সর্ব্বং জ্ঞাতুং শক্নুম ইত্যাহুঃ—কান্তাঙ্গেতি। প্রথমং তাবৎ কুলপতেস্তস্য, তত্র কান্তায়াস্তস্যাস্তত্র তদঙ্গসঙ্গস্য, তত্র তৎকুচসঙ্গি-কুঙ্কুমস্য, তত্র চ তল্লিপ্তকুন্দস্রজঃ স এষ গন্ধঃ স্ফুটমত্রায়াতি। স চাভ্যন্তত্বাদস্মাভিরুপলভ্যত ইত্যর্থঃ। অথ দ্রষ্ট্-দৃষ্টি-দৃশ্য-প্রশংসয়া তদনুমোদনব্যঞ্জকপদানামর্থঃ। অতএব প্রথমমপীতি সকাকুসম্ভাবনগিরা তত্রোৎকণ্ঠাং ব্যনক্তুঃ। এণপত্নীতি জাত্যৈব দৃষ্টিপ্রশংসা। এণ-পত্নীত্যনেন 'পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগঃ' ইতি পাণিনিস্মৃতেরেণানাং যাজ্ঞিকত্বং, তস্যা যজ্ঞপত্নীত্বং ব্যঞ্জিতমিতি দ্রষ্টৃপ্রশংসা। উপগতঃ সমীপমপি প্রাপ্ত ইতি তদ্ভাগ্যপ্রশংসা, তত্রাপি প্রিয়য়েতি দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োর্দ্বয়োরপি প্রশংসাতিশয়ঃ। গাত্রৈর্মিথঃ সঙ্গমেনাসাধারণতাং প্রাপ্তৈরিতি পূর্ব্ববদেব 'তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্ব্বৃতিম্' ইত্যেভির্দৃষ্টেশ্চ তদতিশয়ঃ। অচ্যুত ইতি—প্রিয়য়া সহ বিচাররাহিত্যেন পুনর্দৃশ্যপ্রশংসা ; ব ইতি—যত্র ভবতীদৃশী, তত্র ভবৎসঙ্গীনীনামপি ঈদৃশত্বং যুক্তমিতি দ্রষ্ট্-প্রশংসা। অথ কান্তেতিদৃশ্যায়াস্তস্যাস্তদঙ্গসঙ্গেতি লব্ধদুর্ল্লভস্য দৃশ্যস্য কুঙ্কুমস্য ; তদ্রঞ্জিতায়া ইতি তৎসম্বন্ধেন লব্ধশোভাতিশয়ায়া দৃশ্যায়াঃ কুন্দস্রজঃ শুভ্রতয়া তদুদয়শোভাযোগ্যায়াঃ স্বরূপেণ চ তস্যা এব। কুলপতেরিতি দৃশ্যস্য কান্তস্য ; ইহেতি, লব্ধতদ্গন্ধসৌভাগ্যস্য দৃশ্যস্য তৎস্থানস্য, বার্তাতি—বাতমপ্যাত্মসাৎকৃত্য স্বয়মেব সর্ব্বতশ্চলতীতি গন্ধবিলসিতস্য। গন্ধ ইতি—তত্তদ্বিশেষযোগাত্তস্য চ প্রশংসাবগতেতি॥ জী° ১১॥

১১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ অতঃপর এখানে একটি বিশেষ কথা বিচার করা হচ্ছে—কাকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হলেন রাসমঞ্চ থেকে ? এই প্রশ্নের উত্তর পরে প্রকাশ হয়ে পড়লেও পূর্বে শ্রীমুনীন্দ্র নিজে উহা পরিস্ফুট করে বলেননি। এ বিষয়ে শ্রীমুনীন্দ্রের অভিপ্রায় এরূপ—নানা ভগবদাবির্ভাব থাকলেও শ্রীকৃষ্ণ নামক এই স্বয়ং ভগবানেই আমার আসক্তি-বিশেষ। তথা শ্রীকৃষ্ণের নানা পরিকর থাকলেও শ্রীব্রজবাসিদের প্রতিই আমার আসক্তিবিশেষ। তথা সেই ব্রজবাসিদের মধ্যেও ব্রজসুন্দরীদের প্রতিই আমার পূর্বের থেকেও অধিকতর আসক্তি বিশেষ। এই পর্যন্ত রহস্য সকলেরই জানা আছে ; কিন্তু এই ব্রজসুন্দরীদের মধ্যেও যে শ্রীরাধিকার উপরই আমার অধিকতম আসক্তিবিশেষ, তা জগতে জানা নেই। আমার এই আসক্তি-তারতম্যও সেই সেই পাত্রের উৎকর্ষ-তারতম্যেই হয়েছে। পরম গোপনীয় শ্রীরাধার সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ভাব-কিন্তু সাক্ষাৎ প্রকাশ করতে আমার চিত্ত সঙ্কুচিত হচ্ছে, আবার জ্ঞানখলতা ভয়ে প্রকাশ করতেও ইচ্ছা হচ্ছে, সুতরাং শ্রীরাধাসখীদের 'অপ্যেণপত্ন্যুপগত' অর্থাৎ 'হে হরিণপত্নীগণ, কৃষ্ণ কি প্রিয়ার সহিত এখানে এসেছিলেন' ইত্যাদি বাক্যের মধ্যে রাধার সেই ভাব সঠিক বুঝা না গেলেও তাঁর প্রতিপক্ষ চন্দ্রাবলী প্রভৃতির বাক্যমধ্যে ব্যঞ্জনা বৃত্তিতে যথাবসর মধ্যে মধ্যে ব্যক্ত হয়ে পড়বে। আর কদাচিৎ নিজেও যদি আবেশ বশে ঐ ভাব প্রকাশ করে ফেলিতো ফেলব। তা হলেও তাঁর নাম-কিন্তু তখনও সাক্ষাৎ ভাবে বলব না। শ্রীরাধার নাম প্রকাশ করা তো

দূরে থাকুক্, অন্যান্য গোপীদের নামও প্রকাশ করব না। আরও বলবার কথা, ব্যঞ্জনা বৃত্তিই (শব্দাদির বৃত্তিবিশেষ যার দ্বারা গূঢ় অর্থ প্রকাশ পায়) সর্বত্র নানারস-প্রকাশিনী হয়ে থাকে, মুখ্যাবৃত্তি নয়, [মুখ্যাবৃত্তি—শব্দ শোনামাত্র সহজে অর্থবোধ]। আরও সেই ব্যঞ্জনাবৃত্তি যদি প্রসঙ্গক্রমে নির্ধারিত হয়, তবে বিশেষ ব্যঞ্জনার্থ প্রকাশিত হয়, তখন অতীব চমৎকারিণী হয়; সুতরাং এরূপ অভিপ্রায়েই শ্রীশুকদেব প্রথমে ললিতা-বিশাখাদি সখীমুখে "অপ্যেণপত্ন্যুপগত" ইত্যাদি শ্লোক প্রকাশ করলেন। যখন রাধাকে নিয়ে কৃষ্ণ সহসা অন্তর্হিত হলেন, তখন রাধার সখীগণ-কিন্তু সন্দেহান্বিত হলেন, আমাদের রাধাকে নিয়েই বোধহয় অন্তর্হিত হয়েছে। এরা কিন্তু কেবল কৃষ্ণের অন্বেষণপরা গোপীদের সহিত একসঙ্গে চললেও, কিঞ্চিৎ উন্মাদদশা ধারণ করলেও সেই রমণ-রমণী যুগলের অন্বেষণ-উৎকণ্ঠায় স্বয়ংবদ্ধভাবে আলাদা হয়ে, সেই উন্মাদদশা দূরকারী স্ফূর্তি ইচ্ছা করে চলতে থাকলে বক্ষ্যমান ৩২-৩৩ শ্লোকোক্ত কৃষ্ণপদচিহ্ন দর্শন বিনাও ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ উপলব্ধি লাভ করেন—সেই উপলব্ধি সূচকই তাঁদের এই বাক্য—**অপ্যেণপত্নি ইতি**—হে হরিনি! হয়-তো বা কৃষ্ণ প্রিয়ার সহিত তোমাদের নিকট এসেছে। এখানে এই ১১/১২ শ্লোকস্থ অখণ্ড বাক্যের নিখিল পদই 'রাধাসঙ্গে কৃষ্ণের অন্তর্হিত হওয়ারই অনুমোদন সূচক, এরূপ অর্থই প্রতিপাদিত! অতঃপর এই ললিতাদির সখ্যতা রাধাকৃষ্ণ যুগলের প্রতিই উদ্দিষ্ট। তাঁদের দর্শনোৎকণ্ঠাও এই যুগলবিষয়েই, (একল কৃষ্ণ বিষয়ে নয়) —এই শ্লোক দুটির বাক্যার্থ থেকে এরূপই বুঝা যায়। **অপি**—সম্ভাবনায়, এই যুগলের এখানে আসা সম্ভব, এরূপ অর্থ। অথবা, 'অপি' প্রশ্নে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। কি কথা? এরই উত্তরে, হে সখি! **অচ্যুত বো**—তোমাদের **উপগতঃ**—নিকটে এসেছে কি? যদি বলা যায়, বন-বিহারী সেই কৃষ্ণের বন্য আমাদের নিকটে আসার মধ্যে আশ্চর্যের কি আছে? এরই উত্তরে, প্রিয়ার সহিত এসেছেন কি? পূর্বপক্ষ প্রিয়া সহ আসা তো আশ্চর্যের বিষয়, প্রিয়া সহ কেন আসবেন? কিন্তু প্রশ্ন হল, যেখানে সাক্ষাৎ তাঁর দর্শন হচ্ছে, সেখানে রাধার সহযোগে দর্শনে কি এমন বেশী আশ্চর্যের হবে, আর সুখই বা কি বেশী হবে? এরই উত্তরে **গাত্রৈঃ**—রাধাসঙ্গে মিলিত তাদৃশ আনন্দব্যঞ্জক নানা অনুভাব-বিচিত্র অঙ্গের দ্বারা **বঃ**—তোমাদের ও রাধাসম্বন্ধী রমণীদের **দৃশাং**—নয়নের **সুনির্বৃতিং**—পরমানন্দ, যা একল কৃষ্ণদর্শন থেকে রাধা সহ কৃষ্ণ দর্শনেই অধিক, তা **তন্বন**—বিস্তার করতে করতে, তোমাদের নিকটে এসেছিল সম্ভবত। কাজেই ইহা আমাদের নিকট থেকে গোপন করা তোমাদের উচিত নয়—আমরাই তাঁর অন্তরঙ্গ ধর্মবিদ্ সহচরী, তাঁর বাতাস মাত্রেও তার সম্বন্ধে সবকিছু জানতে পারি, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**কান্তাঙ্গ ইতি**—প্রথমে তাবৎ কুলের পতি কৃষ্ণের গন্ধ, এর মধ্যেও আবার সেই কুঙ্কুমলিপ্ত কুন্দমালার গন্ধ—এত সবের মিলিত গন্ধ স্পষ্টই তো আসছে দেখছি। এই গন্ধ সম্বন্ধে আমরা অভ্যস্ত হওয়া হেতু অনুভব করতে পারছি, এরূপ অর্থ।

অতঃপর রাধাকৃষ্ণের বিহারের দ্রষ্টা, দৃষ্টি (চক্ষু) ও দৃশ্যের প্রশংসার দ্বারা এ বিষয়ে স্বপক্ষীয়া সখীদের অনুমোদন ব্যঞ্জক পদসমূহের অর্থ প্রকাশ করা হচ্ছে, যথা—প্রথমে **অপি**—এই পদে সকাকু বাক্যে উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করা হয়েছে। **এণপত্নী**—হরিণী. জাতিগত ভাবেই এদের প্রশংসা। হরিণের পত্নী, এখানে 'পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগ' এই পাণিনিসূত্র অনুসারে শাস্ত্রীয় রীতিতে বিবাহ বিনাও অনুরাগের দ্বারা যে হরিণ-হরিণীর বিবাহ বন্ধন, তা শাস্ত্রীয় বলে স্বীকৃত হওয়ায় দ্রষ্টা হরিণীর প্রশংসা। **উপগতঃ**—নিকটে এসেছেন, এতে দ্রষ্টার ভাগ্যের প্রশংসা ; এরমধ্যেও আবার প্রিয়ার সহিত আসা, এতে দ্রষ্টা (হরিণী) ও দৃশ্য (রাধা সঙ্গে কৃষ্ণ) এ দুয়েরই প্রশংসা-অতিশয়। **গাত্রৈঃ**—পরস্পর সঙ্গমে অসাধারণতা প্রাপ্ত গাত্রের দ্বারা চক্ষুর পরমানন্দ বিস্তার. এর দ্বারা চক্ষুর প্রশংসা-অতিশয়। **অচ্যুত**—[ন+চ্যুত] প্রিয়ার সহিত বিহারে কোনও অবস্থায় চ্যুতি নেই—অর্থাৎ সচ্ছন্দভাবে বিহার, এইরূপে এই 'অচ্যুত' পদে পুনরায় দৃশ্যের প্রশংসা। **বঃ**—তোমাদের, এখানে বহুবচন ব্যবহারে হরিণীর সঙ্গিনীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, হে হরিণি ! যেখানে তুমি ঈদৃশী, সেখানে তোমার সঙ্গিনীদেরও ঈদৃশ প্রশংসনীয় হওয়া যুক্তিযুক্তই, এইরূপে এই 'বঃ' পদে দ্রষ্টার প্রশংসা। অতঃপর **কান্তা**—কৃষ্ণের কান্তা. এইরূপে এই পদে দৃশ্য রাধার প্রশংসা। **অঙ্গসঙ্গ**—সেই রাধার অঙ্গসঙ্গ গুণে লব্ধ দুর্লভদৃশ্য কান্ত কৃষ্ণের প্রশংসা। **কুচকুঙ্কুম**—কুচসংযোগে লব্ধভাগ্য দৃশ্য কুঙ্কুমের প্রশংসা। **রঞ্জিতায়াঃ**—এই কুঙ্কুম সম্বন্ধে শোভাতিশয়-প্রাপ্ত দৃশ্য কুন্দমালার প্রশংসা। শুভ্রতা হেতু কুন্দমালা নিজেই শোভায় দীপ্ত হয়ে উঠার যোগ্য, তাই স্বরূপেই এর প্রশংসা। **কুলপতেঃ**—গোপীকুলপতি,—এই পদে দৃশ্য কান্তের প্রশংসা। **ইহ**—এইস্থানে, এই পদে অপূর্ব্ব কুন্দমালার গন্ধলাভে সৌভাগ্যশালী দৃশ্য স্থানের প্রশংসা। **বাতিগন্ধঃ**—বায়ু নিজে ঐ গন্ধ আত্মসাৎ করত সর্বত্র বইছে—এইরূপে গন্ধবিলাসী বায়ুর প্রশংসা। —কুচকুঙ্কুমাদি ও রাধাকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ ইত্যাদি সংযোগে এই গন্ধের অপূর্বতা, তাই এর প্রশংসা। জী° ১১ ॥

১১। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ ততশ্চাহো হন্ত তেন স্বকান্তেন ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদিভিশ্চিহ্নৈর্বিচিত্রিতাঙ্গী বিরহন্তী স্বাধীনভর্ত্তৃকা মহাগর্ব্বান্ধা কথমস্মাংস্তমেবাচক্ষীতেত্যগ্রতো গত্বা কামপি হরিণীমালক্ষ্যাহুঃ,—অপীতি। হে সখি, এণপত্নি প্রিয়য়া ত্বয়া কিং উপগতঃ। স্বসমীপে স প্রাপ্তঃ। সম্বোধনপদসাহচর্য্যাদেবাত্র ত্বয়েতি লভ্যতে। এণস্য পত্নী ভবন্ত্যপি ত্বমস্মত্তুল্যা তস্যৈব প্রিয়া তমেব প্রিয়ং মন্যসে ইতি ভাবঃ। যতোগাত্রৈর্মুখবাহ্বাদিভির্বা দৃশাং সুনির্বৃতিমত্যানন্দং তন্বন্ স ন বা ইতি দৃশামিত্যাদরে বহুত্বম্। অচ্যুত ইতি স্বদৃগানন্দলোভাত্ত্বয়া তদনুগমনাদেব স ন বিচ্যুত ইতি ভাবঃ। ততশ্চাগ্রতঃ স্বভাবাদেব গচ্ছন্তীং তামালক্ষ্য হংহো সদৃষ্ট ইতি কিং ব্রবীমি তং বো দর্শয়াম্যেব মদনুপদ মাগচ্ছতেতি ব্রুবাণেবাগ্রত ইয়ং গচ্ছন্তী গ্রীবাং পরাবৃত্য মুহুরস্মান্ পশ্যতি। তদিয়মেবাত্র নির্দ্দয়ে বৃন্দাবনে দয়াবতীতি তদনুগচ্ছন্ত্যো দৈবাৎ কাপি গতাং তামদৃষ্ট্বা হংহো কৃষ্ণং দর্শয়িষ্যন্তী হরিণী কিং ন দৃশ্যতে ইতি পৃষ্টাঃ কাশ্চিদাহুঃ, তর্হি কৃষ্ণোঽত্রৈব কাপি বর্ত্ততে। হরিণী তু কৃষ্ণাদ্বিভ্যতীতি স্বীয়সূচকত্বদোষা-

১২। বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং কিং বাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ॥

১২। **অন্বয়** ঃ হে তরবঃ! মদান্ধৈঃ তুলসিকালিকুলৈঃ (তৎক্রীড়াবন তুলসীনাং ভ্রমরনৈকরৈঃ) অন্বীয়মানঃ (অনুগম্যমানঃ) গৃহীতপদ্ম রামানুজঃ প্রিয়াংস (প্রিয়ায়াঃ স্কন্ধে) বাহুং উপধায় ইহ চরন্ (ভ্রমণ সন্) বঃ (যুষ্মাকং প্রণামং কিং বা প্রণয়াবলোকৈঃ অভিনন্দতি (প্রণামং কিং প্রণয়াবলোকনৈঃ স্বীকরোতি নবা?

১২। **মূলানুবাদ** ঃ (কাতর নয়নে চেয়ে থাকা হরিণীদের দেখে গোপীগণ মনে করলেন, আমাদের বিরাহার্তিতে এদের আর্তিভরের উদয় হয়েছে, কথা বলার ক্ষমতা নেই; তাই এদের ত্যাগ করে ফলভারে নত বৃক্ষদের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—)

হে তরুগণ! রামানুজ কি প্রিয়ার কাঁধে বাহু স্থাপন করে তুলসীর গন্ধে পাগল হয়ে পিছে পিছে চলমান অলিকুলে পরিবেষ্টিত হয়ে লীলাকমল দক্ষিণ হাতে ধরে এ-স্থানে ঘুরতে ঘুরতে সপ্রণয় দৃষ্টিপাতে তোমাদের প্রণতিকে অভিনন্দন জানিয়েছে?

পলাপার্থং ক্বাপি নিহ্নুতাভূদিতি বিতর্কয়ন্ত্যো দৈবাদায়াতং সৌরভ্যমনুভূয়াহো সত্যং সত্যমেতদেব তত্বমিতি সহর্ষং মুহুরাহুঃ, কান্তায়া অঙ্গসঙ্গতস্তৎকুচকুঙ্কুমেন রঞ্জিতায়াঃ কুন্দপুষ্পস্রজো গন্ধো বাতি আগচ্ছতি। অত্র কান্তয়োর্গাত্র-দ্বয়স্য চ কুচয়োশ্চ কুঙ্কুমস্যচ কুন্দস্য চ গন্ধস্তাসাং নাসাভ্যামেব নিশ্চীয়তে স্মেতি ভাবঃ। কুলপতের্গোপীকুল-রমণস্যেতি কুলপতিত্বনিষ্ঠাং পরিত্যজ্য সম্প্রত্যেকয়ৈব কয়াচিৎ কান্তয়া রমমাণস্য তস্যান্যায়ং পশ্যতেতি ভাবঃ।

১১। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ অতঃপর কোনও সাড়া না পেয়ে বলছেন, অহো হায় হায় ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশাদি চিহ্নে বিচিত্র দেহা স্বাধীন ভর্তৃকা নিজকান্তের সহিত বিরহমত্তা মহাগর্বান্ধা এই পৃথিবী কেন আমাদের চেয়ে দেখবে? এরূপ মনে করে সম্মুখে গিয়ে কোনও হরিণী দেখে বলছেন—অপি ইতি। হে সখি হরিণপত্নি! **প্রিয়য়া [ত্বয়া] উপগতঃ কিম্**—প্রিয় 'ত্বয়া' তোমার দ্বারা স্বসমীপে কৃষ্ণ কি সম্প্রাপ্ত হয়েছিল? অর্থাৎ তোমার নিকটে কৃষ্ণ এসেছিল কি? —সম্বোধন পদের সাহচার্য হেতুই এখানে 'ত্বয়া' পদ অন্বিত হল। বা **গাত্র** মুখবাহু প্রভৃতি দ্বারা **দৃশাং**—চক্ষুর **সুনির্বৃতিম্**—আনন্দ বিস্তার করে। 'দৃশাং' আদরে বহুবচন। **অচ্যুতঃ**—নিজ নয়নানন্দ-লোভ হেতু হে হরিণপত্নী তুমি তাঁর পিছে পিছে চলায় তোমার থেকে কৃষ্ণ কখনও বিচ্যুত হয় না. এরূপ ভাব। অতঃপর স্বভাববশেই আগে আগে চলমান হরিণীকে দেখে গোপীগণ বলে উঠলেন হং হো এ কৃষ্ণকে দেখেছে,—'মুখে বলবার কি আছে, তাঁকে আমি তোমাদের দেখিয়েই দিব, আমার পিছে পিছে আস'—এরূপ বলতে বলতে যেন সে আগে আগে যাচ্ছে, যেতে যেতে ঘাড় বেঁকিয়ে বারবার আমাদের দেখছে, তাই মনে হচ্ছে, এই নির্দয়-বৃন্দাবনে এই একমাত্র দয়াবতী, এরূপে হরিণীর পিছু পিছু চলমান গোপী-গণ দৈবাৎ কোথাও চলে-যাওয়া তাকে না দেখে বলে উঠলেন হং হো কৃষ্ণকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য যে-হরিণীটি পথ দেখিয়ে চলছিল তাকে কেন আর দেখা যাচ্ছে না? —এইরূপ জিজ্ঞাসিত

হয়ে কোনও গোপী বললেন, তা হলে কৃষ্ণ এখানেই কোথাও আছে, কৃষ্ণ থেকে এ ভয় পেয়েছে, তাই দেখিয়ে দেওয়ার দোষ অপলাপের জন্য কোথাও লুকিয়ে পড়েছে, এরূপ বিতর্ককারিণী সেই গোপী দৈবাৎ আগত এক সুগন্ধ অনুভব করে বললেন—ঠিক ঠিক, এ তারই অঙ্গগন্ধ, আনন্দের সহিত পুনরায় বললেন **কান্তাঙ্গ ইত্যাদি**—কান্তার অঙ্গসঙ্গ থেকে লেগে যাওয়া কুচকুঙ্কুমে রঞ্জিত তাঁর কুন্দপুষ্প-মালার গন্ধ 'বাতি' আসছে—এখানে রমণ-রমণীর দুটি অঙ্গের, কুচদ্বয়ের, কুঙ্কুমের ও কুন্দের গন্ধ গোপীদের নাসায় প্রবেশ করে এখানেই কৃষ্ণের অবস্থিতি নিশ্চয় করে তুলল, এরূপ ভাব। **কুলপতেঃ**—যিনি গোপীকুল-রমণ, তার পক্ষে কুলপতি-ভাবের নিষ্ঠা পরিত্যাগ করে সম্প্রতি কোনও একজন কান্তার সহিত রমমান হওয়া অন্যায়, তোমরাই দেখ-না এরূপ ভাব। বি° ১১॥

১২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** অথ তস্যা মৌনময়বিলোকনাভিনিবেশেনাশঙ্কিতান্নিজবিরহার্ত্তি-দৃষ্ট্যার্ত্তিভরোদয়াৎ স্তব্ধতাং মত্বা তাং বিহায় ফলপুষ্পাদিভরনম্রান্ বৃক্ষান্ বীক্ষ্য বিনয়ভর-প্রণতান্ মত্বা সর্ব্বানেব তান্ পৃচ্ছন্তি—বাহুমিতি। ইহাপি তত্তৎপ্রশংসয়ানুমোদনং ব্যঙ্গ্যম্। তত্র বাক্যার্থেন যথা— হে তরবঃ রামানুজো বো যুষ্মাকং প্রণামং, কিং বা প্রণয়াবলোকৈরভিনন্দতি? ইতি সস্নেহস্য তৎকৃপায়াশ্চ যোগ্যতাস্পদতাং সূচয়িত্বা তেষাং দ্রষ্টৃণাং গুণপ্রশংসা। কথং নাভিনন্দেদিত্যাশঙ্ক্য তত্র তস্য তয়া সহ মধুরবিলাসাবেশকারণমাহুঃ, তজ্জ্ঞানে চ কারণং গন্ধমাত্রেণ পূর্ব্ববন্নিজ-তদন্তরঙ্গধর্ম্মবিজ্ঞতামাহুঃ—বাহুমিত্যাদিনা। তত্রানভিনন্দনে সামান্যতঃ কারণম্—চরন্নিতি, তত্তৎক্রীড়াস্থানগমনব্যগ্র ইত্যর্থঃ। নন্থ সদা সর্ব্বত্র ভ্রমতি পশ্যতি চাস্মান্ অদ্য বা কো বিশেষস্তত্রাহুঃ—বাহুং প্রিয়াংসে উপধায়েতি; প্রিয়ায়াঃ স্বস্মিন্ পরমস্নিগ্ধায়া অংসে স্কন্ধে উপধায় কোমলেয়মিতি যৎ কিঞ্চিদাধায়েতি। নন্থ তামেবাস্মান্ দর্শয়িতুমাগতঃ, কথমস্মৎপ্রণামং নাভিনন্দেৎ? ইত্যাশঙ্ক্যাহুঃ—তুলসিকালিকুলৈরন্বীয়মানঃ গৃহীতপদ্মঃ প্রিয়ায়াস্তন্নিবারয়িতুং দক্ষিণেন ভুজেন লীলাপদ্মধুননাসক্ত ইত্যর্থঃ। তর্হি কথমভিনন্দেদিতি ভাবঃ। অত্র তু তুলসি-কালিকুলৈরিতি তৎক্রীড়াবনতুলসীনাং সর্ব্বসুগন্ধিত উৎকর্ষ এব দ্যোতিতঃ। তথা বক্ষতে—'দিব্যগন্ধতুলসীমধুব্রতৈঃ' (শ্রীভা ১০।৩৫।১০) ইতি। অতএব মদান্ধৈস্তদ্রসপানমদেনান্ধৈরপি তৈরন্বীয়মান ইতি প্রিয়াঙ্গসঙ্ঘর্ষেণ পরিমলবিশেষ-প্রকাশো দর্শিতঃ, ইতীত্থমত্রাপি পূর্ব্ববত্তত্তৎপ্রশংসা দর্শিতা। অথচ 'মালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীম্' ইতি যা বৈজয়ন্তী প্রোক্তা মধ্যে 'কচ্চিত্তুলসি' (শ্রীভা ১০।৩০।৭) ইত্যাদৌ ত্বা বিভ্রদিত্যনেন তৎপ্রাশস্ত্যাতিশয়স্য প্রস্তুতত্বাৎ যা তু তুলসীমালা সূচিতা, পুনশ্চ 'কুন্দস্রজঃ' ইত্যনেন যা কুন্দস্রক্ চ দর্শিতা, সম্প্রতি তস্যাস্তস্যাঃ স্খলনহেতবো বিহায়াশ্চ ব্যঞ্জিতাঃ। তদিত্থং বাক্যার্থেন তত্তৎপ্রশংসয়ানুমোদনমেব ব্যঞ্জিতম্। অথ পদানামর্থৈরপি পূর্ব্ববদনুসন্ধেয়ং, তদেবং বক্তৃণাং সখ্যমেব লব্ধম্। 'তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভম্' (শ্রীভা ১০।৩০।৩০) ইত্যাদৌ বিরোধমুখেন চ তদেব হি নিশ্চেতব্যম্॥

১২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর নীরবে চেয়ে থাকা ঐ হরিণীদের দিকে গোপীদের অভিনিবেশ পড়াতে ওরা ভয়ে জড়-সড় হয়ে গেল— তাদের এই অবস্থা দেখে গোপীরা মনে করলেন, আমাদের বিরহ-আর্তি দেখে ওদের চিত্তে অতিশয় আর্তির উদয় হয়েছে, তাই ওরা স্তব্ধদশা প্রাপ্ত হয়েছে, বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, তাই ওদের ত্যাগ করে ফলপুষ্পাদি-ভারে নত বৃক্ষদের দেখে তাদের কৃষ্ণের চরণে বিনয়ভরে প্রণত মনে করে তাদের

সকলকেই জিজ্ঞাসা করলেন— বাহুম ইতি। এ শ্লোকেও সেই সেই প্রশংসা দ্বারা রাধাকৃষ্ণের এই বিহারের অনুমোদন করছেন স্বপক্ষীয়া গোপীগণ ব্যঞ্জনা বৃত্তিতে। এখানে পদের অর্থ এরূপ, যথা—**হে তরবঃ ইত্যাদি**—হে তরুগণ! রামানুজ কি তোমাদের প্রণামকে প্রণয়-অবলোকনের দ্বারা অভিনন্দন জানিয়েছে?—এইরূপে তরুগণকে কৃষ্ণস্নেহ ও কৃষ্ণকৃপার যোগ্যপাত্র রূপে প্রকাশ করে দ্রষ্টা তাদের গুণের প্রশংসা করলেন। কেন-না অভিনন্দন জানাবে? এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করে এই অভিনন্দন না-জানানো বিষয়ে যে কারণ, যথা—রাধাসঙ্গে কৃষ্ণের মধুরবিলাস-আবেশতা, এবং এই মধুর বিলাস সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানের যে কারণ, যথা গন্ধমাত্রে নিজেদের কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ধর্মসম্বন্ধে বিজ্ঞতা, তা বলা হচ্ছে, 'বাহুং ইতি' শ্লোকে। এখানে অভিনন্দন না-জানানো বিষয়ে সামান্যভাবে কারণ—**চরণ্ ইতি**—ভ্রমণ করতে করতে, অর্থাৎ সেই সেই বিহারস্থানে গমন-ব্যগ্রতা। যদি বলা যায়, তিনি সদা সর্বত্র ঘুরে বেড়ান, কিন্তু তারই মধ্যে এই বৃক্ষদের দিকে ধ্যানও দেয়ে থাকেন, আজ এমন কি বিশেষ হল, এরই উত্তরে, **প্রিয়াংসে**—আজ-যে প্রিয়ার স্কন্ধে বাহু ধারণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ইহাই বিশেষ। প্রিয়ার নিজ পরমস্নিগ্ধ স্কন্ধে বাহু **উপধায়**—ধারণ করে, এ স্কন্ধটি কোমল তাই আলতোভাবে ধারণ করে। যদি বলা যায়, তার প্রিয়াকে আমাদের দেখাতেই তো এখানে এসেছেন, তবে কেন আমাদের প্রণামে আনন্দ প্রকাশ না-করবেন। এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কায় বলছেন—**তুলসিকা ইত্যাদি**—তুলসীর গন্ধে পাগল অলিকুল তাঁর পিছে পিছে ধাওয়া করেছে, **গৃহীত পদ্ম**—প্রিয়ার নিকট থেকে এই অলিকুলকে তাড়াবার জন্য দক্ষিণ হস্তে পদ্ম ধারণ করে আছে। এই লীলাপদ্ম ঘুরাতেই আসক্ত, অন্য দিকে মন দেওয়ার অবসর কোথায়, এরূপ অর্থ—অতএব কি করে অভিনন্দন জানাবে এরূপ অর্থ। এখানে কিন্তু 'তুলসিকালিকুলৈঃ' পদে কৃষ্ণের ক্রীড়াবন-তুলসীর সর্বসুগন্ধ গুণের উৎকর্ষই ধ্বনিত হল। —এই কথার সমর্থন পরে (শ্রী ভাঃ১০।৩৫।১০) শ্লোকে পাওয়া যায়, যথা—"দিব্যগন্ধতুলসীর মধুপানে মত্ত ভ্রমর সমূহের, ইত্যাদি।" **মদান্ধিঃ**—তুলসীর রসপানের মত্ততায় দৃষ্টিশক্তিহীন হলেও তারা ধাওয়া করেছে কৃষ্ণের পিছু পিছু—এইরূপে প্রিয় কৃষ্ণের অঙ্গ-সঙ্ঘর্ষণে যে পরিমল বিশেষের প্রকাশ হয়, তাই দেখান হল—আরও এইরূপে এখানে পূর্ববৎ তুলসী প্রভৃতির প্রশংসা দেখান হল। এই শ্লোকে শুধু 'তুলসী' পদের উল্লেখ, অথচ পূর্বের (শ্রীভাঃ ১০।২৯।৪৪) শ্লোকের "মালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীম্," বাক্যে বুঝা যাচ্ছে কৃষ্ণ 'বৈজয়ন্তী' মালা ধারণ করেই রাসমঞ্চে প্রবেশ করেছিলেন, আবার (শ্রী ভাঃ ১০।৩০।৭) শ্লোকে যে তুলসী ধারণের কথা পাওয়া যায়, তা যে তুলসীমালা, এ প্রকাশ পাচ্ছে শ্লোকস্থ 'বিভ্রৎ' পদে তুলসীর প্রশস্তি-অতিশয় ধ্বনিত হওয়ায়। আবার (ভা° ১০।৩০।১১) শ্লোকে তাঁর গলে যে কুন্দমালা ছিল তাও দেখা যায়। তিনটি মালার মধ্যে এই শ্লোকে মাত্র তুলসীমালার উল্লেখ থাকায় সম্প্রতি বৈজয়ন্তীমালা ও কুন্দমালার স্খলন বুঝা যাচ্ছে, যা ইঙ্গিত করছে রাধাসঙ্গে তাঁর

বিহার—বিহারকালে পিষ্ট হয়ে এ দুটি মালার স্খলন। সুতরাং এইরূপে এই শ্লোকের বাক্যার্থের দ্বারা স্বপক্ষীয়গণের সেই সেই প্রশংসা মুখে বিহার অনুমোদনই প্রকাশিত হচ্ছে। অতঃপর এই শ্লোকের পদ সকলের অর্থের দ্বারাও পূর্ববৎ অনুসন্ধেয়। এইরূপ অনুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে, এই শ্লোকেরও বক্তা হলেন ললিতাদি স্বপক্ষীয়া সখীগণ। আবার (শ্রী ভা° ১০।৩০।৩০) শ্লোকের "ঐ ভাগ্যবতীর পদচিহ্ন দেখে আমাদের মনে ক্ষোভের উদয় হচ্ছে" ইত্যাদি কথা যে বিপক্ষ পক্ষীয়া চন্দ্রাবলী প্রভৃতির তাও নিশ্চয় হচ্ছে। জী° ১২॥

১২। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ তস্য তত্রৈব বর্ত্তমানত্বেঽন্যত্রাপি লক্ষণং মিথো জ্ঞাপয়ন্ত্যস্তরূন্ ফলপুষ্পভারনম্রান্ প্রণতান্ মত্বা সবিতর্কমাহুঃ, বাহুমিতি। হে তরবঃ, ইহ চরন্ কৃষ্ণঃ ফলপুষ্পাদিকরপ্রদায়িনাং বঃ প্রজারূপাণাং প্রণামং কিং প্রণয়পূর্ব্বকাবলোকৈরভিনন্দতি নবা ? হন্ত হন্ত যুষ্মদ্বিধেষু সাত্ত্বিকসাধুলোকেষু কুতস্তস্য প্রীত্যাবলোকনাবকাশ ইতি সাসূয়মাহুঃ—রামানুজো মত্তঃ তত্রাপি প্রীয়ায়া অংসে বাহুং বামভুজং উপধায়েতি সম্প্রয়োগশ্রমবশাৎ শ্লথদুর্ব্বলঃ প্রিয়াস্কন্ধার্পিতং বাহুমেব কোমলমুপধানং কৃত্বা তস্যা মুখগন্ধেনোৎপতিষ্ণুনাং ভ্রমরাণাং বিদ্রাবণার্থমেব দক্ষিণপাণিগৃহীতনীলকমলঃ। অতস্তৎসেবৈকতানমানসস্য তস্য নান্যত্র দৃষ্টিপাতসম্ভব ইতি ভাবঃ। তুলসিকানাং কোমলতুলসীকাননস্য অলিকুলৈঃ অন্বীয়মানঃ তুলসিকাঃ পরিত্যজ্য ইহ অত্রৈব স অন্বিষ্যত ইত্যতঃ স ক্বচিদত্রৈব নিহ্নুতো বিহরতীতি ভাবঃ। নন্থ, তর্হি অলিকুলানামেবানুপদং গচ্ছামস্তত্রাহুঃ,—মদান্ধৈরিতি। ন হি মদান্ধানামনুগতির্ভব্যজনৈঃ কর্ত্তুমুচিতেতি ভাবঃ॥ বি°১২ ॥

১২। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ কৃষ্ণ যে এখানেই আছেন, এ সম্বন্ধে অন্য কোনও লক্ষণ পরস্পর আলোচনাকারিণী গোপীগণ ফল পুষ্পভারে ঝুঁকে পড়া বৃক্ষদের কৃষ্ণচরণে প্রণত মনে করে বিতর্কের সহিত বললেন—বাহুমিতি। হে তরুসকল! এখানে বিহার করে বেড়ানো কৃষ্ণ ফলপুষ্পাদিরূপ করদায়ী প্রজারূপা তোমাদের প্রণাম কি প্রণয়পূর্বক অবলোকনের দ্বারা অভিনন্দিত করেছিল কি করেনি ? হায় হায়! তোমাদের মত সাত্ত্বিক সাধু লোকের প্রতি কি করে তাঁর প্রীতি-অবলোকনের অবকাশ হবে ? এইরূপে অসূয়ার সহিত বললেন—'রামানুজ' (বলরামের মদমত্ততা ভাগবতে প্রসিদ্ধ) এপদের এখানে ধ্বনি হল 'মত্তকৃষ্ণ'—একে তো মত্ত তাতে আবার প্রিয়ার কাঁধে **বাহুং**—বামবাহু, **উপাধায় ইতি**—সম্প্রয়োগ-শ্রমবশে শিথিল-দুর্বল প্রিয়ার স্কন্ধে বাম বাহুকেই কোমল বালিশরূপে স্থাপন করে দক্ষিণ পাণিতে গ্রহণ করলেন নীল কমল—প্রিয়ার মুখ-গন্ধে উড়ে এসে পড়া ভ্রমরকুলকে তাড়াবার জন্য। অতএব প্রিয়ার সেবায় একতানমন তাঁর এখন অন্যত্র তাকাবার সম্ভাবনা নেই এরূপ ভাব। **তুলসিকা**—কোমল তুলসীকাননের ভ্রমরকুল **অন্বীয়মানঃ**—তুলসিকা পরিত্যাগ করত কৃষ্ণের পিছু পিছু চলমান হয়ে **ইহ**—এখানেই এসেছে। কাজেই বুঝা যাচ্ছে কৃষ্ণ এখানেই কোথাও লুকিয়ে বিহার করছে। আচ্ছা তা হলে কি ভ্রমরকুলেরই পিছে পিছে যাব, এরই উত্তরে বলা হয়েছে, মদান্ধৈ ইতি। মদান্ধদের পিছে পিছে যাওয়া ভব্যজনের পক্ষে অনুচিত. এর ভাব। বি° ১২॥

১৩। পৃচ্ছতেমা লতা বাহূনপ্যাশ্লিষ্টা বনস্পতেঃ।
নূনং তৎকরজস্পৃষ্টা বিভ্রত্যুৎপুলকান্যহো।।

১৩। **অন্বয়** ঃ (কাশ্চিদাহু হে সখ্যঃ) ইমাঃ লতাঃ পৃচ্ছত (শ্রীকৃষ্ণবার্তাং জিজ্ঞাসত) (যতঃ) বনস্পতেঃ বাহূন্ অশ্লিষ্টাঃ (আলিঙ্গিতাঃ) অপি নূনং (নিশ্চিতং) তৎকরজস্পৃষ্টাঃ (তস্য কৃষ্ণস্য করজৈঃ নখৈঃ স্পৃষ্টাঃ এব) উৎপুলকানি বিভ্রতি (বিভ্রত্য এবাসতে)। অহো (ইত্যপূর্বং)

১৩। মূলানুবাদ ঃ (অহো এই তরুগণকে জিজ্ঞাসা করছ কেন, নিজ স্ত্রী এই লতাগণে অলিঙ্গিত অবস্থায় এরা তো পরস্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবে না। অতএব এই লতাদেরই জিজ্ঞাসা করা ঠিক হবে। এই আশয়ে কোনও গোপী বললেন—)

হে সখি সকল! নিজপতি বনস্পতির শাখাকে আলিঙ্গন করে থাকলেও এই লতাদেরই জিজ্ঞাসা কর। মনে হয় এরা কৃষ্ণের নখস্পর্শ পেয়েছে—দেখ-না এরা নব নব অঙ্কুর উদ্গম-রূপ রোমাঞ্চ ধারণ করে আছে, এতো পূর্বে কখনও-ই দেখা যায় নি।

১৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ তদেতৎ সর্ব্বং 'কস্যাঃ পদানি চৈতানি' (শ্রীভা ১০।৩০।২৭) ইতি যা বক্ষ্যন্তি, তাসামবধানাস্পদমেব ন বভূবেতি লভ্যতে, সংশয়াসম্ভবাৎ। কাশ্চিত্তু কিঞ্চিৎকৃতাবধানা অপি রাগ-দ্বেষাভাবাৎ তদশ্রুত্বৈব স্বাভীষ্টমেব দর্শয়ন্তি। মুনীন্দ্রশ্চাত্র পূর্ব্বাভ্যস্তাসাং বাসনাভেদ-দর্শনায় তদুদাসীনতাং ব্যঞ্জয়তি —পৃচ্ছতেমা লতা ইতি। বনস্পতিরূপস্য পত্যুর্বাহুনপ্যাশ্লিষ্টা এতা এব লতাঃ পৃচ্ছত। নন্বেবঞ্চেত্তর্হি কথমাসাং তৎসঙ্গতিস্তর্ক্যেত? তত্রাহুঃ—নূনং বিতর্কে, তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য করজৈঃ স্পৃষ্টা ইতি। নন্থ তদিদমপি কথং ন জ্ঞাতম্? তত্রাহুঃ—উৎ উচ্চৈঃ পুলকান্যঙ্কুররূপাণি বিভ্রতি বিভ্রত্য এবাসতে, অহো ইত্যপূর্ব্বতায়াং, ন ত্বেবং পুরেত্যর্থঃ॥

১৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ পরবর্তী "এ আবার কোন্ রমণীর পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে"—(শ্রী ভা° ১০।৩০।২৭) শ্লোকের এই কথা যে-গোপীদল বললেন, তাঁরা স্বপক্ষীয়াদের পূর্ববর্তী 'বাহুং প্রিয়াংস' ইত্যাদি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেন নি, যদি শুনতেন তবে 'কোন্ রমণীর পদচিহ্ন' এরূপ সংশয় সম্ভব হত না। কেউ কেউ কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিয়ে শুনলেও শ্রীরাধা-সম্বন্ধে রাগদ্বেষ বিহীন অর্থাৎ উদাসীন হওয়া হেতু শুনেও শুনেন নি; এঁরা নিজ অভীষ্ট কৃষ্ণাঙ্গের চিহ্নই দেখালেন—এইরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট গোপীদের বাসনাভেদ দেখাবার জন্য শ্রীমুনীন্দ্র এখানে তাঁদের উদাসীনতা ব্যঞ্জনা বৃত্তিতে প্রকাশ করছেন—**পৃচ্ছতেমা লতা ইতি,**—নিজপতি বনস্পতির শাখাকে আলিঙ্গন করে থাকলেও এই লতাদেরই জিজ্ঞাসা কর। যদি বলা যায়, এরাতো পতি-অলিঙ্গিত তবে কি করে কৃষ্ণের সহিত এদের সংযোগ অনুমানের মধ্যে আনা যায়? এরই উত্তরে, **নূনং**—বিতর্কে। মনে হয় এরা কৃষ্ণের নখের স্পর্শ পেয়েছে। যদি বলা যায়, কি করে এ আমরা বুঝলাম? এর উত্তরে, **উৎপুলকানি**—বুঝলাম এদের গায় রোমাঞ্চ দেখে—দেখ-না নব নব অঙ্কুর-উদ্গমরূপ পুলক (দীপ্ত রোমাঞ্চ) ধারণ করে আছে—অহো এতো অপূর্ব, পূর্বে কখনও এরূপ দেখা যায় নি। **জী°** ১৩॥

১৪। **ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ।**
লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ॥

১৪। **অন্বয়ঃ** কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ উন্মত্তবচো গোপ্যঃ (উন্মত্তবচসস্তা গোপ্যঃ ইতি (এবং প্রকারং) তদাত্মিকাঃ (কৃষ্ণাত্মিকাঃ সত্যঃ) ভগবতঃ তাঃ তাঃ লীলাঃ অনুচক্রুঃ (অনুস্মৃতবত্যঃ)

১৪। **মূলানুবাদ ঃ** (৪র্থ শ্লোকের উক্তির বিস্তার করা হল পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে, এবার ২ শ্লোকের উক্তির বিস্তার, কৃষ্ণাত্মিকা গোপীগণের কৃষ্ণলীলানুকরণ বলা হচ্ছে—)

এইরূপে উন্মত্তবৎ কথা বলতে বলতে যাঁরা কৃষ্ণ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, সেই গোপীগণ অতঃপর কৃষ্ণ অন্বেষণেও অসমর্থ হয়ে পড়লেন। গাঢ় কৃষ্ণাসক্তা তাঁরা তখন কৃষ্ণের পূতনাবধাদি সেই সেই লীলা অনুকরণ করতে লাগলেন।

১৩। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** অন্যদপি লক্ষণং অন্যা দর্শয়ন্ত্য আহুঃ,—পৃচ্ছতেতি। হে সখ্যঃ, ইমা লতা এব কৃষ্ণসঙ্গমলক্ষ্মধারিণীঃ পৃচ্ছতঃ, নচ স্বপতিসঙ্গতৌ তৎসঙ্গতির্দুর্ঘটেতি বাচ্যং যতো বনস্পতেঃ পত্যুর্বাহুন্ সম্যগাশ্লিষ্টা অপি অহো কামোদ্রেকঃ, নূনং তন্নখৈঃ স্পৃষ্টা এব উৎপুলকানি বিভ্রতি। নহি স্বপতিসঙ্গতাবীদৃক্ পুলকঃ স্যাৎ। অত এতল্লক্ষণস্যাস্মদ্ শ্যমানত্বাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বা ইব ন বয়ং, তমদ্রাক্ষ্মেতি মিথ্যা বক্তুং প্রভবিষ্যন্তীতি ভাবঃ। বি° ১৩

১৩। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** এখানেই থাকার অন্য কিছু লক্ষণও অন্যগোপীদের দেখাতে দেখাতে সেই গোপী বলছেন—**পৃচ্ছত ইতি**—হে সখীগণ! কৃষ্ণসঙ্গমলক্ষণ-ধারিণী এই লতাগুলিকে জিজ্ঞাসা কর। এরূপও বলতে পারবে না যে নিজপতি বৃক্ষদের আলিঙ্গন করে থাকাতে এদের কৃষ্ণমিলন সম্ভব হয়নি; কারণ দেখা যাচ্ছে, পতি বৃক্ষদের শাখা সম্যক্ আলিঙ্গন করে থাকা অবস্থাতেও এদের কামোদ্রেক হয়েছে—নিশ্চয়ই কৃষ্ণ নখের দ্বারা এঁদের স্পর্শ করেছে, দেখ-না রোমাঞ্চ ধারণ করেছে, নিজপতি মিলনেও এরূপ পুলক ছিল না এদের। এই লক্ষণ আমরা দেখে ফেলাতে পূর্ব-পূর্বের ন্যায় এরা মিথ্যা বলতেও পারছে না, 'আমরা কৃষ্ণকে দেখি নি,' এরূপ ভাব। বি° ১৩॥

১৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** ইতি পূর্ব্বোক্তপ্রকারকমুন্মত্তস্য বচ ইব বচো যাসাং তাদৃশ্যো গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণে কাতরাঃ বিরহদুঃখেন তদপি কর্ত্তুমসমর্থা ইত্যর্থঃ। তথা সত্যো 'গায়ন্ত উচ্চৈঃ' (শ্রীভা ১০।৩০।৪) ইত্যাদ্যনুসারেণ গানানুবৃত্তিপ্রাপ্তা যা যাঃ পূতনাবধাদি-লীলাস্তাস্তা অপি মধ্যে মধ্যেঽনুচক্রুরিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—তদাত্মিকাঃ তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে আত্মা চিত্তং যাসাং তাঃ গাঢ়ং তদাসক্তা ইত্যর্থঃ। তত্র কৃষ্ণানুকরণং স্ফুটমেব তদাত্মকতয়া; তত্র চ স্বভাবাপরিত্যাগেন নাতিতদভেদস্ফূর্ত্তিঃ। যতস্ত্বন্নিদধেঽম্বরম্' (শ্রীভা ১০।৩০।২০) ইত্যত্র যত্ন-কথনাৎ 'কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিম্' (শ্রীভা ১০।৩০।১৯) ইতি স্বস্মিন্ কৃষ্ণত্ব-সাধনার্থং তচ্ছব্দপ্রয়োগাচ্চ। পূতনাদ্যনুকরণঞ্চ কৃষ্ণবিষয়ক তদ্ধেতুকভয়েনেতি তদাত্মকতয়ৈব। যথা স্ববিষয়কভয়োন্মত্তস্য ব্যাঘ্রাদ্যনুকরণম্, অতো ন তদীয়প্রেমবিরুদ্ধ-ভাবযোগঃ। কস্যাশ্চিৎ শ্রীযশোদানুকরণঞ্চ ন স্বেন রত্যাখ্যেন ভাবেন, তস্য বাল্যভাবনয়া বৃতত্বাৎ, কিন্তু প্রীতিসামান্যাতি-শয়াল্লব্ধকৃষ্ণভাবত্বেন ততো ভয়াদেব, ততস্তস্যাভাবেন ন মাতৃভাবস্পর্শঃ, কিন্তু কৃষ্ণভাবেনৈবেতি ন মিথঃ স্পর্শা-নুচিতয়োর্ভাবয়োর্যুতিঃ। সর্ব্বমেতত্তাসু তদানীমুন্মাদস্যানুগতত্বাৎ সহসৈব সমপদ্যত নান্যদেবেতি চ জ্ঞেয়ম্॥ জী° ১৪

১৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ ইতি**—পূর্বোক্ত প্রকার **উন্মত্ত বচো**—উন্মত্তের বাক্যের মত বাক্য যাঁদের তাদৃশ গোপীগণ কৃষ্ণের অন্বেষণে **কাতরাঃ**—বিরহদুঃখে সেই অন্বেষণ

করতেও অসমর্থ হয়ে পড়লেন, এরূপ অর্থ। এরূপ অবস্থায় পূর্বের (৩০।৪) শ্লোকে যা বলা হয়েছে, সেই অনুসারে পূতনাবধাদি যে যে লীলা উচ্চস্বরে গান করছিলেন, তাই তাই মধ্যে মধ্যে অনুকরণ অর্থাৎ নাট্যাভিনয় করে দেখাতে লাগলেন। এখানে হেতু **তদাত্মিকা**—কৃষ্ণে গাঢ় আসক্তি—[তৎ+আত্মিকাঃ] 'তৎ' সেই কৃষ্ণে 'আত্মা' চিত্ত যাঁদের সেই গোপীগণ। এখানে কৃষ্ণানুকরণ স্পষ্টভাবেই গাঢ় কৃষ্ণাসক্তা হওয়া হেতুই, আরও এখানে নিজের ভাব পরিত্যাগে কৃষ্ণের সহিত অতি-অভেদ স্ফূর্তি নয়। —এরূপ সিদ্ধান্ত করার হেতু—"যত্ন সহকারে পরিধেয় বস্ত্র ঊর্ধ্বে ধারণ করলেন।"—(শ্রী ১০।৩০।২০) শ্লোকে 'যত্ন' শব্দটি প্রয়োগ, অভেদ স্ফূর্তি হলে এই 'ধারণ' স্বাভাবিক ভাবেই হয়ে যেত, যত্ন লাগত না, আরও "আমি কৃষ্ণ, আমার গমনভঙ্গী দেখ"- (শ্রী ভা° ১০।৩০।১৯) এখানে নিজেতে কৃষ্ণের ভাব সিদ্ধির জন্য 'কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ। এবং পূতনাদির অনুকরণ, পূতনাদি থেকে কৃষ্ণবিষয়ে ভয়ে গাঢ় কৃষ্ণাসক্তি হেতু—যেরূপ না-কি নিজবিষয়ে ভয়োন্মত্ত ব্যক্তির ব্যাঘ্রাদির অনুকরণ। অতএব কৃষ্ণে গোপীদের যে জাতীয় প্রেম, তার বিরুদ্ধ কোন ভাবের সংযোগ হয় না এই লীলানুকরণে। আরও কোনও গোপী যে যশোদার অনুকরণ করলেন তা তাদের নিজস্ব মধুর ভাবে নয়; করলেন, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যভাবনায় তখন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ায়, কিন্তু তাও করলেন প্রীতি সামান্যের (কেবল শুদ্ধপ্রীতির) আতিশয্য বশতঃ কৃষ্ণভাব লাভ করত যশোদার শাসন ভয়েই। অতএব ব্রজদেবীদের নিজস্ব মধুর ভাবের সহিত মাতৃভাবের স্পর্শ হয়নি, কিন্তু কৃষ্ণভাবের সহিতই হয়েছিল। সুতরাং পরস্পর স্পর্শ-অনুচিত ভাবের সংযোগ কোথাও হয়নি এই লীলানুকরণে সব কিছুই তাদের সম্বন্ধে সেই সময়ে উন্মাদ-দশার অনুগত ভাবেই সহসাই ঘটেছিল, অন্য কিছু কারণ নেই, এরূপ বুঝতে হবে। জী° ১৪ ॥

১৪। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ ইমা আনন্দজাড্যান্ন কিমপি ব্রুবতে ইত্যেবমচেতনেষ্বপি প্রশ্নকামাদিদর্শনাভ্যামুন্মত্তানাং বচাংসীব বচাংসি যাসাং তাঃ। ততশ্চ তস্যান্বেষণেঽপি কাতরাস্তন্মধ্যে কাশ্চিদেবং প্রত্যেকং পরামৃশ্যঃ সংপ্রত্যহমেব স্বরূপচেষ্টাদ্যনুকরণেনাত্মানং কৃষ্ণাকারং দর্শয়িত্বা অপি কাতরাণামাসাং স্বস্য চ মৌহূর্ত্তিকমপি নির্বৃতিং নিষ্পাদয়ামেতি মনসি কৃত্বা তস্য সর্ব্বা এব লীলাঃ ক্রমেণ স্মৃত্যারূঢ়ীকৃত্য পূতনাবধলীলামনুচক্রুস্তস্মিন্নেবাত্মানো যাসাং তাঃ। তত্র চ প্রতিকূলানামনুকরণং যোগমায়ৈব তন্মধ্য এব গোপীস্বরূপা ভূত্বা তত্তল্লীলাসিদ্ধার্থং চকার, অনুকূলানুকরণন্তু গোপ্যশ্চক্রুরিতি জ্ঞেয়ম্। "নো নঃ কথা বদ সদঃস্বিতি তন্নিষিদ্ধোঽপ্যানন্দনিষ্ন ইহ তা যদবোচমেব। নামানি তু প্রথয়িতাস্মি তদত্র নাসামিথং মুনির্মনসি সম্প্রতি নিশ্চিকায়"। বি°১৪ ॥

১৪। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ **ইত্যুন্মত্তবচোগোপ্যঃ**—এই লতাসকল কৃষ্ণস্পর্শের আনন্দে জাড্য বশতঃ কিছু বলছে না—ইত্যাদি রূপে অচেতনের নিকটেও প্রশ্ন করছেন তাদের ভিতরও কামাদি দর্শন করছেন—ইহা উন্মত্তেরই লক্ষণ এইরূপ উন্মত্তবৎ কথা বলতে বলতে যাঁরা কৃষ্ণ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, সেই গোপীগণ অতঃপর কৃষ্ণ খোঁজায়ও অসমর্থ হয়ে পড়লেন। এর মধ্যে কোনও গোপী প্রত্যেককে এইরূপ পরামর্শ দিলেন—সম্প্রতি আমিই কৃষ্ণের স্বরূপ-চেষ্টাদি অনুকরণের দ্বারা নিজেকে কৃষ্ণাকার রূপে দেখিয়ে অতি কাতর এদের নিজেরও এক মুহূর্তের জন্য পরমা

১৫। কস্যাশ্চিৎ পূতনায়ন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়ন্ত্যাপিবৎ স্তনম্।
তোকায়িত্বা রুদত্যন্যা পদাহন্ শকটায়তীম্॥

১৫। **অন্বয়** ঃ অনুকরণমেব প্রপঞ্চয়তি নবভিঃ—পূতনায়ন্ত্যা ইতি। কৃষ্ণায়ন্তি (কৃষ্ণবদাচরন্তী কাচিৎ গোপী) পূতনায়ন্ত্যাঃ (পূতনাবৎ আচরন্ত্যাঃ) কস্যাশ্চিৎ (গোপ্যাঃ) স্তনং অপিবৎ। অন্যা (গোপী) তোকায়ীত্বা (তোকবৎ আত্মনং কৃত্বা) রুদতী (সতী) শকটায়তীম্ (অন্যাং শকটায়মানাং গোপীং) পদা অহন্ (তাড়িতবতী ইত্যর্থঃ)॥

১৫। **মূলানুবাদ** ঃ (কৃষ্ণাত্মিকা হয়ে গোপীগণ কে কিরূপ অনুকরণ করতে লাগলেন, তাই বলা হচ্ছে—)

কৃষ্ণের ন্যায় আচরণকারিণী কোন গোপী পূতনার ন্যায় আচরণকারিণী কোনও গোপীর স্তন পান করতে লাগলেন। অন্য কোনও গোপী কৃষ্ণের বালগোপালের অনুকরণ করতে করতে শকটাসুরের ন্যায় অবস্থিত কোনও গোপীকে পদাঘাত করলেন।

শান্তি আনায়ন করব, এইরূপ মনে মনে চিন্তা করে কৃষ্ণের সব কিছু লীলাই ক্রমে ক্রমে স্মৃতিতে নিয়ে এসে পূতনাবধলীলা অনুকরণ করতে লাগলেন **তদাত্মিকা**—কৃষ্ণেতেই মন যাঁদের সেই গোপীগণ। এর মধ্যে প্রতিকূল ভাবের অনুকরণ যোগমায়াই করলেন, সেই সেই লীলা সিদ্ধির জন্য, ঐ গোপীদের মধ্যেই গোপীস্বরূপ হয়ে। অনুকূল জনের অনুকরণ তো গোপীগণই করলেন, এরূপ বুঝতে হবে।

আমাদের কথা সভামধ্যে বলো না, গোপীদের কতৃক এরূপ নিষেধ প্রাপ্ত হয়েও আমি আনন্দ-মগ্ন হয়ে তাঁদের ক্রিয়াকলাপ এখানে বলে ফেলেছি, তা হলেও এঁদের নাম বিস্তার করব না, সম্প্রতি মনে মনে এরূপ নিশ্চয় করলেন শ্রীশুকদেব। বি°১৪॥

১৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ তদাত্মকত্বেনানুকরণস্য প্রপঞ্চমাহ—নবভিঃ, পূতনায়ন্ত্যা ইতি। তথাপি স্বভাবস্থিতত্বেন পূতনাবদাচরন্ত্যা এব, ন তু তত্তদ্বিরুদ্ধভাবায়া ইত্যর্থঃ। কৃষ্ণায়ন্তীতি তু 'কৃষ্ণার্ভ ভাবনাম্' ইতি বক্ষ্যমাণানুসারেণ ভাবতোঽপি তদাচরন্তীতি লভ্যতে। এবমুত্তরত্রাপি 'স্তনমপিবৎ' ইতি চানুকরণমাত্রম্, তন্মাত্রস্যাপেক্ষিতত্বাৎ, শকটায়তীং শকটায়মানাং, তাদৃশত্বঞ্চ হস্তপাদাভ্যাং ভুবমবষ্টভ্যাধোমুখতয়ৈবোচ্চৈরবস্থানম্ জী° ১৫॥

১৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ তদাত্মক ভাবে যে অনুকরণ, তাই প্রপঞ্চিত করা হচ্ছে—নয়টি শ্লোকে। **পূতনায়ন্ত্যা ইতি**—পূতনার অভিনয় করলেন বটে, তথাপি নিজ মধুর ভাবে স্থিত থেকেই পূতনার মতো আচরণ করলেন, পূতনার সেই সেই বিরুদ্ধভাবে স্থিত হয়ে নয় কিন্তু। **কৃষ্ণায়ন্তী**—কোনও গোপী কৃষ্ণের অভিনয় করলেন, এখানে কিন্তু কৃষ্ণভাবে আবিষ্ট হয়েই "কৃষ্ণের অভিনয় করলেন—এ বিষয়ে প্রমাণ পরবর্তী ১৬ শ্লোকের বাক্য "কৃষ্ণের বাল্যভাবে আবিষ্ট অন্য এক গোপী।" তাই পরে আছে, **স্তনং অপিবৎ**—স্তন পান করলেন এখানেও অভিনয় মাত্র, যেহেতু এখানে অভিনয় মাত্রই প্রয়োজন। আরও কোন গোপী নিজেকে

১৬। দৈত্যায়িত্বা জহারন্যামেকা কৃষ্ণার্ভভাবনাম্।
রিঙ্গয়ামাস কাপ্যঙ্ঘ্রী কর্ষন্তী ঘোষনিঃস্বনৈঃ॥

১৬। **অন্বয়ঃ** একা দৈত্যায়িত্বা (তৃণাবর্ত্তদৈত্যবৎ আত্মানং কৃত্বা) কৃষ্ণার্ভ ভাবনাং (কৃষ্ণস্য 'অর্ভং' বালং ভাবয়তি যা তাং) অন্যাং জহার। কাপি অঙ্ঘ্রীকর্ষন্তী (জানুদ্বয়ং ভূমৌ ঘর্ষতী সতী) ঘোষনিস্বনৈঃ (কিঙ্কিনীরবৈঃ) রিঙ্গয়ামাস॥

১৬। **মূলানুবাদঃ** কোনও গোপী তৃণাবর্ত দৈত্যের অনুকরণ করতে করতে কৃষ্ণের বাল্যসংস্কারযুক্তা অন্য গোপীকে হরণ করলেন। কোনও গোপী কিঙ্কীনীর রুণুঝুণু ধ্বনি তুলে হামাগুড়ি দিতে লাগলেন।

শিশু কৃষ্ণের ন্যায় করে কাঁদতে কাঁদতে **শকটায়তীম্** শকটের ন্যায় আচরণকারিণী অর্থাৎ অধোমুখী হয়ে হাত-পা দ্বারা মাটি অবলম্বন করত দেহ উর্ধ্বে উঠিয়ে শকটাকৃতি ধারিণী অন্য গোপীকে পদাঘাত করলেন। জী° ১৫॥

১৫। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** এবমনুকরণঞ্চতুর্ভিরাহ,—পূতনায়ন্ত্যাঃ পূতনাবদাচরন্ত্যাঃ কৃষ্ণবদাচরন্তী স্তনমপিবৎ, পানমনুচক্রে। তোকায়িত্বা তোকবদাত্মানং কৃত্বা। বি° ১৫॥

১৫। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদঃ** এই লীলা অনুকরণ চারটি শ্লোকে বলা হচ্ছে—**পূতনায়ন্ত্যাঃ** —কোনও গোপী পূতনার মত আচরণ করতে লাগলেন, **কৃষ্ণায়ন্তী** কৃষ্ণবৎ আচরণকারিণী কোনও গোপী (স্তন পান করতে লাগলেন)। **তোকায়িত্বা**—নিজকে শিশুর মত করে **রুদন্তী**—কাঁদতে কাঁদতে পদাঘাত করলেন শকটের মতো আচরণকারিণীকে। বি°১৫॥

১৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** কৃষ্ণস্য আর্ভ-ভাবনা বাল্যবাসনা, সৈব সা যস্যাস্তাং জহার, তন্ময়াবেশেন তদ্ধরণমনুকৃত্য দর্শিতবতীত্যর্থঃ। ঘোষাঃ কিঙ্কিণ্যস্তেষাং নিস্বনৈঃ কৃত্বা সহিতা সেবিতা বা। তচ্চ সাক্ষাদেব তাসামপি পাদেষু নূপুরসম্ভাবাৎ। এতচ্চ ঘোষ-প্রঘোষ-রুচিরমিত্যাদ্যুক্ত রিঙ্গণলীলানুকরণম্। জী° ১৬॥

১৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ কৃষ্ণার্ভভাবনাম্**—কৃষ্ণের বাল্য সংস্কারই সংস্কার হয়েছে যাঁর সেই গোপীকে অর্থাৎ কৃষ্ণের বাল্য-সংস্কার যুক্তা গোপীকে—**জহার**—হরণ করলেন, দৈত্য আগমন ভাবনায় কৃষ্ণের জন্য যে ভয় তার আবেশে কৃষ্ণ-হরণ লীলা অভিনয় করে দেখালেন। **ঘোষনিস্বনৈঃ**—কিঙ্কিনীর রুণুঝুণু শব্দের সহিত, বা ঐ শব্দের দ্বারা সেবিতা কোন গোপী হামাগুড়ি দিতে লাগলেন। এই শব্দের প্রসঙ্গ করার কারণ ঐ গোপীদের পায় সাক্ষাৎ ভাবেই তো নূপুর পরাই ছিল। এটি হল (শ্রীভা° ১০।৮।২২) শ্লোকে বর্ণিত রামকৃষ্ণের নূপুরাদির ধ্বনিতে মনোহর হামাগুড়ি লীলার অভিনয়। জী° ১৬॥

১৬। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** দৈত্যায়িত্বা তৃণাবর্ত্তদৈত্যবদাচরন্তী একা কৃষ্ণস্য আর্ভং বাল্যং ভাবয়তি যা তাং।

১৭। কৃষ্ণরামায়িতে দ্বে তু গোপায়ন্ত্যশ্চ কাশ্চন।
বৎসায়তীংহন্তি চান্যা তত্রৈকা তু বকায়তীম্ ॥

১৮। আহূয় দূরগা যদ্বৎ কৃষ্ণস্তমনুবর্ত্ততীম্।
বেণুং ক্বণন্তীং ক্রীড়ন্তীমন্যাঃ শংসন্তি সাধ্বিতি ॥

১৭। **অন্বয়** ঃ দ্বে তু (গোপ্যৌ) কৃষ্ণরামায়িতে (কৃষ্ণরামৌ ইব চিক্রীড়তুঃ) কাশ্চন (গোপ্যঃ) গোপায়ন্তঃ চ (গোপবালকবৎ চিক্রীড়ু, চ কারাৎ বৎসবৎ চ চিক্রীড়ুঃ) তত্র (স্থলে) অন্যা (কৃষ্ণায়মানা) বৎসায়তীং (বৎসাসুরবৎ আচরন্তীং) হন্তি (হননানুকরণং অনুকরোতি) একাতু (কৃষ্ণায়মানা) বকায়তীং চ (বকাসুরবৎ আচরন্তীং, চ কারাৎ অঘায়মানাঞ্চ হন্তি)॥

১৮। **অন্বয়** ঃ অন্যঃ (গোপ্যঃ) দূরগা (দূরস্থিতাঃ গাঃ) যদ্বৎ (যথা কৃষ্ণ তথা) আহূয় তং (কৃষ্ণং অনুকুর্বতীং বেণুং ক্বণন্তীং (বংশীং বাদয়ন্তীং) ক্রীড়ন্তীং (কাঞ্চন গোপীং) সাধু ইতি শংসন্তি (প্রশংসন্তি)।

১৭। **মূলানুবাদ** ঃ দুই গোপী কৃষ্ণরামের খেলার অভিনয় করতে লাগলেন, সেখানেই অপর কতগুলি গোপী রাখাল বালকদের খেলার অভিনয় করতে লাগলেন। অন্য কোনও কৃষ্ণের অভিনয়কারিণী গোপী বৎসাসুরের অভিনয়কারিণী গোপীকে হননের অভিনয় করলেন।

১৮। **মূলানুবাদ** ঃ শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণকারিণী কোনও গোপী দূরস্থিতা গাভীদের বেণুরব দ্বারা আহ্বান করে ক্রীড়া করতে লাগলেন। নিজেদের গোপমাননাকারিণী অন্য গোপীগণ কৃষ্ণানুকারিণী এই গোপীকে 'সাধু সাধু' বলে প্রশংসা করতে লাগলেন।

১৬। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ দৈত্যায়িত্বা একা—তৃণাবর্ত দৈত্যের মতো **আচারবতী** কোনও এক জন। **কৃষ্ণাভং ভাবনাম্**—কৃষ্ণের বাল্যভাব ভাবুকা কোনও এক গোপীকে (চুরি করে নিল)। বি° ১৬॥

১৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ দ্বে চিক্রীড়তুস্তত্র কাশ্চন গোপায়ন্ত্যো গোপবালায়ন্ত্যশ্চিক্রীড়ুঃ। তদানীং বালকৈরেব বৎসচারণাৎ। তস্যামেব সভায়াং লীলান্তরমাহ—বৎসেতি। অন্যা কৃষ্ণায়মানা, তত্র তস্মিন্ সতি, একা চ কৃষ্ণায়মানা হন্তি হননানুকরণমনুকরোতি অহন্নিত্যর্থঃ॥ জী° ১৭

১৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ **কৃষ্ণরামায়িতে দ্বে**— দুই গোপী কৃষ্ণরামের খেলার অভিনয় করতে লাগলেন—সেখানে অপর কতগুলি গোপী **গোপায়ন্তঃ**— গোপবালবগণের খেলার অভিনয় করতে লাগলেন। সেই সময়ে বালকবেশধারিণী গোপীগণের দ্বারা বৎসচারণ লীলা অভিনীত হওয়া হেতু সেই সভাতে অন্য লীলার অবতারণা করা হচ্ছে—বৎসায়তী। **অন্যা**—অন্য কোন কৃষ্ণের অভিনয়কারিণী গোপী বৎসায়তীং—বৎসাসুরের অভিনয়কারিণী গোপীকে হননের অভিনয় করলেন। এবং এক গোপী কৃষ্ণের অভিনয় করতে করতে বকাসুরের অভিনয়-কারিণীকে বধের অভিনয় করলেন। জী° ১৭॥

১৯। কস্যাঞ্চিৎ স্বভুজং ন্যস্য চলন্ত্যাহাপরা ননু।
কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিং ললিতামিতি তন্মনাঃ॥

১৯। **অন্বয়ঃ** অপরা (কাচিদ্ গোপী) কস্যাঞ্চিৎ (কস্যাঃ অপি গোপ্যাঃ স্কন্ধদেশে) স্বভূজং ন্যস্য (সংস্থাপ্য) চলন্তী তন্মনাঃ (কৃষ্ণগতচিত্তা সতী হে গোপ্যঃ) অহং কৃষ্ণঃ (মম) ললিতাং (মনোজ্ঞাং) গতিং (গমনভঙ্গীং) পশ্যত ইতি আহ॥

১৯। **মূলানুবাদঃ** কৃষ্ণাবিষ্ট চিত্তা অন্য কোন গোপী অপর এক গোপীর স্কন্ধে নিজবাহু স্থাপন করত চলতে চলতে বললেন—হে গোপীগণ দেখ আমি কৃষ্ণ, আমার ললিত গমনভঙ্গী দেখ।

১৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** তদেবমনুকরণমাত্রমুক্তম্, অধুনা প্রলম্ববধ-প্রাক্তন-গ্রীষ্মকৃত-বিচিত্রলীলানুকরণে শৃঙ্গারালম্বনরূপ-তদীয়-কৈশোরাবির্ভাবাৎ, পুনরপি প্রিয়ানুকরণরূপং লীলাখ্যমনুভাবমাহ—আহূয়েতি দ্বাভ্যাম্। দূরগা ইতি সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ দূরগবীরিত্যর্থঃ। অন্যাঃ গোপমন্যাঃ॥ জী° ১৮॥

১৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** এইরূপে এতক্ষণ অনুকরণমাত্র বলা হল, এখন প্রলম্ব-বধের পূর্বের গ্রীষ্মকালে কৃত বিচিত্র লীলা-অনুকরণ কালে শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গার রসের আলম্বন-স্বরূপ কৈশোরের আবির্ভাব হওয়া হেতু পুনরায় প্রিয়ানুকরণরূপ লীলা নামক 'অনুভাব' বলা হচ্ছে আহুয় ইতি দুটি শ্লোকে। **দূরগা**—দূরে অবস্থিতা গোসকলকে **অন্যাঃ**—নিজেদের গোপ মাননাকারিণী অন্য গোপীগণ। জী° ১৮॥

১৮। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** দূরগাঃ দূরবর্ত্তিনীগাঃ যদ্বৎ কৃষ্ণ আহ্বয়তি তদ্বদেবাহূয় তং কৃষ্ণমনুবর্ত্ততীম্। অনুকুর্ব্বতীমিতি চ পাঠঃ। বি° ১৮॥

১৮। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ দূরগাঃ ইত্যাদি**—গো সকল দূরে চলে গেলে কৃষ্ণ যেমন বেণু ধ্বনিতে ডেকে তাঁদিকে পিছে পিছে চালনা করতেন সেইরূপ ইত্যাদি। বি° ১৮॥

১৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** গতিং নৃত্যলীলাম্॥ জী° ১৯

১৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ গতিং**—নৃত্যলীলা। জী° ১৯॥

১৯। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** ততশ্চান্যা অপি লীলা অনুচিকীর্ষন্তীনামপি তাসাং তদ্ধ্যানাধিক্যবশেনোন্মাদসঞ্চারিপ্রাবল্যেন চাত্মানুসন্ধানাপগমাৎ কৃষ্ণতাদাত্ম্যমাহ,—চতুর্ভিঃ কস্যাঞ্চিদিতি। অহং সুবলস্কন্ধার্পিতভুজঃ কৃষ্ণঃ প্রসিদ্ধস্তস্মান্মম ললিতামতিরমণীয়াং॥ বি° ১৯॥

১৯। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর অন্যধরণের লীলাও অনুকরণ করণে ইচ্ছুক সেই গোপীদের সেই লীলাধ্যান-আধিক্যবশে ও উন্মাদ নামক সঞ্চারিভাবের প্রাবল্যে 'আমি কে' সেই অনুসন্ধান একেবারে লোপ হেতু যে কৃষ্ণ-তাদাত্ম্য প্রাপ্তি হল, তাই বলা হচ্ছে চারটি শ্লোকে—কস্যাঞ্চিৎ ইতি। কৃষ্ণ-তাদাত্মপ্রাপ্তা কোনও গোপী বলছেন—'আমি কৃষ্ণ সুবলের স্কন্ধে বাহু স্থাপন করে চলেছি, আমার ললিতাং—রমণীয় চলনভঙ্গী দেখ হে দেখ।' বি° ১৯॥

২০। মা ভৈষ্ট বাতবর্ষাভ্যাং তত্রাণং বিহিতং ময়া।
ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন যতন্ত্যুন্নিদধেঽম্বরম্॥

২১। আরুহ্যৈকা পদাক্রম্য শিরস্যাহাপরাং নৃপ।
দুষ্টাহে গচ্ছ জাতোঽহং খলানাং ননু দণ্ডধৃক্॥

২০। **অন্বয়ঃ** বাতবর্ষাভ্যাং মা ভৈষ্ট (ভয়ং মাকার্ষ্ট) হি (যতঃ) ময়া তত্রাণং (তাভ্যাং বাতবর্ষাভ্যাং রক্ষণং) বিহিতং ইত্যুক্ত্বা যতন্তী একেন হস্তেন অম্বরং উন্নিদধে (ঊর্দ্ধং ধৃতবতী)॥

২১। **অন্বয়ঃ** (হে) নৃপ! অপরা (কৃষ্ণায়মানা গোপী) পদা শিরসি আক্রম্য আরুহ্য একাং (কালিয়বৎ আচরন্তীং গোপীপ্রতি) আহ (হে) দুষ্টাহে! (কালীয়!) গচ্ছ ননু অহং খলানাং দণ্ডধৃক্ জাতং (অস্মি)।

২০। **মূলানুবাদঃ** (গোবর্ধন-ধারণ লীলার আবেশ বশতঃ সাক্ষাৎ ঝড়বৃষ্টির স্ফূর্তি হওয়ায় ঐ গোপী বললেন—) হে ব্রজজন, ইন্দ্রকৃত ঝড়বৃষ্টি থেকে তোমরা ভয় কর না, আমি তোমাদের রক্ষার উপায় করছি, এই বলে অতিযত্নে এক হাতে নিজের উত্তরীয় বস্ত্র উপরে তুলে ধরলেন।

২১। **মূলানুবাদঃ** হে রাজন্! কৃষ্ণের অভিনয়কারিণী অন্য এক গোপী পায়ের দ্বারা আক্রমণ করত অপর এক গোপীর মস্তকে উঠে পড়ে বললেন—অরে দুষ্ট কালিয়, দূর হয়ে যা, অন্যথা দণ্ড বিধান করব। দেখ, দুষ্টের দণ্ডদাতারূপে আমি অবতীর্ণ হয়েছি।

২০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** বাতবর্ষাভ্যামিতি তত্তল্লীলাবেশেন সাক্ষাদ্বাতাদিস্ফূর্ত্তেঃ। এবমগ্রে দাবাগ্নিং পশ্যতঃ' ইত্যপি অত্র ত্রাসাতিরেকেণ শৃঙ্গাররসসঙ্কোচান্ন লীলোদাহরণম্॥ জী° ২০

২০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** বাতবর্ষাভ্যাং ইতি—ঝড়বৃষ্টি থেকে (ভয় কর না) সেই সেই লীলা-আবেশে সাক্ষাৎ ঝড়বৃষ্টির স্ফূর্তি হেতু - ভয়ের উদাহরণ স্বরূপে গোবর্ধন ধারণ লীলার অভিনয় বলা হল কিন্তু পরবর্তী ২২ শ্লোকে "দেখ দেখ দাবাগ্নি" এরূপ উক্ত হলেও এই দাবাগ্নিপান লীলার অনুকরণ করা হয়নি, অতিশয় ভয়ে শৃঙ্গার রস সঙ্কোচিত হয়ে যাওয়া হেতু। জী° ২০॥

২০। **শ্রীবিশ্ব টীকাঃ** যতন্তী প্রযত্নং কুর্ব্বতী অম্বরং উত্তরীয়বস্ত্রং উন্নিদধে ঊর্দ্ধং ধৃতবতী। বি° ২০

২০। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদঃ** যতন্তী ইত্যাদি—গোবর্ধনধারণ লীলাটি উত্তম রূপে ফুটিয়ে তুলবার জন্য প্রযত্নশীলা এক গোপী নিজ উত্তরীয়বস্ত্র বা হাতের উপরে উঠিয়ে ধরলেন কৃষ্ণের গোবর্ধনধারণ ভঙ্গীতে। বি° ২০॥

২১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** পদাক্রমণপূর্ব্বকমারুহ্য ইত্যর্থঃ। ননু নিশ্চয়ে সম্বোধনে বা। নৃপেতি পাঠে আশ্চর্য্যেণ সম্বোধনম্। দুষ্টা হে ইতি কালিয়স্য ন্যক্কারেণ সম্বোধনম্। গচ্ছ ইতো নিঃসর, অন্যথা দণ্ডং করিষ্যে, ইত্যাহ—জাত ইতি। ননু নিশ্চিতং তল্লীলায়ামেতদ্বাক্যাভাবেঽপ্যনুকরণং, তত্রস্থস্য বাক্যস্য শেষেণ তাৎপর্য্যেণ বা॥ জী° ২১

২২। তত্রৈকোবাচ হে গোপা দাবাগ্নিং পশ্যতোল্বণম্।
চক্ষূংষ্যাশ্বপিদধ্বং বো বিধাস্যে ক্ষেমমঞ্জসা॥

২২। **অন্বয়ঃ** তত্র (তাসাং গোপীনাং মধ্যে) একা (কৃষ্ণায়মানা গোপী, গোপবৎ আচরমানাঃ গোপী প্রতি) উবাচ হে গোপাঃ! উল্বনং (দুসহং) দাবাগ্নিং পশ্যত, আশু চক্ষুংষি অপিদধ্বং (নিমীলয়ত) বঃ (যুষ্মাকং) ক্ষেমং (কুশলং) অঞ্জসা বিধাস্যে (করিষ্যামি অহমিতি)।

২২। **মূলানুবাদঃ** (কালিয়-দমনলীলা অভিনয় সময়ে নিজেকে কৃষ্ণভাবনাকারিণী গোপী অন্যান্য গোপীদের গোপ-ভাবনায় বললেন—) হে গোপগণ! দেখ-দেখ সম্মুখে ঐ চোখ-ঝলসানো দাবাগ্নি! চোখ বোজ, অতি শীঘ্রই আমি তোমাদের মঙ্গল বিধান করছি।

২১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ পদাক্রম্য**—পায়ের দ্বারা আক্রমণ করত **আরুহ্য**—আরোহন করে, **ননু**—নিশ্চয়ে বা সম্বোধনে। 'নৃপ' পাঠে আশ্চর্যে সম্বোধন 'হে নৃপ'। **দুষ্টাহে**—ন্যক্কারে কলিয়ের সম্বোধন। **গচ্ছ**—দূর হে যা, অন্যথা দণ্ড বিধান করব, এই আশয়ে জাত ইতি—আমি খলের দণ্ডদাতা হয়ে জন্মেছি। কালিয়দমন লীলায় 'গচ্ছ' ইত্যাদি বাক্য নেই, তবুও যে এখানে অভিনয়ে বলা হল, তা সেখানের বাক্যের শেষে আছে, এই নিশ্চয়ে বা লীলার তাৎপর্য গ্রহণ হেতু।

২১। **শ্রীবিশ্ব টীকাঃ** দুষ্টাহে হে কালিয়। বি° ২১

২১। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদঃ দুষ্টাহে**—রে দুষ্ট কালিয়। বি° ২১॥

২২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** তত্র চেতি চকারেণান্বয়ঃ। কালিয়দমনলীলানুকরণে ত্বিত্যর্থঃ। তত্রৈকোবাচ—হে গোপা ইতি, পাঠস্তু বহুত্রৈব। রে-শব্দস্তুদ্যত্বান্নাদ্রিয়তে। এবং শ্রীকৃষ্ণেনাপি তত্র চক্ষুঃপিধানমাদিষ্টমিতি গম্যতে। দাবাগ্নিং পশ্যতোল্বণমিতি তু তত্র হেতুবাক্যম্; উল্বণং চক্ষুস্তেজোহরমিত্যর্থঃ, তচ্চ নিমীলনার্থব্যাজাদেব। এবং মুঞ্জাটবী-সম্বন্ধ্যপি সম্বন্ধনীয়মিতি পৃথগ্ ন বর্ণিতমিতি জ্ঞেয়ম্। অপিদধ্বমিতি—'দধস্তথোশ্চ' ইতি স্মরণাদভ্যাসস্য ভষ্ ভাবপ্রাপ্তেরপি ধ্বমিতি বক্তব্যেঽপি দধ্বমিতি পাঠ আর্ষঃ, লেখকপ্রমাদজো বা। ভষ্ভাবো বর্গচতুর্থত্বম্; অঞ্জসাঽনায়াসেনৈব॥ জী° ২২

২২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ তত্র চ**—কালিয়দমন লীলা অভিনয় সময়ে বহুস্থানে পাঠ 'তত্রৈকোবাচ হে গোপা' আছে, রে' শব্দ রুচি সম্মত না হওয়ায় 'তত্রৈকা চাহ রে' পাঠ আদৃত হয় নি। এ-শ্লোকে এইরূপে নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ মাননাকারিণী কোনও গোপী চোখ বুজতে আদেশ দিয়েছেন, এরূপ বুঝা যায়। 'চক্ষু ঝলসানো দাবাগ্নি দেখ' একথা সেক্ষেত্রে হেতুবাক্য। **উল্বনং**—চক্ষু ঝলসানো, ছলে চোখ বোজানোর জন্য একথা বললেন। মুঞ্জাটবী লীলা এই লীলার অনুরূপ বলে আর পৃথক বলা হল না, এরূপ বুঝতে হবে। **চক্ষূংষ্য অপিদধ্বং**—চোখ বোজ। 'অপিধদ্ধম' বক্তব্য স্থানে বলা হল 'অপিদদ্ধং,' ইহা আর্ষ প্রয়োগ, বা লেখক প্রমাদজ। চোখ বোজায় ধ্যানযোগে হৃদয়ে কৃষ্ণের আবির্ভাবে দুঃসহ বিরহাগ্নি জ্বালার উদয়, তাতেই বাইরে দাবাগ্নি দর্শন। **অঞ্জসা**—অনায়াসে॥ জী° ২২॥

২৩। **বধ্নাম্যয়া স্রজা কাচিৎ তন্বী তত্র উলূখলে।**
বধ্নামি ভাণ্ডভেত্তারং হৈয়ঙ্গবমুষন্ত্বিতি।
ভীতা সুদৃক্ পিধায়াস্যং ভেজে ভীতি-বিড়ম্বনম্॥

২৩। **অন্বয়** ঃ তত্র (গোপীনাং মধ্যে) অন্যয়া (ভাবনা লব্ধয়া শ্রীব্রজেশ্বরীমনুকুর্বত্যা গোপ্যা কর্ত্র্যা) ভান্দভেত্তারং হৈয়ঙ্গবমুষং (নবনীত অপহারকং) বধ্নামি (ইত্যুক্ত্বা) স্রজা (মালয়া) উলূখলে (উলূখলানুকারিণ্যাং কস্যাঞ্চিৎ (গোপ্যাং) বদ্ধা কাচিৎ তন্বী ভীতা সুদৃক্ আস্যং পিধায় (হস্তাভ্যাং আচ্ছাদ্য) ভীতিবিড়ম্বনং (ভয়ানুকরণং) ভেজে (আচচার)।

২৩। **মূলানুবাদ** ঃ 'দধি-মন্থন-ভাণ্ড ভগ্নকারী এই ননী চোরকে আমি এই বন্ধন করছি'—মা যশোদার লীলানুকারিনী কোনও গোপী এরূপ বলে কৃষ্ণলীলানুকারিণী কোনও গোপীকে উদূখলের আকারে বসা কোনও গোপীর সহিত মালা দ্বারা বন্ধন করতে নিলে সেই কৃষ্ণাবিষ্টা গোপী ভয়ের অভিনয়ে চুপসে গিয়ে চকিত চকিত চাইতে লাগলেন ও হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে কাকুবাক্য বলতে লাগলেন।

২৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ অন্যয়া পূর্ব্বমুক্তের্ব্রজেশ্বরীচেষ্টামাত্রং কুর্ব্বত্যা, তন্বী বিরহার্ত্ত্যা সদ্য এব কার্শ্যং প্রাপ্তা অত্রানুকরণে। উলূখল ইতি উলূখলানুকারিণ্যাং কস্যাঞ্চিদিত্যর্থঃ। সুদৃগিতি দৃগ্ভ্যামপি চকিতবিলোকনাদিনা ভয়মনুচকারেত্যর্থং। মুখং পিধায় হস্তাভ্যামেষ বালকভয়-স্বভাবঃ. ভীতিঃ কৃষ্ণস্য ভয়কার্য্যং কম্পাদি, কিঞ্চিদ্রোদনবাক্যাদি চ, তদনুকরণং ভেজে। এবমন্যাসামপি লীলানুকরণং যথার্হমূহ্যম্॥

২৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ **অন্যয়া**—পূর্বের উক্তি অনুসারে ব্রজেশ্বরীর ক্রিয়াগুলি করে যাচ্ছিলেন যিনি, সেই অন্য এক গোপী দ্বারা (কোন এক তন্বী বদ্ধা হলে)। **তন্বী**—বিরহ-আর্তিতে কৃশতাপ্রাপ্তা ছিলেনই—সদ্যও অভিনয়ে কৃশতাপ্রাপ্তা দেখালো। **উলূখল**-হাত-পা গুটিয়ে উলূখলের আকৃতি অনুকরণকারিণী কোনও গোপী। **সুদৃক্**—সুনয়নী, চকিত চকিত চাউনি দ্বারা ভয়ের অভিনয়করিণী। **পিধায়াস্যাং**—হাত দিয়ে মুখ ঢেকে, ভয় হলে এরূপ করাই বালকের স্বভাব। **ভীতি**—মায়ের থেকে কৃষ্ণের যে ভয়জনিত কম্পাদি ও কিঞ্চিৎ কাঁদ-কাঁদ কথা, **ভেজে**—তার অভিনয় করতে লাগলেন। এইরূপে অন্য যে সব লীলা, তারও অনুকরণ যথাযোগ্য করলেন। জী° ২৩॥

২৩। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ অতশ্চাকস্মাদুন্মাদস্য প্রাবল্যে শান্তে সতি কৃষ্ণতাদাত্ম্যস্যাপি শৈথিল্যমভূত্ততশ্চ অহং গোপীত্যাত্মানমনুসন্দধানাং কাঞ্চিদ্ভাণ্ডস্ফোটন-হৈয়ঙ্গবমোষণ-লীলানুকরণোদ্যতামালক্ষ্য যোগমায়ৈব শ্রীযশোদায়মানা তদুচিতঞ্চকারেত্যাহ,—বদ্ধেতি। হৈয়ঙ্গবমুষন্তু বধ্নামিত্যুক্তা অন্যয়া কাচিৎ স্রজা বদ্ধা সুদৃক্ আস্যমাচ্ছাদ্য ভীতিবিড়ম্বনং ভয়ানুকরণং ভেজে ইত্যন্বয়ঃ।

২৩। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ অতঃপর অকস্মাৎ উন্মাদের প্রাবল্য শান্ত হয়ে এলে কৃষ্ণতাদাত্ম্যেরও শৈথিল্য হল। অতঃপর 'আমি গোপী' এরূপ নিজ সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রাপ্তাদের মধ্যে কোনও গোপীকে দধিভাণ্ড ভঞ্জন, ননীচুরি লীলা অনুকরণে উদ্যত দেখে যোগমায়াই যশো-

২৪। **এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবনলতাস্তরূন্।**
ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ॥

২৪। **অন্বয়** ঃ (গোপ্যঃ) এবং (পূর্বোক্ত প্রকারেণ) বৃন্দাবনলতাস্তরূন্ কৃষ্ণং পৃচ্ছমানাঃ বনোদ্দেশে (বনপ্রদেশে) পরমাত্মনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পদানি (পদচিহ্নানি) ব্যচক্ষত (অপশ্যন্)।

২৪। **মূলানুবাদ** ঃ গোপীগণ এইরূপে বৃন্দাবনস্থ বৃক্ষ-লতাদিকে কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করতে করতে বনের একস্থানে রাধার পরমপ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের পদচিহ্ন সকল দেখতে পেলেন।

দার ভাব অভিনয় করে তদুচিত কর্ম করতে লাগলেন। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—বদ্ধেতি। হে দুষ্টু ছেলে তুমি ননী চরি করে পালাচ্ছ, তোমাকে আমি বেঁধে রাখবো, যশোদার অভিনয়-কারিণী গোপীরূপিণী যোগমায়া এরূপ বললে মালার বন্ধনে বাঁধা কৃষ্ণের অভিনয়কারিণী কোনও সুনয়নী গোপী দুই করকমলে মুখ আচ্ছাদন করে ভয়ের অনুকরণ করতে লাগলেন। বি° ২৩॥

২৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ এবং তল্লীলানাং পুনঃপুনঃ গানানুকরণয়োঃ প্রকারেণ তৎপ্রকার-বিশিষ্টং প্রশ্নং কুর্ব্বাণা ইত্যর্থঃ। পরমাত্মনঃ সর্ব্বেষামপি মূলস্বরূপস্য পদানি বনোদ্দেশে ব্যচক্ষতেত্যাশ্চর্য্যে। যস্য মুনয়ো বেদেঽপি যথাকথঞ্চিদেব সূচকতয়া শব্দরূপাণ্যেব পদানি তর্কয়ন্তি মাত্রম্, তস্যৈব তাঃ স্ববিহারবনোদ্দেশে সাক্ষাচ্চরণচিহ্নরূপাণ্যেব পদানি ব্যচক্ষত ইতি। অহো এতন্মাত্রাংশেঽপি বয়ং সর্ব্বেঽপি মুনয়ো ন তাসাং সাম্যং প্রাপ্নুমঃ, কিং পুনস্তাদৃশপ্রেম-বিশেষাসাদিত-নিত্যতদীয়-প্রেয়সীত্বাদ্যংশ ইতি ভাবঃ। অন্তর্হিত ইত্যাদি-প্রকরণে তেষাং ব্যাখ্যায়াং প্রথমং তাপমাত্রং, দ্বিতীয়ং গানসহিতান্বেষণং, তৃতীয়ং পূতনাবধাদ্যনুকরণং, চতুর্থং পুনরপ্যন্বেষণং, পঞ্চমং পদদর্শনমিতি ক্রমঃ। স্বব্যাখ্যায়াং প্রথমং তাপমাত্রং, দ্বিতীয়ং বাহুপ্রসার ইত্যাদ্যনুকরণং, তৃতীয়াং গানসহিতান্বেষণং তত্রৈব মধ্যে মধ্যে পূতনাদ্যনুকরণং, চতুর্থং পদদর্শনমিতি বিবেচনীয়ম্॥ জী° ২৪॥

২৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ **এবং**—সেই সেই লীলার পুনঃ পুনঃ গান ও অভিনয়ের রীতিতে সেই বিশিষ্ট প্রশ্ন **পৃচ্ছমানাঃ**—জিজ্ঞাসা করতে করতে **পরমাত্মনঃ**—সকলের মূলস্বরূপের পদসকল বনপ্রদেশে **ব্যচক্ষত**—দেখতে পেলেন, এই শব্দে আশ্চর্য ভাব ধ্বনিত হচ্ছে—মুনিগণ বেদেও যথাকথঞ্চিৎই সঙ্কেতে শব্দরূপেই যাঁর চিহ্নসমূহ বিচারমাত্র করে থাকেন, স্ববিহার-বনপ্রদেশে গোপীগণ সেই তাঁরই **পদানি**—চিহ্নসমূহ সাক্ষাৎ চরণচিহ্নরূপেই দেখতে পেলেন। —এই মাত্র অংশেই আমরা সকলে মুনি হলেও এই গোপীদের সমান নই—তাদৃশ প্রেমবিশেষে প্রাপ্তা নিত্যতদীয় প্রেয়সীভাবাদি অংশে যে সমান নই, এতে আর বলবার কি আছে? এরূপভাব। এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে 'অন্তর্হিত' ইত্যাদি প্রকরণে শ্রীস্বামিপাদ তাঁর ব্যাখ্যায় লীলাক্রম এরূপ দেখিয়েছেন, যথা— (১) তাপমাত্র (২) গানের সহিত অন্বেষণ (৩) পূতনা-বধাদি লীলা অভিনয় (৪) পুনরায় অন্বেষণ (৫) শ্রীচরণচিহ্ন দর্শন। নিজ ব্যাখ্যায় এরূপ ক্রম দেখান হচ্ছে, যথা— (১) তাপমাত্র (২) 'বাহু বিস্তার করে কৃষ্ণের দ্বারা আলিঙ্গন' (২৯/৪৬) ইত্যাদি লীলার অভিনয়। (৩) গানের সহিত অন্বেষণ, সেখানেই মধ্যেমধ্যে পূতনাবধাদি লীলা অভিনয়। ৪) শ্রীচরণচিহ্ন দর্শন। জী° ২৪॥

২৫। পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দসূনোর্মহাত্মনঃ।
লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজাম্ভোজ-বজ্রাঙ্কুশযবাদিভিঃ॥

২৫। **অন্বয় ঃ** (ততশ্চান্যোন্যমাহুঃ—পদানি ইতি) মহাত্মনঃ নন্দসূনোঃ (শ্রীনন্দনন্দনস্য) এতানি পদানি (পদচিহ্নানি ভবন্তি) হি (যতঃ) ধ্বজাম্ভোজবজ্রাঙ্কুশযবাদিভিঃ ব্যক্তং (স্ফুটমেব) লক্ষ্যন্তে (দৃশ্যন্তে)।

২৫। **মূলানুবাদ ঃ** এই পদচিহ্ন সকল দেখে ব্রজসুন্দরীগণ পরস্পর বলতে লাগলেন—এই পদচিহ্ন সকল নিশ্চয়ই মহাত্মা নন্দসুতেরই হবে, কারণ ওগুলো অনায়াসেই চেনা যাচ্ছে প্রসিদ্ধ ধ্বজ-পদ্ম-বজ্র-অঙ্কুশ-যবাদি চিহ্নের দ্বারা।

২৪। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** এবমনেন প্রকারেণ কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা ইত্যয়মত্র প্রকারঃ। বৈপ্রলম্ভিকস্যোন্মাদস্য প্রৌঢ়িমনি আত্মবিস্মৃতৌ সত্যাং স্বপ্রেষ্ঠতাদাত্ম্যমেব স্যাৎ। যদুক্তং "প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ অসাবহম্বিতি" "কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতি" মিত্যাদি তস্যৈব মধ্যত্বে যৎকিঞ্চিদাত্মানুসন্ধানবত্ত্বে সত্যনুকরণম্। যদুক্তং শ্রীপ্রহ্লাদচরিতে —"ক্বচিত্তদ্ভাবনাযুক্তস্তন্ময়োনুচকার হে"তি। অত্র্যাপ্যুক্তং "কৃষ্ণায়ন্ত্যপি ৎ স্তন"মিত্যাদি। তস্যৈব মান্দ্যে আত্মানুসন্ধানস্য প্রায়িকত্বে অচেতনেষ্বপি তরুগুল্মাদিষু প্রশ্নঃ। বি° ২৪

২৪। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ এবং**—এই প্রকারে গোপীগণ কৃষ্ণকে বনে বনে খুঁজতে লাগলেন। এখানে বলবার বিষয় হচ্ছে, এই প্রকার বিপ্রলম্ভ দশায় যে উন্মাদ নামক সঞ্চারী ভাবের উদয় হয়, তার চরম অবস্থায় আত্মবিস্মৃতি হয়ে গেলে স্বপ্রেষ্ঠ তাদাত্ম্যপ্রাপ্তি ঘটে, যা ৩ শ্লোকে বলা হয়েছে, যথা—"কৃষ্ণের কটাক্ষাদিতে আবিষ্ট চিত্তা কৃষ্ণবিহার তন্ময়তায় উন্মাদ দশা প্রাপ্তা অবলা গোপীমূর্তি সকল রসাস্বাদ-প্রৌঢ়িময়ী অবস্থা লাভ করত বলতে লাগলেন 'আমি কৃষ্ণ' আমার রমণীয় চলন ভঙ্গী দেখ" ইত্যাদি। তার মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ আত্মানুসন্ধান হলে যে অনুকরণ, তা প্রহ্লাদচরিতে বলা হয়েছে, "কখনও কখনও কৃষ্ণ-ভাবনাযুক্তজন তন্ময় হয়ে কৃষ্ণের অনুকরণ করেন"। এখানেও বলা হয়েছে "কৃষ্ণের অনুকারিণী গোপী পূতনা-অনুকরণকারিণী গোপীর স্তন পান করতে লাগলেন" ইত্যাদি। এরও মন্দীভূত অবস্থায় আত্মানুসন্ধান প্রায় ফিরে এলে অচেতন তরুগুল্মাদিকেও প্রশ্ন। বি° ২৪॥

২৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** ততশ্চান্যোন্যমাহুঃ—পদানি ইতি; পদচিহ্নানি ব্যক্তং স্ফুটমেবৈতানি নন্দসূনোঃ পদানি লক্ষ্যন্তে। কৈঃ? ধ্বজাদিভি, হি প্রসিদ্ধৌ, ধ্বজাদীনি তত্র প্রসিদ্ধান্যেবেত্যর্থঃ। ধ্বজাদিযোগে হেতুঃ—মহাত্মনঃ পরমপুরুষোত্তমস্যেত্যর্থঃ। আদি-শব্দাদন্যান্যপি। তত্র পাদ্মে ব্রহ্মনারদসংবাদে শ্রীকৃষ্ণমধিকৃত্য— 'ষোড়শৈব তু চিহ্নানি ময়া দৃষ্টানি তৎপদে। দক্ষিণে চাষ্ট চিহ্নানি ইতরে সপ্ত এব চ॥ ধ্বজা পদ্মং তথা বজ্রমঙ্কুশো যব এব চ। স্বস্তিকং চোর্দ্ধরেখা চ অষ্টকোণং তথৈব চ॥ সপ্তান্যানি প্রবক্ষ্যামি সাম্প্রতং বৈষ্ণবোত্তম। ইন্দ্রচাপং ত্রিকোণঞ্চ কলসং চার্দ্ধচন্দ্রকম্॥ অম্বরং মৎস্যচিহ্নঞ্চ গোষ্পদং সপ্তমং স্মৃতম্। ষোড়শঞ্চ তথা চিহ্নং শৃণু দেবর্ষিসত্তম। জম্বুফলসমাকারং দৃশ্যতে যত্র কুত্রচিৎ॥' ইতি·; ক্রমদীপিকায়াম্—'মৎস্যাঙ্কুশারিদরকেতুযবাব্জবজ্রৈঃ' ইন্তি; শ্রীগোপালতাপন্যাম্—'শঙ্খধ্বজাতপত্রৈস্তু চিহ্নিতং চরণদ্বয়ম' ইতি; আদিবারাহে মথুরামণ্ডল-মাহাত্ম্যে—'যত্র কৃষ্ণেন সঙ্কীর্ণং

ক্রীড়িতং চ যথাসুখম্। চক্রাঙ্কিতপদা তেন স্থানে ব্রহ্মময়ে শুভে॥' ইতি ; এবং চক্র-শঙ্খাতপত্রৈরধিকৈরূনবিংশতি-শ্চিহ্নানি ; স্কান্দে তু যচ্চক্রাদিষট্কমাত্রমুক্তং, তত্তু শ্রীবিষ্ণ্বাদাবেব। যত উক্তং ষোড়শচিহ্নপ্রসঙ্গ এব পাদ্মে—'অঙ্কান্যেতানি ভো বিদ্বন্ দৃশ্যন্তে তু যদা কদা! কৃষ্ণাখ্যস্য পরং ব্রহ্ম ভুবি জাতং ন সংশয়ঃ॥ দ্বয়ং বাথ ত্রয়ং বাথ চত্বারি পঞ্চ চৈব চ। দৃশ্যন্তে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অবতারে কথঞ্চন॥' ইতি। তেষাং স্থাননিয়মো যথা তত্রৈব—'মধ্যে ধ্বজা তু বিজ্ঞেয়া পদ্মং ত্র্যঙ্গুল মানতঃ। বজ্রং বৈ দক্ষিণে পার্শ্বে অঙ্কুশো বৈ তদগ্রতঃ॥ যবোঽপ্যঙ্গুষ্ঠমূলে স্যাৎ স্বস্তিকং যত্র কুত্রচিৎ। আদিং চরণমারভ্য যাবদ্বৈ মধ্যমা স্থিতা॥ তাবদ্বৈ চোর্দ্ধরেখা চ কথিতা পাদ্মসংজ্ঞকে॥ অষ্টকোণস্তু ভো বৎস মানঞ্চাষ্টাঙ্গুলৈশ্চ তৎ। নির্দ্দিষ্টং দক্ষিণে পাদে ইত্যাহুর্মুনয়ঃ কিল॥ দক্ষিণেতর-স্থানানি সংবদামীহ সাম্প্রতম্। চতুরঙ্গুলমানেন ত্বঙ্গুলীনাং সমীপতঃ। ইন্দ্রচাপং ততো বিদ্যাদন্যত্র ন ভবেৎ ক্বচিৎ॥ ত্রিকোণং মধ্যমির্দ্দিষ্টং কলসো যত্র কুত্রচিৎ। অষ্টাঙ্গুলপ্রমাণেন তদ্ভবেদর্দ্ধচন্দ্রকম॥ বিন্দুর্বৈ মৎস্যচিহ্নঞ্চ আদ্যন্তে বৈ নিরূপিতম্। গোষ্পদং দ্বিযুরং জ্ঞেয়মাদ্যাদ্যঙ্গুলিমানতঃ॥' ইত্যেতল্লক্ষণং তত্রৈব—'পদ্মাকারা ধ্বজা প্রোক্তা প্রান্তে ত্রৈকোণিকানঘ' ইত্যাদি। ব্যাখ্যায়তে চ—ত্র্যঙ্গুলমানতঃ মধ্যমাঙ্গুল্যগ্রাৎ তাবন্মানং পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ, বক্ষ্যমাণযুক্তেঃ ; 'পদ্মস্যাধো ধ্বজং ধত্তে' ইতি স্কান্দসংবাদাচ্চ। যত্র কুত্রচিদিতি যথাশোভং বহুত্রেত্যর্থঃ। আদিং চরণমঙ্গুষ্ঠং তর্জ্জন্যোরন্তরালম্। যাবন্মধ্যং মধ্যদেশং তাপদ্ব্যাপ্য স্থিতা, তত্তস্যাষ্টকোণস্য মানমষ্টাঙ্গুলৈর্জ্ঞেয়ম্। অভ্রতোঽষ্টাঙ্গুলীঃ পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ। স্বরূপমানে স্থানাসমাবেশঃ। স চ চরণস্য দৈর্ঘ্যে চতুর্দ্দশাঙ্গুলপ্রমাণত্বং, বিস্তারে ষড়ঙ্গুলিপ্রমাণত্বমিতি হয়শীর্ষমাৎস্যাদি-প্রসিদ্ধত্বাৎ। এতদনুসারেণ ত্র্যঙ্গুলমানত ইত্যপি ব্যাখ্যাতম্। ব্যাখ্যাস্যতে চান্যত্র ইন্দ্রচাপত্বং নিগুণত্বাত্তাদৃশবর্ণময়ত্বাচ্চ। চতুরঙ্গুলমানেনেতি তাবন্মানপরিত্যাগত উক্তং, মধ্যমাঙ্গুল্যধঃস্থিতবিন্দোরধঃস্থিতত্বাৎ। তথা দৈর্ঘ্যতোঽপি জ্ঞেয়ং, শোভোপযোগাৎ। বিন্দুমধ্যনির্দ্দিষ্টং চরণমধ্যে স্থিতম্। অষ্টাঙ্গুলপ্রমাণেন ত্রিকোণস্যাধ ইত্যর্থঃ। তৎকোটিদ্বয়স্য কিঞ্চি-ত্রিকোণগ্রাসিত্বাৎ। বিন্দুরম্বরপর্য্যায়ঃ। অয়ঞ্চ বাহ্যাভ্যন্তরমণ্ডলদয়াত্মকঃ দ্বিরেখাসু সমন্বিতমিতি, তত্রৈব তল্লক্ষণোক্তেঃ ; সর্ব্বচিহ্নানামুপরি বিন্দুঃ, মৎস্যঃ সর্ব্বচিহ্নানামধঃ দ্বিযুরং দ্বিশফং আদ্যাদ্বিন্দোর্দ্ব্যঙ্গুলমানত ইতি ইন্দ্রচাপাদধ ইত্যর্থঃ। পদ্মাকারা বর্ত্মতুল্যা, প্রান্তে ত্রৈকোণিকং পতাকাস্থানীয়ং যস্যাং সা সপ্তম্যা অলুক্। এতচ্চ ত্রৈকোণিকং দক্ষিণত এব জ্ঞেয়ম্। বামত ঊর্দ্ধরেখোপহতেঃ। ষোড়শস্তু চিহ্নং পাদদ্বয় এব জ্ঞেয়ম্, অনিয়মেনোক্তত্বাৎ। জম্বুফলসমতয়া নির্দ্দেশেন তদ্বর্ণতদাকারময়মেব, তচ্চিহ্নং, ন তু রেখাকারম্। চক্র-শঙ্খৌ তু—'দক্ষিণস্য পদাঙ্গুষ্ঠমূলে চক্রং বিভর্ত্ত্যজঃ। তথা বামপদাঙ্গুষ্ঠমূলতস্তমুখং দরম্॥' ইতি স্কান্দানুসারেণৈব জ্ঞেয়ৌ। ছত্রন্তু প্রাধান্যাদ্দক্ষিণচরণ এব, তত্রাপি চিহ্নান্তরশূন্যপ্রদেশত্বাচ্চক্রাধ এব জ্ঞেয়ম্। তাসাং তদ্দর্শনপ্রকারশ্চায়ং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'বিলোক্যৈক. ভুবং প্রাহ গোপীর্গোপবরাঙ্গনা। পুলকাচিতসর্ব্বাঙ্গী বিকাশিনয়নোৎপলা॥ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাম্ভোজরেখাবন্ত্যালি পশ্যত। পদান্যেতানি কৃষ্ণস্য লীলঙ্কৃতগামিনঃ॥' ইতি। জীঃ ২৫॥

২৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** ঐ পদচিহ্ন দর্শন করে ব্রজসুন্দরীগণ পরস্পর বলতে লাগলেন— **পদানি**—শ্রীচরণচিহ্ন সমূহ। **ব্যক্তং**—স্পষ্ট রূপেই দেখা যাচ্ছে, এই সকল নন্দপুত্রের শ্রীচরণচিহ্ন। কিসের দ্বারা স্পষ্ট হচ্ছে? এরই উত্তরে, **ধ্বজাদিভিঃ**—ধ্বজাদি চিহ্ন দ্বারা। **হি**—প্রসিদ্ধিতে, এ ধ্বজাদি চরণচিহ্ন লোকে প্রসিদ্ধই আছে। এই ধ্বজাদি থাকার হেতু **মহাত্মনঃ**—এই নন্দপুত্র পরমপুরুষোত্তম। 'আদি' শব্দে আরও অন্যান্য চিহ্নও আছে। শ্রীপদ্ম-পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে শ্রীব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকে বলেছেন— 'হে বৈষ্ণবোত্তম! আমি শ্রীকৃষ্ণের

চরণতলে ষোলটি চিহ্ন দেখেছি, দক্ষিণ চরণে—ধ্বজা, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, যব, স্বস্তিক, ঊর্ধ্বরেখা ও অষ্টকোণযুক্ত চিহ্ন—এই আটটি. আর বামরচণে ৭টি চিহ্ন, এখন বলছি শোন—ইন্দ্রধনু, ত্রিকোণ, কলস, অর্ধ্বচন্দ্র, অম্বর (বিন্দু) মৎস্য ও গোষ্পদ। দুই চরণে মোট চিহ্ন ১৫টি। হে দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ! এবার ষোড়শ চিহ্নের কথা বলছি, শোন—চরণের যে কোন স্থানে জম্বু ফলের আকার একটি চিহ্ন আছে"—সর্বমোট ১৬ চিহ্নের কথা এ পর্যন্ত বলা হল। অতঃপর ক্রমদীপিকায় চরণচিহ্ন এরূপ বলা হয়েছে—"মৎস্য, অঙ্কুশ, চক্র, শঙ্খ, ধ্বজা, যব, পদ্ম ও বজ্র"। এখানে চক্র ও শঙ্খ অতিরিক্ত পাওয়া যাচ্ছে, আর শ্রীগোপালতাপণীতে—"শঙ্খ, ধ্বজ, আতপত্র" এখানে আতপত্র অর্থাৎ ছত্র অতিরিক্ত পাওয়া যাচ্ছে। আদিবরাহে মথুরামণ্ডল মাহাত্ম্যে—'হে শুভে! যেখানে শ্রীকৃষ্ণ যথাসুখে ক্রীড়া করেন, সেখানে চক্র পদচিহ্ন দেখা যায়'। এইরূপে পূর্বোক্ত ১৬ থেকে 'চক্র-শঙ্খ-ছত্র' এই তিন অধিক, সর্বমোট ১৯টি চিহ্ন শ্রীকৃষ্ণের দুই চরণতলে। স্কন্দপুরাণে যে মাত্র চক্রাদি ছয়টি চিহ্নের কথা পাওয়া যায়, তা শ্রীবিষ্ণু আদি সম্বন্ধে। কারণ পাদ্মে ঐ ষোড়শ চিহ্ন প্রসঙ্গেই এরূপ বলা আছে. যথা—হে বিদ্বন্ বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ! এই ১৬টি চরণচিহ্ন যদি কখনও দেখা যায়, তখন বুঝতে হবে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন, এতে কোন সংশয় নেই। কিন্তু যদি দেখা যায় এই ষোলর মধ্যে দুই, তিন, চার, বা পাচটি চিহ্ন রয়েছে তবে বুঝতে হবে ইনি তাঁরই কোন অবতার।

এই চিহ্নগুলি পদতলে যে স্থানে ও নিয়মে আছে, তা সেখানেই পাদ্মে বলা আছে, যথা—দক্ষিণ চরণতল: মধ্যদেশে ধ্বজা, মধ্যম আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে তিন আঙ্গুল নীচে ধ্বজার উপরে 'পদ্ম'। (চরণতলের মাঝামাঝি) দক্ষিণ পার্শ্বে 'বজ্র' ও তার উপরে অঙ্কুশ। বৃদ্ধ অঙ্গুলি মূলে 'যব'। যাতে শোভা হয় এমন কোনও এক স্থানে 'স্বস্তিক চিহ্ন'। বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর মধ্যদেশ থেকে চরণের মাঝামাঝি পর্যন্ত 'ঊর্ধ্বরেখা'। বৃদ্ধাঙ্গুলি অগ্রভাগ থেকে আট আঙ্গুল নীচে 'অষ্টকোণ'। মুনিগণ কৃষ্ণের দক্ষিণ চরণতলে চিহ্নসমূহের এরূপ স্থান নির্ণয় করে থাকেন। বাম চরণতল: শ্রীকৃষ্ণের বাম চরণতলে অঙ্গুলির অগ্রভাগ থেকে চার অঙ্গুলি নীচে ছিলা রহিত, নানা বর্ণবিশিষ্ট 'ইন্দ্রধনু'। চরণের মধ্যভাগে 'ত্রিকোণ'। শোভা যাতে হয় এমন কোনও এক স্থানে 'কলস'। ত্রিকোণের নীচে 'অর্ধ্বচন্দ্র', যার দুই দিক ত্রিকোণের নীচের দু কোণে সংলগ্ন। সমস্ত চিহ্নের উপরে 'অম্বর' এবং সর্বনিম্নে 'মৎস্য'। অম্বর চিহ্নে একটি বাহ্য ও একটি অন্তর্মণ্ডল থাকে। ইন্দ্র ধনুর নীচে দ্বিখুরযুক্ত 'গোষ্পদ'। শ্রীকৃষ্ণের চরণ লম্বায় ১৪ আঙ্গুল, আর পাশে ছয় আঙ্গুল— হয়শীর্ষমাৎস্যাদিতে ইহা প্রসিদ্ধ আছে। 'জম্বূফল সমতয়া' নির্দেশ থাকায় বুঝা যাচ্ছে—জম্বু ফলের আকারও বর্ণময় চিহ্ন, শুধু রেখাকার নয়।

অন্বেষণরতা গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শনের কথা বিষ্ণুপুরাণে এরূপ বলা আছে—"ভূমিতে চরণচিহ্ন দেখে কোনও এক গোপী পুলকে রোমাঞ্চিত কলেবর ও উৎফুল্ল নয়নোৎপল হয়ে বললেন, হে সখিগণ দেখ দেখ! লীলালঙ্কৃতগামী কৃষ্ণের এই পদচিহ্ন সকল দেখ।" জী০ ২৫॥

২৫। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ তদেবং ত্রিবিধমুন্মাদং নির্বর্ণ্য, তদন্তরৈবাকস্মাৎ কৃষ্ণস্য পদচিহ্নান্যালক্ষ্য সানন্দ-বিতর্কমাহুঃ,—পদানীতি। ধ্বজাদীনাং ধারণস্থানং প্রয়োজনং চোক্তং স্কান্দে,—"দক্ষিণস্য পদাঙ্গুষ্ঠমূলে চক্রং বিভর্ত্ত্যজঃ। তত্র ভক্তজনস্যারিষড়্বর্গচ্ছেদনায় সঃ। ১। মধ্যমাঙ্গুলিমূলে চ ধত্তে কমলমচ্যুতঃ। ধ্যাতৃচিত্তদ্বিরেফাণাং লোভনায়াতি-শোভনম্। ২। পদ্মস্যাধো ধ্বজং ধত্তে সর্ব্বানর্থজয়ধ্বজম্। ৩। কনিষ্ঠামূলতো বজ্রং ভক্তপাপাদ্রিভেদনম্। ৪। পার্ষ্ণি মধ্যেঽঙ্কুশং ভক্তচিত্তেভবশকারিণম্। ৫। ভোগসম্পন্নয়ং ধত্তে যবমঙ্গুষ্ঠপর্ব্বণীতি। ৬। বজ্রং বৈ দক্ষিণে পার্শ্বে অঙ্কুশো বৈ তদগ্রত ইতি। তত্রৈব স্কান্দে,—কৃষ্ণমধিকৃত্যোক্তত্বাৎ কনিষ্ঠামূলেঽঙ্কুশস্তত্তলে বজ্রমিত্যাহুঃ সাম্প্রদায়িকাঃ পার্ষ্ণাবঙ্কুশস্তু নারায়ণাদের্জ্ঞেয়ঃ। তদেবং চক্র-ধ্বজ-কমল-বজ্রাঙ্কুশ-যবা ইতি ষট্চিহ্নানি কৃষ্ণস্য দক্ষিণে চরণেঽন্যান্যপি চিহ্নানি বৈষ্ণবতোষণীদৃষ্ট্যা লিখ্যন্তে। অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীসন্ধিমারভ্য যাবদর্দ্ধচরণমূর্দ্ধরেখা। ৭। চক্রস্য তলে ছত্রম্। ৮। অর্দ্ধচরণতলে চতুর্দ্দিগবস্থিতং স্বস্তিকচতুষ্টয়ম্। ৯। স্বস্তিকচতুঃসন্ধিষু জম্বুফলচতুষ্টয়ম্। ১০। স্বস্তিকমধ্যেঽষ্টকোণমিত্যে-কাদশচিহ্নানি। ১১। তথা বামপদাঙ্গুষ্ঠমূলতস্তন্মুখং দরং "সর্ব্ববিদ্যাপ্রকাশায় দধাতি ভগবানসা" বিতি। ১। মধ্য-মামূলেঽম্বরমন্তর্বাহ্যমণ্ডনদ্বয়াত্মকম্। ২। তদধঃ কার্ম্মুকং বিগতজ্যম্। ৩। তদধো গোষ্পদম্। ৪। তত্তলেত্রিকোণা। ৫। তদভিতঃ কলসানাং চতুষ্টয়ং ক্বাচিৎ ত্রিতয়ঞ্চ দৃষ্টম্। ৬। ত্রিকোণতলেঽর্দ্ধচন্দ্রোঽগ্রদ্বয়স্পৃষ্টত্রিকোণকোণদ্বয়ঃ। ৭। তদধো মৎস্যঃ। ইত্যষ্টৌ মিলিত্বা ঊনবিংশতিঃ। বিঃ ২৫॥

২৫। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ এইরূপে ত্রিবিধ উন্মাদ বর্ণনা করবার পর অকস্মাৎ কৃষ্ণের পদচিহ্নরাজি লক্ষ্য করে আনন্দের সহিত যে বিচার করতে লাগলেন, তাই বলা হচ্ছে, পদানি ইতি। পদচিহ্ন ধ্বজাদির ধারণস্থান ও প্রয়োজন স্কান্দে এরূপ বলা আছে, যথা—দক্ষিণ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি মূলে শ্রীকৃষ্ণ চক্রচিহ্ন ধারণ করেন। ইহা ধারণের প্রয়োজন হল, ভক্তজনের শত্রু ষড়রিপু ছেদন। মধ্যম অঙ্গুলিমূলে অতিশোভন কমল চিহ্ন ধারণ করেন, ধ্যাতা চিত্ত ভ্রমরকে লুব্ধ করার জন্য। কমলের নীচে ধ্বজ (পতাকা) চিহ্ন ধারণ করেন, ইহা জীবের সর্ব-অনর্থজয়পতাকা। কনিষ্ঠ অঙ্গুলির মূলে বজ্র ধারণ করেন, ইহা ভক্তপাপ-পর্বত ছিন্নভিন্ন কারক। গোড়ালির মধ্যে অঙ্কুশ, ইহা ভক্তচিত্ত-হস্তি বশকারী। বৃদ্ধ অঙ্গুলির গ্রন্থিচয়ে ভোগ-সম্পদময় 'যব' চিহ্ন ধারণ করেন। এর দক্ষিণ পার্শ্বে বজ্র, আর অঙ্কুশ তার আগে। সেইখানেই স্কান্দে কৃষ্ণ সম্বন্ধেই বলা হচ্ছে, কনিষ্ঠমূলে অঙ্কুশ, ও তার তলে বজ্র, এই আশয়ে গৌড়িয় সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা বলে থাকেন গোড়ালিতে যে অঙ্কুশ চিহ্নের কথা স্কান্দে বলা হয়েছে তা শ্রীনারায়ণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য, এরূপ বুঝতে হবে। তা হলে এরূপ দাঁড়াল, কৃষ্ণের দক্ষিণ চরণে এই ছয়টি চিহ্ন আছে চক্র-ধ্বজ-কমল-বজ্র-অঙ্কুশ-যব। অন্যান্যও যা চিহ্ন আছে, তা বৈষ্ণবতোষণী মতে লেখা হচ্ছে—বৃদ্ধাঙ্গুল ও তর্জনীর সন্ধিস্থল থেকে আরম্ভ করে অর্ধচরণ পর্যন্ত ঊর্ধ্বরেখা, চক্রের তলে ছত্র

২৬। তৈস্তৈঃ পদৈস্তৎপদবীমন্বিচ্ছন্ত্যোঽগ্রতোঽবলাঃ।
বধ্বাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্তাঃ সমব্রুবন্ ॥

২৬। **অন্বয়** ঃ অবলাঃ তৈঃ তৈঃ পদৈঃ (পদচিহ্নৈঃ) তৎপদবীং (শ্রীকৃষ্ণস্য গমনমার্গম্) অন্বিচ্ছন্ত্যঃ (সত্যঃ) অগ্রতঃ বধ্বাঃ (শ্রীরাধায়াঃ) পদৈঃ (পদচিহ্নৈঃ) সুপৃক্তানি (সংমিশ্রিতানি তস্যপদানি) বিলোক্য আর্তাঃ (সত্যঃ) সমব্রুবন্ (কথায়ামাসুঃ)॥

২৬। **মূলানুবাদ** ঃ অতঃপর সেই সকল পদচিহ্ন অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের গমনপথ খুঁজতে খুঁজতে কিছুদূর গিয়ে পথশ্রমে ক্লান্ত বিরহার্তা গোপীগণ রাধাকৃষ্ণ দুজনের পদচিহ্ন মিশ্রিত অবস্থায় দেখতে পেয়ে বলতে লাগলেন।

অর্ধচরণের তলে চতুর্দিকে অবস্থিত স্বস্তিক চতুষ্টয়, চারটি স্বস্তিকের সন্ধিস্থলে জম্বুফল চতুষ্টয়, স্বস্তিকের মধ্যে অষ্টকোণ—এইরূপে মোট একাদশ চিহ্ন হল। তথা বামপায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি মূল থেকে তার মুখ পর্যন্ত শঙ্খ—"সর্ববিদ্যা প্রকাশের জন্য শ্রীভগবান্ এই চিহ্ন ধারণ করেন।" মধ্যম অঙ্গুলি মূলে আকাশ (০) অন্তর্বাহ্যমণ্ডলদ্বয়াত্মক, তার নীচে ছিন্না হীন ধনুক. তার নীচে গোষ্পদ, তার তলে ত্রিকোণ, তার চতুর্দিকে কলস চতুষ্টয়, (কোথাও কোথাও তিনটি কলস উক্ত আছে) ত্রিকোণের তলে অর্ধচন্দ্রের দুইটি অগ্রদেশ ছোঁয়া ত্রিকোণদ্বয়. তার নীচে মৎস্য, এই আটটি মিলে মোট উনবিংশতি চিহ্ন। বি° ২৫॥

২৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ তৈস্তৈর্ধ্বজাদি-শোভিতৈঃ, বীপ্সা—মধ্যে মধ্যে দূর্ব্বামধ্যাদি-ভূমৌ বিচ্ছিন্নত্বাৎ স্থানবাহুল্যস্য বিবক্ষয়া। অগ্রত ইতি, তাবৎ পর্য্যন্তং কৃষ্ণেনৈবাঙ্কে নিধায় তস্যানয়নাৎ। অবলা বিরহান্বেষণাভ্যাং বলহীনা অপি তস্য কৃষ্ণস্য পদবীং বর্ত্ম অন্বিচ্ছন্ত্যঃ মৃগয়মাণাঃ। বধ্বাঃ শ্রীরাধায়াস্তস্যা এব পরমসৌভাগ্যবতীত্বেন স্থাপয়িষ্যমাণত্বাৎ। জীঃ ২৬॥

২৬। **শ্রীজীব বৈ°তো°টীকানুবাদ** ঃ তৈঃ তৈঃ—ধ্বজাদি শোভিত সেই সেই, আনন্দে ব্যাপ্তী ইচ্ছায়, বা মধ্যে মধ্যে দূর্বা প্রভৃতি দ্বারা মাটি ঢাকা হওয়া হেতু পদচিহ্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় স্থান বাহুল্য বলার ইচ্ছায় দুবার। **অগ্রতঃ ইতি**—কিছু দূর অগ্রসর হয়ে—এত দূর পর্যন্ত কৃষ্ণ রাধাকে কোলে করে এনেছেন, তাই এতক্ষণ দুজনের পদচিহ্ন মিশ্রিত অবস্থায় দেখা যায় নি। **অবলা**—বিরহ ও অন্বেষণ-শ্রমে ক্লান্ত হলেও **তৎ**—কৃষ্ণের গমনপথ **অন্বিচ্ছন্ত্যঃ** খুঁজতে খুঁজতে। **বধ্বাঃ**—বধূ শ্রীরাধার, এই বধূ পদটি ব্যবহারের কারণ, তাকেই পরম-সৌভাগ্যবতীরূপে স্থাপনের ইচ্ছা জী° ২৬॥

২৬। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ সুপৃক্তানি মিশ্রিতানি। বিঃ ২৬॥

২৬। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ সুপৃক্তানি—মিশ্রিত।

২৭। কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূনুনা।
অংস-ন্যস্ত-প্রকোষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণা যথা॥
২৮। অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥

২৭। **অন্বয়** ঃ করিণা (সহ গচ্ছন্ত্যাঃ) করেণোঃ (হস্তিন্যাঃ) যথা (ইব) নন্দসূনুনা (শ্রীকৃষ্ণেন সহ) যতায়াঃ (গতায়াঃ) অংস-ন্যস্ত-প্রকোষ্ঠায়াঃ (তেন শ্রীকৃষ্ণেন অংসে বাহুমূলে ন্যস্তঃ প্রকোষ্ঠায়াঃ বাহুঃ যস্যাঃ তস্যাঃ) কস্যাঃ এতানি পদানি চ (পদচিহ্নানি দৃশ্যন্তে)।

২৮। **অন্বয়** ঃ ভগবান্ ঈশ্বরঃ হরিঃ নূনং (নিশ্চিতম্) অনয়া (সুভগয়া) আরাধিতঃ যৎ (যস্মাৎ) নঃ (অস্মান্) বিহায় গোবিন্দ প্রীতঃ (সন্) যাং (ভাগ্যবতীং) রহঃ অনয়ৎ॥

২৭। **মূলানুবাদ** ঃ হস্তিশ্রেষ্ঠের সহিত গমনকারিণী হস্তিনীর মতো নন্দসূনুর সহিত গমনকারিণী কোন্ রমণীর-যে এই পদচিহ্ন সকল; তা তোমরা নিশ্চয় কর—কৃষ্ণ স্বয়ং যাঁর বাহু নিজস্কন্ধে স্থাপন করেছেন।

২৮। **মূলানুবাদ** ঃ (সেখানে রাধার সখীরা অন্তরঙ্গ বলে গম্ভীর হয়ে থাকায়, প্রতিপক্ষগণ আপাততঃ দুঃখে অধীর হয়ে পড়ায়, তটস্থাগণের অভিনিবেশ অভাব হেতু প্রথমে সুহৃদ্গণই বললেন—) সর্বদুঃখহারী স্বতন্ত্র শ্রীনারায়ণ নিশ্চয়ই ঐ ভাগ্যবতী কর্তৃক আরাধিত হয়েছেন। যেহেতু গোবিন্দ আমাদিকে এই দূরে বনপ্রদেশে ত্যাগ করত একা তাঁকে নিয়ে আমাদের অগম্য নির্জন স্থানে গিয়েছেন।

২৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ তত্র সর্ব্বা এবাহুঃ—কস্যা ইতি। অত্র স্ত্রীত্বজ্ঞানং তৎপাদানাং লঘুত্বাৎ, নিম্নত্ব-তদুচিতাঙ্গ-লক্ষিতত্বাদিনা চ ইতি জ্ঞেয়ম্। নন্দসূনুনা ইতি পূর্ব্ববৎ, এতানি কস্যাঃ পদানি পরিচীয়ন্তামিতি শেষঃ। শ্রীভগবতা স্বাংসে তৎপ্রকোষ্ঠ-ন্যসনং চ যদ্যপি রসবিশেষেণৈব, তথাপি রাত্রৌ স্খলন্ত্যাস্তস্যাঃ সুখগমনার্থং বলাদ্দূরে নয়নার্থঞ্চ ভবতি। অনেন তস্যামধিকপ্রীতিঃ সূচিতা। তামেব দৃষ্টান্তেনাহুঃ—করেণোরিতি। তয়োরপি কাম-মদেন প্রীত্যা তথৈব গমনাৎ॥ জীঃ ২৭॥

২৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ সেখানে উপস্থিত গোপী সকল বলে উঠলেন—**কস্যা ইতি**—কোন্ রমণীর এ পদচিহ্ন, তা তোমরা নির্ধারণ কর। এ পদচিহ্ন যে কোনও রমণীর, পুরুষের নয়, এ জ্ঞান তাঁদের জন্মাল ঐ পদচিহ্ন সকলের আকারের ক্ষুদ্রতা এবং রমণীর হাল্কা অঙ্গোচিত মাটির অল্প গভীরতা থেকে, এরূপ বুঝতে হবে। **নন্দসূনুনা ইতি**—নন্দনন্দনের সহিত যাচ্ছে, এরূপ জ্ঞান জন্মাল পাশের পদচিহ্নে ধ্বজবজ্রাদি চিহ্ন থেকে। কোন্ রমণীর এ পদচিহ্ন তা তোমরা নির্ধারণ কর। **অংস ন্যস্ত**—শ্রীকৃষ্ণ কতৃক নিজ কাঁধে এই রমণীর বাহু স্থাপিত। যদিও ইহা রসবিশেষ হেতুই, তথাপি রাত্রে পা পিছলে পড়পড় সেই রমণীর সুখে গমনের জন্য ও তাঁকে বলৎকারে দূরে নিয়ে যাওয়ার জন্যও বটে—এর দ্বারা তাঁতে অধিক প্রীতি

সূচিত হল। সেই কথাই দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হচ্ছে—করেণোরিতি। হস্তীর অনুগামিনী হস্তিনীর ন্যায় কৃষ্ণসহিত গমনকরিণী কোন্ রমণীর ইত্যাদি। জী° ২৭॥

২৭। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** অংশন্যস্তেতি। যস্যাঃ স্কন্ধে নন্দসূনুনা বামপ্রকোষ্ঠো ন্যস্ত ইত্যর্থঃ। বিঃ ২৭॥

২৭। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ অংশ-ন্যস্ত ইতি**—যাঁর স্কন্ধদেশে নন্দপুত্র তাঁর **প্রকোষ্ঠঃ**—বামবাহু (কনুইর নীচ থেকে মনিবন্ধ পর্য্যন্ত) স্থাপন করেছে। বি°২৭॥

২৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** তত্র সখীনামন্তরঙ্গত্বেন গাম্ভীর্য্যাৎ, প্রতিপক্ষাণামাপাততো দুঃখব্যাপ্তত্বাৎ, তটস্থানাঞ্চ তদনভিনিবেশাৎ, প্রথমং তস্যাঃ সুহৃদ এবাহুঃ—অনয়েতি। নূনং বিতর্কে নিশ্চয়ে বা। হরিঃ সর্ব্বদুঃখহর্ত্তা ভগবান্ শ্রীনারায়ণঃ। ঈশ্বরঃ ভক্তেষ্টপ্রদানসমর্থঃ স্বতন্ত্রোঽপি বা। অনয়ৈব আরাধিতঃ আরাধ্য বশীকৃতঃ, ন ত্বস্মাভিঃ। রাধয়তি আরাধয়তীতি রাধেতি নাম-কারণঞ্চ দর্শিতম। তত্র হেতুর্গোবিন্দঃ নোঽস্মান্ বিশেষেণ হিত্বা দূরতো নিশি বনান্তস্ত্যক্ত্বা, তত্রাপি রহঃ অস্মদগম্যে একান্তস্থানে যামনয়ৎ, যদ্বা, সর্ব্বা অপ্যস্মান্ বিহায় যন্ গচ্ছন্নপি যামেব রহোঽনয়দিত্যর্থঃ॥ জীঃ ২৮।

২৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** সেখানে ললিতাদি রাধার সখীগণ অন্তরঙ্গ হওয়া হেতু রাধার চরণচিহ্ন চিনলেও গাম্ভীর্য ধারণ করে রইলেন, প্রতিপক্ষ চন্দ্রাবলী প্রভৃতি আপাততঃ কিছুই বলতে পারলেন না দুঃখে অধীর হওয়া হেতু, তটস্থা গোপীগণ যাঁরা নিজ নিজ ভাবে কৃষ্ণসেবা করে সুখী হন, কিন্তু রাধা-চন্দ্রাবলী প্রভৃতির সহিত কৃষ্ণের মিলন বিষয়ে অভিনিবেশ শূন্য, তাঁরাও নীরব রইলেন, রাধার সুহৃদ্ পক্ষীয়া গোপীগণ, যাঁরা রাধাকৃষ্ণের মিলনে বাধা সৃষ্টি করেন না, কিন্তু মিলন ঘটানোর জন্যেও চেষ্টিত নন, অথচ মিলনে আনন্দ উপভোগ করেন, তাঁরাই প্রথমে বললেন, **অনয়া ইতি**—ঐ ভাগ্যবতী কতৃক। **নূনং**—নিশ্চয়ে বা বিতর্কে **হরি**—সর্বদুঃখহর্তা **ভগবান্**—শ্রীনারায়ণ। **ঈশ্বরঃ**—ভক্তের মঙ্গল দানে সমর্থ, বা এ বিষয়ে তিনি স্বতন্ত্রও বটে। **অনয়ারাধিতো**—এর দ্বারাই আরাধ্য কৃষ্ণ বশীকৃত, আমাদের দ্বারা নয়। 'রাধয়তি' আরাধনা করেন, এইরূপে রাধা নামের কারণও দেখান হল। **গোবিন্দ**—['গাঃ' তস্যা ইন্দ্রিয়াণি রমণার্থ বিন্দতি] এই রাধার ইন্দ্রিয়সমূহ রমণের জন্য লাভ করেন—এই গোবিন্দ পদের এইরূপ বিশ্লেষণেই এই রমণীদ্বারা কৃষ্ণের বশীকারের হেতু পাওয়া যায়; **তাই নঃ বিহায়**—আমাদিকে এই দূরে বনপ্রদেশে ত্যাগ করত তাঁকে একা নিয়ে এসেছেন, তাতে আবার **রহঃ**—আমাদের অগম্য নির্জন স্থানে। অথবা, **যন্নঃ**—[যন্+নঃ] যন্ = গচ্ছন্ অপি অর্থাৎ চলে গেলেও। —রাধা মানভরে রাস ছেড়ে চলে গেলেও তাকেই নিয়ে কৃষ্ণ নির্জন স্থানে গেলেন, আমাদের সকলকে ত্যাগ করে। জী° ২৮॥

২৮। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** পদচিহ্নৈরেব তাং শ্রীবৃষভানুনন্দিনীং পরিচিত্যান্তরাশ্বস্তা বহুবিধগোপীজনসঙ্ঘট্টে তত্র বহিরপরিচয়মিবাভিনয়ন্ত্য স্তস্যাঃ সুহৃদস্তন্নামনিরুক্তিদ্বারা তস্যাং সৌভাগ্যং সহর্ষমাহুরনয়ৈব। নূনমিতি নিশ্চয়ে। হরির্ভক্তজনদুঃখহর্ত্তা, ভগবান্ নারায়ণ, ঈশ্বরো ভক্তাভীষ্টদানসমর্থ আরাধিতঃ। নস্ত্বস্মাভিঃ যতো নো বিহায়েত্যাদি। ততশ্চ রাধয়ত্যারাধয়তীতি রাধা ইতি নামব্যক্তির্ভূব। মুনিঃ প্রযত্নেন তদীয় নামাপ্যধাৎ পরং কিন্তু তদাস্যচন্দ্রাৎ

স্বয়ং নিরেতি স্ম। কৃপা নু তস্যাঃ সৌভাগ্যভের্য্যা ইব বাদনার্থম্। যদ্বা, হে অনয়াঃ, অতিমহীয়স্যা তয়া সহ বৃথৈব সাম্যাহঙ্কারাদনীতিমত্যঃ নূনং হরিরয়ং রাধিতঃ। রাধাং ইতঃ প্রাপ্তঃ, শকন্ধাদিত্বাৎ পররূপম্। ভগবান্ সুন্দরঃ কামাতুরঃ স্বকীর্ত্তিপ্রখ্যাপকো বা। "ভগং শ্রীকামমাহাত্মবীর্য্যযত্নার্ককীর্ত্তিষ্বি"ত্যমরঃ। ঈশ্বরঃ যুষ্মান্ বঞ্চয়িতুং সমর্থঃ। যদ্ যস্মান্নো সুন্দরীর্বিহায় গোবিন্দঃ গাস্তস্যা ইন্দ্রিয়াণি রমণার্থং বিন্দতি বিন্দয়তীতি বা সঃ। তস্যাশ্চ পদচিহ্নানি উজ্জ্বলনীলমণিতট্টীকাদৃষ্ট্যা লিখ্যন্তে। বামচরণেঽঙ্গুষ্ঠমূলে যবঃ। ১। তত্তলে চক্রম্। ২। তত্তলে ছত্রম্। ৩। তত্তলে বলয়ম্।। ৪। অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীসন্ধিমারভ্য যাবদর্দ্ধচয়ণমূর্দ্ধরেখা। ৫। মধ্যমাতলে কমলম্। ৬। তত্তলেঃ ধ্বজঃ সপাতকঃ। ৭। তত্তলে বল্লী। ৮। পুষ্পঞ্চ। ৯। কনিষ্ঠাতলেঽঙ্কুশঃ। ১০। পার্শ্বার্দ্ধ চন্দ্রঃ। ইত্যেকাদশঃ ১১। দক্ষিণ-চরণেঽঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খঃ। ১। তত্তলে গদা। ২। কনিষ্ঠাতলে বেদিঃ। ৩। তত্তলে কুণ্ডলং। ৪। তত্তলে শক্তিঃ। তর্জ্জন্যাদ্যঙ্গুলিতলে পর্ব্বতঃ। ৬। পর্ব্বততলে রথঃ। ৭। পার্শ্বে মৎস্যঃ। ৮। ইত্যষ্টৌ মিলিত্বা একোনবিংশতিঃ। বি° ২৮॥

২৮। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ পদচিহ্নের দ্বারা সেই বৃষভানুনন্দিনীকে চিনে তার সুহৃদপক্ষের ললিতাদি সখীগণ অন্তরে অন্তরে আশ্বস্ত হলেও সেখানে বহুবিধ গোপীজন-সংঘট্টে বাইরে যেন চিনতে পারেন নি. এরূপ অভিনয় করতে করতে [অনয়া+আরাধিতো] এইরূপে তাঁর নামের নিরুক্তি দ্বারা তাকে বুঝিয়ে তার সৌভাগ্য সহর্ষে বলতে লাগলেন এই শ্লোকে। **নূনম্ ইতি** —নিশ্চয়ে। **হরি**—ভক্তজন-দুঃখহারী। ভগবান্—নারায়ণ। ঈশ্বর—ভক্তের অভীষ্টদানে সমর্থ কৃষ্ণ ঐ ভাগ্যবতী দ্বারা আরাধিত হয়েছে, আমাদের দ্বারা নয় **যন্নো বিহায়** – যেহেতু আমাদের ত্যাগ ক:রে একল তাকে নিয়ে পালিয়েছে। অতঃপর 'আরাধিত হয়েছে' এই বাক্যে 'রাধা' নাম প্রকাশ করা হল। —[কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে॥] চৈ° চ°]।

শ্রীশুকদেব অতি যত্নে বৃষভানুনন্দিনীর নাম গূঢ়ভাবে এখানে উচ্চারণ করলেন। কিন্তু অন্যত্র দুন্দুভিঘোষনাবৎ 'রাধানাম' নিজেই তাঁর মুখচন্দ্র থেকে বেরিয়ে এসেছে স্পষ্টরূপে রাধার কৃপা-বৈভবে যথা—"গোবিন্দঽপি শ্যামঃ পীতাম্বরঃ দ্বিভুজ"·····"দ্বেপার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা।" —পুরুষবোধিনীর অথর্বোপনিষদ্। আরও "দেবীকৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।" —বৃহৎ গৌতমীয়তন্ত্র। আরও "বামাঙ্গসহিতা দেবী রাধা বৃন্দাবনেশ্বরীতি।" —কৃষ্ণোপনিষদ্।

অথবা. **অনয়া**—হে অনীতিপরায়ণ গোপীগণ! অতি মহিয়সী তার সহিত বৃথাই তোমরা সাম্য অহঙ্কার করে অনীতি করে বেড়াচ্ছ— নিশ্চয়ই হরি **রাধিত** এই রাধাকে এখানে **প্রাপ্ত** হয়েছে। **ভগবান্**—সুন্দর, কামাতুর বা স্বকীর্তিপ্রখ্যাপক। **ঈশ্বরঃ** তোমাদিকে বঞ্চনা করতে সমর্থ। **যন্নো বিহায়**—যেহেতু সুন্দরী আমাদের ত্যাগ করে **গোবিন্দঃ**—সেই রমণীর ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ রমণের জন্য তৎপর হয়ে **প্রীতঃ**—সন্তুষ্ট চিত্তে একলা তাকে নিয়ে চলে গিয়েছে।

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি টীকানুসারে রাধার পদচিহ্ন দেওয়া হচ্ছে. যথা—বাম চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলিমূলে যব, তার তলে চক্র, চক্রের নীচে ছত্র, ছত্রের নীচে বলয়। বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর সন্ধিস্থল

২৯। ধন্যা অহো অমী আল্যো গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ।
যান্ ব্রহ্মেশৌ রমাদেবী দধুর্মূর্ধ্ন্যঘনুত্তয়ে॥

২৯। **অন্বয়** ঃ (হে) আল্যঃ (সখ্যঃ) অমী গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ অহো ধন্যাঃ (ভবন্তি যতঃ) ব্রহ্মেশৌ (ব্রহ্মামহেশ্বরৌ) রমাদেবী অঘনুত্তয়ে (বিচ্ছেদদুঃখ অপনোদনায়) যান্ মূর্ধ্না দধুঃ (ধারয়ামাসু)।

২৯। **মূলানুবাদ ঃ** [অতঃপর অভিনিবেশ হলে তটস্থা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শন করে বললেন—]

হে সখীগণ! অহো ধন্য শ্রীগোবিন্দের এই পদরজ! কারণ পূর্বে পথিমধ্যে ব্রহ্মা মহেশ্বর এবং লক্ষ্মীদেবী বিরহদুঃখ দূর করার জন্য উহা মস্তকে ধারণ করেছিলেন।

থেকে আরম্ভ করে চরণের মাঝখান পর্যন্ত ঊর্ধ্বরেখা, মধ্যমা অঙ্গুলির নীচে পদ্ম, তার তলে কুঞ্জের চিত্র সহিত পতাকা, এই পতাকার নীচে লতা ও পুষ্প। কনিষ্ঠ অঙ্গুলির নীচে অঙ্কুশ। গোড়ালির নীচে অর্ধচক্র, এই একাদশটি চিহ্ন।

দক্ষিণ চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি মূলে শঙ্খ, শঙ্খের নীচে গদা, কনিষ্ঠাঙ্গুলি তলে বেদী, বেদীর তলে কুণ্ডল, তার তলে দেবীমূর্তি। তর্জনী প্রভৃতি অঙ্গুলির নীচে পর্বত, পর্বতের নীচে রথ, গোড়ালিতে মৎস্য—এই আটটি চিহ্ন। এই দক্ষিণ-বাম দুই চরণে মোট একবিংশতি চিহ্ন। বি°২৮॥

২৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** ততস্তটস্থা আহুঃ—ধন্যা ইতি। অমী ইমে আল্য ইতি সম্বোধনং, সমদুঃখত্বেন প্রায়ঃ সর্ব্বাসামেকভাবাৎ সর্ব্বাসামেব যুগপৎ সম্বোধনং চমৎকারাতিশয়াৎ। দধুরিতি অতীতনির্দ্দেশো নিশ্চয়জ্ঞাপনার্থঃ। ব্রহ্মাদীনাং যথোত্তরং শ্রৈষ্ঠ্যমূহম্। রমায়াস্তু বিশেষণং তথাপি শ্রৈষ্ঠ্যবোধনার্থং মূর্দ্ধ্নেতি ভক্তিভরং বোধয়তি। অঘমপরাধো বিরহাদিদুঃখং বা। ধন্যত্বে হেতুর্গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জেতি, সুপাং সুলুগিতি ষষ্ঠীলুক্ ছান্দসঃ। তৎসম্বন্ধেন ধন্যা ইত্যর্থঃ। অতএব যানিতি, অতো রেণবাঽপি তৎসম্বন্ধেলাভেন ধন্যাঃ, বয়ন্তু তদভাবাত্ততোঽপি তুচ্ছা ইতি ভাবঃ। ইয়ঞ্চ তৎপাদরেণুনাং মাহাত্ম্যভাবনা প্রেমকৃতৈব। প্রেমা হ্যসদপি মাহাত্ম্যং স্ফোরয়তি, কিমুত সৎ? ততস্তদতিশয়স্তু তদতিশয়মেব। যথাদিভরতচরিতে—'কিংবা অরে আচরিতং তপস্তপস্বিন্যানয়া যদিয়মবনিঃ' (শ্রীভা ৫।৮।২৩) ইত্যাদি গদ্যে তেন স্বমৃগপদস্পর্শেন পৃথিব্যা ভাগ্যং বর্ণিতম্॥ জী° ২৯॥

২৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর তটস্থা গোপীগণ বললেন—ধন্যা ইতি। **অমী**—'ইমে' এই। **অল্যো**—হে সখীগণ, সমদুঃখে দুঃখী হওয়া হেতু এঁদের সকলেরই প্রায় একভাব, তাই যুগপৎ সকলের সম্বোধন অতিশয় আশ্চর্য্যে। **দধুঃ**—অতীত কালসূচক এই পদের নির্দেশ নিশ্চয়তা জ্ঞাপনের জন্য! **ব্রহ্মেশৌরমাদেবী**—এই তিনের মধ্যে ব্রহ্মা থেকে শিব, শিবের থেকে রমাদেবী শ্রেষ্ঠ। তথাপি রমা যে তিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তা বুঝাবার জন্য 'দেবী' বিশেষণটি দেওয়া হল। **মুর্দ্ধ্নি**—মস্তকে ধারণ করলেন, এই পদে ভক্তির আতিশয্য বোঝান হয়েছে। **অঘম্**—অপরাধ, বা বিরহদুঃখ। **ধন্যা**—এই পদরজ ধন্য হওয়ার কারণ গোবিন্দের চরণস্পর্শ পেয়েছে—অতএব পদরজ সকল ব্রহ্মাদি দেবতাগণ মাথায় ধারণ করেন। এখানে ধ্বনি হল, কৃষ্ণচরণ সম্বন্ধে এই রজও ধন্য, আমরা কেবল তার অভাবে রজ থেকেও তুচ্ছ, এই কৃষ্ণ-

৩০। তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্ব্বন্ত্যুচ্চৈঃ পদানি যৎ।
যৈকাপহৃত্য গোপীনাং রহো ভুঙ্‌ক্তেঽচ্যুতাধরম্‌ ॥

৩০। **অন্বয়** ঃ তস্যাঃ (সুভগায়াঃ) অমূনি পদানি (পদচিহ্নানি) নঃ (অস্মাকম্‌) উচ্চৈঃ ক্ষোভম্‌ (অতিশয়ং দুঃখং) কর্বন্তি। যা (সুভগা) একা গোপীনাং অচ্যুতাধরং অপহৃত্য ভুঙক্তে।

৩০। **মূলানুবাদ** ঃ [প্রতিপক্ষ চন্দ্রাবল্যাদি বললেন—] সেই কামিনীর পদচিহ্ন সকল আমাদের মহা দুঃখ জন্মাচ্ছে; কারণ সে গোপী সাধারণের ভোগ্য শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত চুরি করত নির্জনে একা ভোগ করছে।

পদরেণুর মাহাত্ম্য ভাবনা গোপীদের প্রেমকৃতই। প্রেমা মাহাত্ম্যহীন বস্তুতেও মাহাত্ম্য স্ফূরিত করায়, যেখানে মহোত্ম্য আছে সেখানে যে করাবে তাতে বলবার কি আছে? অতঃপর প্রেমার আতিশয্যে মাহাত্ম্যেরও অতিশয় স্ফূর্তি হয়। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত আদিভরতের মৃগশিশু প্রেম— "এই ধরণী কি তপস্যা করেছিল, যেহেতু এই হরিণশিশুর চরণচিহ্নে সুশোভিত হয়ে দ্বিজগণের যজ্ঞস্থানরূপে পরিণত হয়েছে।"— (শ্রীভা০ ৫।৮।২৩)। জী০ ২৯॥

২৯। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ তটস্থপক্ষাস্তু তত্রানবধানাঃ কৃষ্ণপদান্যেবালক্ষ্যাহুঃ,—ধন্যা ইতি, ব্রহ্মাদ্যা অঘন্নুত্তয়ে বিচ্ছেদদুঃখাপনোদনায় যান্‌ মূর্ধ্ন্যা দধুরিত্যপরাহ্নে গোষ্ঠাগমনসময়ে কৃষ্ণসহচরবালকৈঃ প্রত্যহং তে স্বর্গাদবরুহ্য কৃষ্ণপাদধূলিগ্রাহিণো দৃশ্যন্তে এব। যদ্বক্ষ্যতে—"বন্দ্যমানমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈ"রিতি। বন্দিনস্তমুপদেবগণা যে ইতি চ। বয়ন্তু লজ্জয়ৈব যদ্ধর্ত্তুং ন শক্নুমস্তেনৈবৈতাবদঘং প্রাপ্নুম ইতিঃ ভাবঃ। বি০ ২৯॥

২৯। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ যাঁদের পূর্বশ্লোকে অবধানশূন্য বলা হল, সেই তটস্থাগণ অতঃপর কৃষ্ণপদচিহ্ন সকল চোখে পড়তেই বলে উঠলেন—ধন্যা ইতি। ব্রহ্মাদি **অঘন্নুত্তয়ে**—বিচ্ছেদদুঃখ দূর করার জন্য **যান্‌**—যে পদরজ মস্তকে ধারণ করেছিলেন—অপরাহ্নে সহচর বালকদের সহিত গোষ্ঠ থেকে আগমন সময়ে প্রত্যহ ব্রহ্মাদি দেবতাগণকে দেখা যায়, স্বর্গ থেকে নেমে এসে কৃষ্ণের পদধূলি গ্রহণ করতে। যথা—৩৫।২২ শ্লোকের উক্তি—"পথে ব্রহ্মাদি বৃদ্ধগণের দ্বারা তাঁর পদবন্দন।" এইরূপে দেখা যাচ্ছে সকল দেবতা কৃষ্ণ পদধূলির বন্দনা করে থাকেন, আমরাই কেবল লজ্জায় উহা ধারণ করতে সমর্থ নই, এতেই তাবৎ পাপপঙ্কে ডুবে যাচ্ছি এরূপ ভাব। বি০ ২৯॥

৩০। **শ্রীজীব বৈ০তো০টীকা** ঃ প্রতিপক্ষা আহুঃ—তস্যা ইতি। উচ্চৈরধিকং, ক্ষোভং অতিদুঃখম্‌, অপহৃত্যেতি একাকিত্বেন রহসি ভোগাৎ। যদ্বা চৌর্য্যেণ তয়া মায়াবিন্যা নীতত্বাদেব সোঽস্মান্‌ বিহায়াত্রাগতঃ, অন্যথা কথামাগচ্ছেদিতি ভাবঃ। গোপীনাং সামান্যতঃ সর্ব্বাসাম্‌, অস্মাকমেব ধনমিতি পাঠঃ ক্বচিৎ। স চ প্রায়ঃ সর্ব্বস্বমিতি তেষাং ব্যাখ্যামভীক্ষ্য। রহ ইতি পাঠস্তু সর্ব্বত্র। অচ্যুতস্য তাং ত্যক্ত্বাঽন্যত্র কাপ্যগচ্ছতোঽধরমিতি॥ জী০৩০॥

৩০। **শ্রীজীব বৈ০তো০ টীকানুবাদ** ঃ প্রতিপক্ষ চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোপীগণ বললেন— তস্যা ইতি। **উচ্চৈঃ**—অধিক, **ক্ষোভং**—দুঃখ। **অপহৃত্য**—একা একা নির্জনে ভোগের জন্য

৩১। ন লক্ষ্যন্তে পদান্যত্র তস্যা নূনং তৃণাঙ্কুরৈঃ।
খিদ্যৎসুজাতাঙ্ঘ্রিতলামুন্নিন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ॥

৩১। **অন্বয়** ঃ অত্র তস্যাঃ পদানি (পদচিহ্নানি) ন লক্ষ্যন্তে নূনং (নিশ্চিতং) প্রিয়ঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তৃণাঙ্কুরৈঃখিদ্যৎসুজাতাঙ্ঘ্রিতলাং (খিদ্যন্তী সুজাতে সুকুমারে অঙ্ঘ্রিতলে যস্যাঃ তাং) প্রেয়সীম্ উন্নিন্যে (স্কন্ধম্ আরোপিতবান্)।

৩১। **মূলানুবাদ** ঃ [রাধাসখী ললিতাদি বললেন—ওহে মৎসরতারূপ মহারোগগ্রস্তা গোপীগণ! দুঃখ করো না]

এখানে আর সেই রমণীর পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। [ললিতাদির প্রতি অন্য সখীরা বললেন] মনেহয় এখানে প্রিয় কৃষ্ণ দু বাহুতে জড়িয়ে কোলে তুলে প্রেয়সী রাধাকে নিয়ে গিয়েছে—তাঁর সুকুমার চরণতলের ব্যথা তাঁর অসহ্য হয়ে পড়ায়।

অপহরণ করেছে গোপীদের ধন কৃষ্ণাধরসুধা। অথবা, সেই মায়াবিনী চুরি করে নেওয়া হেতুই প্রিয়তম আমাদের ত্যাগ করে এসেছে। অন্যথা সে আসবে কেন, এরূপ ভাব। **গোপীনাং**—এই পদ গোপীসামান্যকে উদ্দেশ্য করেই ব্যবহৃত হয়েছে—অর্থাৎ গোপী সকলের অধরসুধা। 'ধনম্' এরূপ পাঠও ক্বচিৎ দেখা যায়। স্বামিপাদ এই 'ধনম্' পাঠ নিয়েই তার ব্যাখ্যায় 'ধনম্' পদের অর্থ সর্বস্ব' করেছেন। পাঠ সর্বত্রই 'রহ'। **অচ্যুত**—এই পদ ব্যবহারের ধ্বনি হচ্ছে—যিনি এই রমণীকে ত্যাগ করে কখনও অন্যত্র কোথাও যান না, সেই অচ্যুতের অধর। জী০ ৩০

৩০। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ প্রতিপক্ষসখ্য আহুস্তস্যা ইতি। উচ্চৈঃ জনয়ন্তি। গোপীনাং সর্ব্বাসামেবাস্মাকং ভোগ্যামচ্যুতাধরমেকৈব রহশ্চোরয়িত্বা ভুঙ্‌ক্তে তয়ৈব কামিন্যা কেনাপি কর্ম্মণৈনং বশীকৃত্যাস্মান্ প্রেমবতীস্ত্যাজয়িত্বা কৃষ্ণ এতাবদ্দূরমানীত ইতি ভাবঃ। বি০ ৩০॥

৩০। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ ক্ষোভং উচ্চৈঃ কুর্ব্বন্তি—মহাদুঃখ জন্মাচ্ছে। **গোপীনাং**—আমাদের সকল গোপীরই ভোগ্য অচ্যুতের অধর চুরি করে এনে সেই কামিনী নির্জনে একাই পান করছে—কোন্ অনির্বচনীয় সুকৃতি বলে কৃষ্ণকে বশীকৃত করত সেই প্রেমবতী আমাদের ত্যাগ করিয়ে এতাবৎ দূরে নিয়ে এল, এরূপ ভাব। বি০ ৩০॥

৩১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ ন লক্ষ্যন্ত ইতি মৎসরোক্তিত্বাৎ স্কন্ধমারোপিতবান্ ইতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। অত্র তান্ দৃষ্ট্বেতি তদসংপৃক্তান্ দৃষ্ট্বেত্যর্থঃ। যদ্বা, সখ্যোঽপ্যাহুর্নেতি। সখীবাক্যত্বাদেব খিদ্যদিত্যাদি প্রেয়সীমতিশয়েন তৎপ্রীতিবিষয়ামিত্যর্থঃ। অত উন্নিন্যে হস্তাভ্যামঙ্কে বিধায় নিন্য ইত্যর্থঃ। জী০ ৩১॥

৩১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ **ন লক্ষ্যন্তে ইতি**—সেই রমণীর পদচিহ্ন তো আর দেখা যাচ্ছে না—এ মৎসরোক্তি হওয়া হেতু 'উন্নিন্যে' পদের স্বামিপাদ ব্যাখ্যা করলেন, ঐ রমণীকে কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। আরও তাঁর ব্যাখ্যায় 'তান্ দৃষ্টা' পদের অর্থ করলেন—রাধার চরণচিহ্নের সহিত অমিশ্রিত শুধু কৃষ্ণের চরণচিহ্ন দেখে। অথবা 'ন লক্ষ্যন্তে ইতি' সখী-

৩২। ইমান্যধিকমগ্নানি পদানি বহতো বধূম্।
গোপ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণস্য ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ।
অত্রাবরোপিতা কান্তা পুষ্পহেতোর্মহাত্মনা॥

৩২। **অন্বয়** ঃ (হে) গোপ্যঃ, বধূম বহতঃ ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ কৃষ্ণস্য অধিকমগ্নানি ইমানি পদানি (পদচিহ্নানি পশ্যত অত্র পুষ্পহেতোঃ মহাত্মনাঃ (কৃষ্ণেন) কান্তা অবরোপিতা (ভূমৌ অবতারিতা অভবৎ)।

৩২। **মূলানুবাদ ঃ** [ওহে গোপীগণ ! বিচার বিবেচনা না করেই কথা বলছ-যে। পদচিহ্ন না-দেখা যাওয়াটাই তো আমাদের অধিক দুঃখদায়ক, এরূপ কথার সূচনা করে প্রতিপক্ষ চন্দ্রাবল্যাদি বললেন—]

হে গোপীগণ। দেখ দেখ, বধূবাহী, ভারাক্রান্ত, কামুক কৃষ্ণের পদচিহ্ন সকল এখানে মাটির গভীরে ঢুকে গিয়েছে। দেখ দেখ এস্থানে পুষ্পচয়ন মানসে প্রিয়াকে কোল থেকে নামিয়েছে বিদগ্ধশিরোমণি কৃষ্ণ।

গণের বাক্যও হতে পারে—সখী-বাক্য বলেই 'সুকোমল পদতল ব্যথিত' কথার মধ্যে এরূপ সমবেদনার ভাব। **প্রেয়সীম্**—তাঁর অতিশয় প্রীতির বিষয়, তাই **উন্নিন্যে** - দু হাতে জড়িয়ে কোলে তুলে নিয়ে চললেন, এরূপ অর্থ। জী° ৩১॥

৩১। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ ভো মৎসরমহারোগগ্রস্তাঃ, মাখিদ্যত নাত্র তস্যাঃ পদানি সন্তীতি তস্যাঃ প্রিয়সখ্য আহুঃ —নেতি। তাঃ প্রত্যেব সহর্ষাপাঙ্গমন্যাঃ সখ্যো নীচৈঃ সবিতর্কমাহুঃ,—নূনমিতি। উন্নিন্যে ভুজাভ্যামুদ্গৃহ্য স্ববক্ষ আরোহয়ামাসেত্যর্থঃ। যতঃ প্রেয়সীং অতিপ্রীতিবিষয়ত্বাত্তচ্চরণতল খেদস্যাসহত্বাৎ, ইহ খলু তৎসখীনামুভয়বিধং সুখং। তস্যাস্তাদৃশসৌভাগ্যদর্শনোত্থং বিপক্ষাণাং তাদৃশদুঃখদর্শনোত্থং চেতি জ্ঞেয়ম্। বি° ৩১॥

৩১। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** ওহে মৎসরতারূপ মহারোগগ্রস্তা গোপীগণ। দুঃখ করো না। এখানে আর সেই রমণীর পদচিহ্ন নেই, এই আশয়ে রাধার প্রিয়সখী ললিতাদি বললেন—ন ইতি। এখানে আর রাধার পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। এই ললিতাদির প্রতিই আবার অন্য প্রিয় সখীরা আনন্দের সহিত বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে দেখে আস্তে আস্তে বিতর্কের সহিত বললেন—নূনং ইতি। মনেহয় **উন্নিন্যে**— দুই বাহুদ্বারা নিজ বক্ষে উঠিয়ে আলিঙ্গন বদ্ধ করে নিয়ে গিয়েছেন, **প্রেয়সীং**—প্রেয়সীকে, কারণ অতি প্রীতি বিষয় হওয়া হেতু তাঁর সুকুমার চরণতলের ব্যথা অসহ্য হল তাঁর। এ বিষয়ে রাধার সখীদের উভয়বিধ সুখ হল—এক তো রাধার তাদৃশ সৌভাগ্য-দর্শনোত্থ সুখ, আর বিপক্ষগণের তাদৃশ দুঃখ-দর্শনোত্থ সুখ। বি° ৩১॥

৩২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ অথ প্রতিপক্ষাঃ সাসূয়মাহুঃ—ইমানীতি। হে গোপ্য ইতি বিদগ্ধা-ভির্যুষ্মাভিরেতল্লক্ষ্যত ইতি ভাবঃ। কামিনঃ কেবলকামপরতন্ত্রস্য, ন তু প্রেমরসবিদগ্ধস্যেত্যর্থঃ। পুনঃ সখ্য আহুঃ—অত্রেত্যর্দ্ধম্। মহাত্মনা বিদগ্ধশিরোমণিনেত্যর্থঃ। তদেতৎ সার্দ্ধপদ্যং ক্বচিন্ন দৃশ্যতে চ, অতো নাঙ্কঃ কৃতঃ। জী° ৩২॥

৩২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর প্রতিপক্ষা গোপীগণ অসূয়ার সহিত বলছেন, **ইমানি ইতি**। এই দেখ এখানে ভারাক্রান্ত কামী কৃষ্ণের এই পদচিহ্ন সকল। **গোপ্য!** —হে গোপীগণ! এই সম্বোধনের ধ্বনি, তোমরা বিদগ্ধ, লক্ষণের দ্বারা বুঝতেই পারছ ইত্যাদি। **কামিনঃ**—কৃষ্ণ কেবল কামপরতন্ত্র, কিন্তু প্রেমরস বিদগ্ধ নয়। পুনরায় সখীগণ বললেন—অত্র ইতি অর্ধশ্লোক। **মহাত্মনঃ**—বিদগ্ধশিরোমণি কৃষ্ণের। এই অর্ধপদ ক্বচিৎ দেখা যায়, কাজেই পৃথক সংখ্যা না করে, এই ৩২ এর মধ্যেই দেওয়া হল। জী° ৩২॥

৩২। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** ভো অসমীক্ষ্যভাষিণ্যঃ, মাখিদ্যতেতি কিং ব্রূধ্বে তৎপদানাং দর্শনাদপ্যদর্শনমতি-দুঃখাকরমস্মৎপ্রাণানামদর্শনং সম্ভাবয়তীতি দ্যোতয়ন্ত্যঃ প্রতিপক্ষা আহুঃ,—ইমানীতি। বধূমিত্যনুপনীতেনাপি কৃষ্ণেন বনেঽত্র সা স্ববধূরেব কৃতেতি ভাবঃ। অতএব ভারাক্রান্তস্য গৃহস্থাঃ খলু কলত্রভারাক্রান্তা ইতস্ততো ভ্রমন্ত্যেবেতি ভাবঃ। কামিনঃ নতু প্রেমিণঃ, প্রেমবতীনামপ্যস্মাকং ত্যাগাদিত্যত এব কাম এব তং তাং বাহয়েদন্যথা ব্রজেন্দ্রকুমারো হ্যতিসুকুমারঃ কিং গোপালিকায়া বাহনো ভবেদিতি ভাবঃ। পুনঃ সখ্য আহুঃ,—অত্রেতি। মহাত্মনা বিদগ্ধশিরো-মণিনেত্যর্থঃ। যদ্বা, মহে তৎপ্রসাধনোৎসবে আত্মা মনো যস্য তেন। পুষ্পহেতোঃ পুষ্পার্থং অবরোপিতেত্যশোক-বৃক্ষোঽয়মস্যাঃ পাদস্পর্শং প্রাপ্য সদ্যঃ পুষ্পতি। যথাহমেতৎপুষ্পৈরিমাং প্রসাধয়েয়মিতি বুদ্ধ্যেত্যর্থঃ। অতএব মহাত্মনা মহাবুদ্ধিমতা। বি° ৩২॥

৩২। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** হে অসমীক্ষভাষিণী গোপীগণ! দুঃখ করো না, এসব কি বলছ? বিচার বিবেচনা না করেই কথা বলছ-যে। সেই রমণীর পদচিহ্ন দর্শন থেকে অদর্শন বেশী দুঃখকর, ইহা আমাদের প্রাণসমূহেরই অদর্শন ঘটিয়ে দিচ্ছে যেন, এরূপ কথার সূচনা করে প্রতিপক্ষ চন্দ্রাবল্যাদি বললেন—**ইমানি ইতি**—এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন সকল ভূমিতে অধিক অধিক ঢুকে গিয়েছে। **বধূম্**—বিবাহিতা না হলেও এই বনে কৃষ্ণ তাঁর সহিত নিজ বধূর মতই ব্যবহার করেছেন, এরূপ ভাব। অতএব **ভারাক্রান্তস্য** কৃষ্ণ ভারাক্রান্ত হয়ে ঘুরছিলেন. যেমন না-কি গৃহস্থগণ স্ত্রীপুত্র ভারে আক্রান্ত হয়ে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়, এরূপ ভাব।

কামিনঃ—প্রেমবতী আমাদের ত্যাগ করা হেতু বুঝাই যাচ্ছে, কৃষ্ণ কামুক, প্রেমিক নন। অতএব কামপরতন্ত্র হয়েই সেই রমণীকে বহন করেছে, অন্যথা অতি সুকুমার ব্রজেন্দ্রকুমার কি গোপালিকার বাহন হতে পারে, এরূপ ভাব। পুনরায় সখীগণ বললেন—**অত্র ইতি** এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কান্তাকে কোল থেকে নামিয়েছেন। **মহাত্মনা**—বিদগ্ধশিরোমণি, বা কান্তার প্রসাদন-উৎসবে 'আত্মা' মন যার সেই কৃষ্ণ **পুষ্পহেতোঃ**—পুষ্পের জন্য **অবরোপিতা**—এখানে কান্তাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়েছেন—এই বুদ্ধিতে, এই সম্মুখের অশোক বৃক্ষ কান্তার পাদস্পর্শ পেয়ে সদ্যই ফুলে ফুলে ভরে উঠবে, আর আমি এই ফুলে প্রিয়াকে সাজাবো—তাই তো বলি প্রিয়তম আমাদের মহাবুদ্ধিমান্। বি° ৩২॥

৩৩। অত্র প্রসূনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়সা কৃতঃ।
প্রপদাক্রমণে এতে পশ্যতাঽসকলে পদে ॥
৩৪। কেশপ্রসাধনং ত্বত্র কামিনাঃ কামিনা কৃতম্।
তাণি চূড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ ধ্রুবম্ ॥

৩৩। **অন্বয়** ঃ অত্র প্রেয়সা (প্রিয়েণ কৃষ্ণেন) প্রিয়ার্থে প্রসূনাবচয়ঃ কৃতঃ (যতঃ) প্রপদাক্রমেণ পাদাগ্রাভ্যাং উচ্চকুসুম অবচয়ার্থং আক্রমণং যয়োঃ (তে) অসকলে (অর্দ্ধমগ্নে) এতে পদে (পাদাঙ্কৌ) পশ্যত।

৩৪। **অন্বয়** ঃ অত্র কামিনা (কৃষ্ণেন) কামিন্যাঃ কেশ প্রসাধনং কৃতং, তু (ভিন্ন উপক্রমে) ইহ (অস্মিন্ স্থানে) কান্তাং (অধিকৃত্য) চূড়য়তা (শিরোভূষণং কুর্বতা কৃষ্ণেন) ধ্রুবং উপবিষ্টং।

৩৩। **মূলানুবাদ** ঃ এই এখানে প্রিয়াকে অলঙ্কৃত করার জন্য কৃষ্ণ অশোক-শাখায় পুষ্প চয়ন করেছেন, দেখ-না নাগালের বাইরে উচ্চশাখায় চয়নের জন্য পায়ের ডগায় ভর দিয়ে দাড়িয়েছিলেন, তাই পদচিহ্ন অসম্পূর্ণ রূপে দেখা যাচ্ছে।

৩৪। **মূলানুবাদ** ঃ (কৃষ্ণের দুই জানুর মাঝখানে উপবিষ্ট সেই রমণীর পদচিহ্নে লক্ষ্য পড়ায় বিপক্ষগণ পুনরায় বললেন---) অহো কামুক কৃষ্ণ এখানে সেই কামিনীর চুল বেধে দিয়েছে। আরও পূর্বচয়িত কুসুমরাজিতে প্রিয়ার চূড়া বেধে দেওয়ার জন্য এখানে সে বসেছিল নিশ্চয়।

৩৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ অথান্যাঃ সখ্য আহুঃ—অত্র প্রসূনেতি। প্রেয়সা অতিশয়েন প্রীতিকর্ত্রা, পূর্ব্বত্র লিঙ্গমাহুঃ—প্রপদেত্যর্দ্ধেন। পদে ইতি। প্রতি পুষ্পবৃক্ষমিতি শেষঃ, অতএব বহুত্বং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'পুষ্পাবচয়মত্রোচ্চৈশ্চক্রে দামোদরো ধ্রুবম্। যেনাগ্রাক্রান্তিমাত্রাণি পদান্যত্র মহাত্মনঃ ॥' ইতি। জী° ৩৩ ॥

৩৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ অতঃপর অন্যসখীগণ বললেন—অত্র প্রসূন ইতি। এখানে প্রিয়ার জন্যে প্রিয় পুষ্পচয়ন করেছেন। (প্রেয়সা—অতিশয় প্রীতিকারী (কৃষ্ণের দ্বারা)। এই পুষ্পচয়ন যে করেছেন তার চিহ্ন বলা হচ্ছে অর্ধশ্লোকে, **প্রপদা ইতি**—পায়ের পাতার উপর ভর করে দাঁড়িয়ে এতে—প্রতি পুষ্পবৃক্ষ তলে এইরূপে দাঁড়ালেন, অতএব 'এতে' (এই সকল) বহুবচন প্রয়োগ---শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বহুবহু পদচিহ্নের কথাই বলা হয়েছে, যথা—"শ্রীকৃষ্ণ এস্থানে অনেক পুষ্পচয়ন করেছিলেন, ইহা নিশ্চয়; যেহেতু এ স্থানে সেই মহাত্মার পায়ের পাতার চিহ্ন বহুবহু দেখা যাচ্ছে।" জী° ৩৩ ॥

৩৩। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ অত্রাশোকশাখায়াং প্রসূনানামবচয় ইত্যত এবাত্র প্রসূনানি ন সন্তীতি ভাবঃ। কিঞ্চিদ্দূরশাখায়া হস্তাপ্রাপ্যায়াঃ পুষ্পাবচয়নার্থং প্রপদাভ্যামাক্রমণং ক্ষৌণিসম্মর্দ্দনং যতস্তে পদে অতএব অসকলে সম্পূর্ণয়োস্তয়োর্ভূবি চিহ্নাদর্শনাৎ। বি° ৩৩ ॥

৩৩। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ এখানে প্রিয়ার জন্য অশোক শাখায় কৃষ্ণ পুষ্প-চয়ণ করেছেন, তাই এখানে নীচের দিকে আর পুষ্প নেই, এরূপ ভাব। কিঞ্চিৎ উপরের হাতের নাগালের বাইরের শাখায় পুষ্প-চয়নের জন্য **প্রপদাক্রমণে পদে**—পায়ের অগ্রভাগ দ্বারা মাটিতে ভর

৩৫। রেমে তয়া স্বাত্মরত আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ।
কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতাম্॥

৩৫। **অন্বয়ঃ** স্বাত্মরতঃ (স্বতস্তুষ্ট) আত্মারামঃ অখণ্ডিতঃ (স্ত্রীবিভ্রমৈঃ অখণ্ডিতচিত্তঃ কৃষ্ণঃ) কামিনাং দৈন্যং স্ত্রীনাং চ এব দুরাত্মতাং দর্শয়ন্ (দর্শয়িতুম্) তয়া (সহ) রেমে (বিহারং চকার)।

৩৫। **মূলানুবাদ ঃ** শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! নিজেতেই পূর্ণকাম ও স্বরূপানন্দ আবেশে তৎপর হয়েও অবিচ্ছিন্ন ভাবে সেই রমণীর প্রেমবশ কৃষ্ণ তাঁর সহিত রতিসুখ ভোগ করলেন—কামিগণের দৈন্য ও স্ত্রীগণের দৌরাত্ম্য দেখাবার জন্য।

করে দাড়িয়েছিলেন; অতএব **অসকলে**—ভূমিতে সেই পদের অসম্পূর্ণ চিহ্ন মাটিতে দর্শন হচ্ছে। বি° ৩৩॥

৩৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** গর্ভকাখ্য-মাল্য-খণ্ডপতনং দৃষ্ট্বা পুনর্বিপক্ষা আহুঃ—কেশেত্যর্দ্ধেন। তু-শব্দো ভিন্নোপক্রমে, হীতি পাঠে নিশ্চয়ম্। প্রসাধনপ্রয়োজনং সূচয়ন্তি—কামিন্যাঃ কামিনেতি, কামক্রীড়াসুখার্থ-মিত্যর্থঃ। তাদৃশোপবেশং দৃষ্ট্বা সখ্যস্বাহুঃ—তানীত্যর্দ্ধেন। চূড়য়তেতি জ্ঞানন্তু স্বদেশে তাদৃশবেশস্য প্রায়শো দৃষ্টেতি জ্ঞেয়ম্। জী° ৩৪॥

৩৪। **শ্রীজীব বৈ° (তো°) টীকানুবাদ ঃ** খোঁপার মালা মাটিতে পড়ে আছে দেখে বিপক্ষাগণ পুনরায় বললেন—কেশ ইতি অর্ধশ্লোকে। 'তু' শব্দ ভিন্ন উপক্রমে অর্থাৎ অন্য কথা আরম্ভে। নিশ্চয়ার্থে 'হি' পাঠও কোথাও কোথাও দেখা যায়। প্রসাধনের প্রয়োজন নির্দেশ করতে গিয়ে **কামিন্যাঃ কামিনা**—'কামীকৃষ্ণ কামিনীর' এরূপ বাক্য প্রয়োগ থেকে বুঝা যাচ্ছে কামক্রীড়া সুখই প্রয়োজন এই প্রসাধনের। চুল বাঁধার ভঙ্গীতে বসার চিহ্ন দেখে সখীগণ বললেন— তানি ইতি এই অর্ধশ্লোকে—সেই কুসুমের দ্বারা কামিনীকে **চূড়য়তা** চূড়াবতী করেছেন অর্থাৎ কামিনীর চূড়া বেঁধে দিয়েছেন। ব্রজে রাধার তাদৃশ চূড়াবন্ধনে কৃষ্ণের বসার ভঙ্গী বহুবার দেখেছেন গোপীগণ, তাই বসার চিহ্ন দেখেই অনুমান করতে পারলেন। জী° ৩৪॥

৩৪। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** কৃষ্ণজানুস্তরূপবিষ্টায়াস্তস্যাশ্চিহ্নং দৃষ্ট্বা পুনর্বিপক্ষা আহুঃ,—কেশানাং প্রসাধনং অত্রত্য বনদেবতা দত্তকঙ্কতিকয়েতি বুদ্ধ্যতে। কামিন্যাঃ নতু প্রেমবত্যাঃ স্বসখীরপি বঞ্চয়িত্বা কামুকং নীত্বা রহো গতত্বাৎ। কামিনা নতু প্রেমবতা প্রেমবতীনামপ্যস্মাকং বিরহপীড়াননুসন্ধানাৎ। ততশ্চ তানি তৈঃ প্রসূনৈঃ কেশৈর্বা কান্তাং কামিনীং চূড়য়তা নর্ম্মণা পৌরুষং ব্যঞ্জয়িতুং চূড়াবতীং কুর্ব্বতা ইহ ধ্রুবমুপবিষ্টমিতি রহঃ কেলিবার্ত্তাপ্যভূদিতি ভাবঃ। বিন্মতোর্লুগিতি মতুপো লুক্। বি° ৩৪॥

৩৪। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** কৃষ্ণের জানুর মধ্যবর্তী স্থানে উপবিষ্ট সেই রমণীর পদচিহ্ন দেখে বিপক্ষাগণ পুনরায় বললেন—শ্রীকৃষ্ণ এখানে বসে সেই রমণীর চুল বেঁধে দিয়েছেন—এখানকার বনদেবতার দেওয়া চিরুণি দিয়ে এ কাজ হয়েছে, এরূপ বুঝতে হবে **কামিন্যা**—এ রমণী কামুকী, প্রেমবতী নয়; কারণ নিজ সখীদেরও বঞ্চনা করে কামুককে নিয়ে নির্জন স্থানে

চলে গিয়েছে। **কামিনা**—কৃষ্ণ কামী, প্রেমবান্ নয়—কারণ প্রেমবতী আমাদের বিরহপীড়ার অনুসন্ধান পর্যন্ত করল না। চুল বাধার পর **তানি**—সেই ফুলের দ্বারা বা চুলের দ্বারা **চূড়য়তা**—কৌতুকে পুরুষ-পুরুষ যাতে দেখায় তার জন্য চূড়াবতী করেছে তাঁর প্রিয়াকে কৃষ্ণ। এই স্থানে নিশ্চয়ই বসেছিলো **রহঃ**—নির্জনে, কেলিবার্তাও হয়েছিল, এরূপ ভাব। বি° ৩৪॥

৩৫। **শ্রীজীব বৈ° তো টীকা ঃ** তদেবং শ্রীগোপীজনমুখেনৈব তয়া সহ তল্লীলাং প্রশস্য স্বয়মপি প্রশংসতি—রেমে ইতি। স্বৈঃ স্বাংশরূপৈর্বৈভবৈর্বৈকণ্ঠীয়-লক্ষ্ম্যাদিভির্গোষ্ঠসম্বন্ধিপ্রেয়স্যাদিভিশ্চ হেতুভিরপরাপেক্ষারহিততয়া তত্তদংশিনি আত্মনি স্বস্মিন্নেব রতঃ স্বেনৈব পূর্ণকাম ইত্যর্থঃ। তাদৃশোঽপি তথা আত্মারামঃ স্বরূপানন্দাবেশ-তৎপর ইত্যর্থঃ। তাদৃশোঽপি তয়া হেতুনা রেমে, তত্তদনাদৃত্য নন্দতি স্ম। তত্র হেতুঃ—তয়েত্যর্থঃ। তচ্ছব্দস্য বক্তৃবুদ্ধিস্থ-বৈলক্ষণ্যব্যঞ্জকত্বাৎ সর্ব্বাধিকতৎপ্রেমাশ্রয়বিষয়রূপয়েত্যর্থঃ। রেমে তয়া চাত্মরত ইতি পাঠে আত্মারাম শব্দেন পৌনরুক্ত্যাপাতাৎ তৎপূর্ণকামাত্মকত্বাদেবাত্মরত ইতি লভ্যতে। চ-শব্দশ্চ যথা তয়া তস্য রমণং তাভির্বিতর্কিতম্ তথা রেমে চ ইতি বোধয়তি। তদেবমপি পূর্ব্ববদেব বিবক্ষিতম্। নন্থ তাভির্লক্ষ্ম্যাদিভিঃ প্রেয়স্যাদিভিরপি তস্য রমণং দৃশ্যতে, তত্রাহ—অখণ্ডিতঃ, অনয়া হেতুনা যথা ততস্ততঃ খণ্ডিতঃ স্যাৎ। স্বপতেঃ সকাশাৎ খণ্ডিতানায়িকা-বন্মনসা বিচ্যুতঃ স্যান্ন তথাস্যাঃ সকাশাদয়ং লক্ষ্ম্যাদিভির্হেতুভির্ন কদাচিদপীত্যর্থঃ। অতঃ প্রেমনির্জ্জিতত্বাদনেন তস্যাং স্বং সর্ব্বং সমর্পিতমিতি সূচিতম্। তচ্চ প্রিয়জনপ্রেমবশত্বং তস্য মহানেব গুণ ইতি পূর্ব্বং বহুশো লিখিতং, শ্রীভাগবতামৃতে চ বিবৃতম্। তদেবং তাদৃশালম্বনত্ব-প্রেমবশত্ববিহীনাঃ কামিনঃ কামিন্যশ্চ স্বমহিম্না পরাস্ততয়া দর্শিতা ইত্যাহ—কামিনাং দর্শয়ন্নিতি। অত্র কামিনামিতি, মলমূত্রাদিতয়াপরিণামিভিরন্নজলাদিভিস্তর্প্যমাণো যো দেহস্তত্তর্পণেচ্ছারূপকামস্বভাবানাং, ন তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহতয়া স্বতস্তৃপ্তানাং, ন তু বা প্রিয়জনতর্পণমাত্রস্বসুখলক্ষণপ্রেমস্বভাবানামিত্যর্থঃ। তেষাং দৈন্যং দুর্গতত্বম্, তথা স্ত্রীণামপি মলমূত্রেত্যাদিলক্ষণানাং, ন তু তস্যাপি রমণহেতুতাবগতসচ্চিদানন্দেত্যাদি-লক্ষণানামিত্যর্থং। তথা চ তাসাং তদ্বিরোচনযোগ্যতা বক্ষ্যতে, 'তাভির্বিধূতশোকাভিঃ' (শ্রীভা ১০।৩২।১০) ইত্যাদিনা। তদন্যস্ত্রীণাং দুরাত্মতাং তাদৃশ-দুর্গতনায়কং বশীকৃত্য হর্ষগর্ব্বাদি-দুষ্টস্বভাবতামিত্যর্থঃ। তদুক্তং শ্রীরুক্মিণীদেব্যা—'ত্বক-শ্মশ্রুরোমনখকেশ-' (শ্রীভা ১০।৬০।৪৫) ইত্যাদিনা। অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য তাবদ্বৈলক্ষণ্যমুক্তমেব। 'যা তে পদাব্জম্' ইত্যাদৌ তদ্বৈলক্ষ্যানুভবযোগ্যাশ্চ কাশ্চিদেব তদ্বদ্বিলক্ষণা এব ভবন্তীতি চ জ্ঞাপিতম্। তদেবং তেষাঞ্চ দৈন্যং তাসাং দুরাত্মতাং দর্শয়ন্নিতি 'দর্শয়দ্ধিধুপরাজয়ং রমাবক্ত্রমুল্লসতি ধৃতলাঞ্ছনম্' ইতিবৎ; 'সৎ-সরসিজোদর-শ্রীমুষা' (শ্রীভা ১০। ৩১।২) ইতিবচ্চ। বাগ্ভঙ্গ্যা স্বতস্তত্তন্নিষ্কর্ষাতিশয় এব প্রতিপাদিতঃ, ন তু বুদ্ধিপূর্ব্বিকা তেন তদ্দর্শনা সতি স্বাত্মরতত্বাদিকে কামিদৈন্যাদি-দর্শনার্থমুপহাসক-জনবত্তদনুকরণনপি ন ঘটত ইত্যন্যথা তু ন ব্যাখ্যাতম্। ভক্তপ্রেম-বশতা তু 'নাহমাত্মানমাশাসে' (শ্রীভা ৯।৪।৬৪) ইত্যাদিষু বহুষু সম্মতৈব। জী° ৩৫॥

৩৫। **শ্রীজীব বৈ° (তো° টীকানুবাদ ঃ** শ্রীশুকদেব এই প্রকারে শ্রীগোপীজনের মুখে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেই লীলার প্রশংসা করবার পর নিজ মুখেও প্রশংসা করছেন—রেমে ইতি। **স্বাত্মরত**—'স্বৈঃ' স্বাংশরূপ বৈভব বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী প্রভৃতি ও ব্রজসম্বন্ধী প্রেয়সী প্রভৃতির কারণে অপর কিছুর অপেক্ষা রহিত হওয়া হেতু সেই উভয়ের অংশী 'আত্মনি' নিজেতেই 'রত' অর্থাৎ নিজেতেই পূর্ণকাম। আবার এরূপ হয়েও **আত্মারামঃ** স্বরূপানন্দ

আবেশে তন্ময়। এরূপ হয়েও সেই রমণীর কারণে **রেমে**—রমণ করলেন অর্থাৎ আনন্দ লাভ করলেন, সেই রমণীর কারণে লক্ষ্মী প্রভৃতি ও ব্রজপ্রেয়সীদের অনাদর করে, শ্লোকের 'তয়া' ('সেই রমণী') শব্দটিতে বক্তা শ্রীশুকদেবের বুদ্ধির বৈলক্ষণ্য প্রকাশক হওয়া হেতু এখানে অর্থ আসছে, সেই রমণী সর্বাধিক কৃষ্ণপ্রেমাশ্রয়-বিষয় রূপা। 'রেমে তয়া চাত্মরত' এরূপ পাঠান্তর আছে, 'আত্মরত' অর্থ—আত্মারাম করলে পুনরুক্তি এসে যাওয়ায় অর্থ আসছে, কৃষ্ণ পূর্ণকাম হওয়া হেতুই স্বতঃতুষ্ট। এপাঠের 'চ' শব্দে অর্থান্তর হয়, তা এইরূপ—সেই রমণীর সহিত কৃষ্ণের রমণ পূর্বপূর্ব শ্লোকে গোপীরা যেরূপ বিচার করেছেন, রমণও সেই প্রকারই হয়েছে। বক্তব্যও পূর্বের মতই এখানে। বা যদি বলা যায়, সেই লক্ষ্ম্যাদি ও অন্যান্য ব্রজপ্রেয়সীগণের সহিতও তো কৃষ্ণের রমণ দেখা যায়, এরই উত্তরে **অখণ্ডিত**—রাধার সহিত রমণ হল অখণ্ডিত অর্থাৎ এই রাধার জন্য যেরূপ লক্ষ্ম্যাদি সেই সেই প্রেয়সীর নিকট থেকে ছেদ প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ নিজপতির নিকট থেকে খণ্ডিতা নায়িকা যেরূপ মনে মনে বিচ্যুত হয়ে যান, কখনও সেরূপ হন না কৃষ্ণ, রাধার নিকট থেকে লক্ষ্ম্যাদির হেতু। অতএব এখানে সূচিত হচ্ছে, কৃষ্ণ রাধার প্রেমে পরাজিত হওয়া হেতু নিজের সর্বস্ব রাধাকে সমর্পণ করেছেন। কৃষ্ণের এই যে প্রিয়জনপ্রেমবশ্যতা, এ তাঁর মহান্ গুণই। এ সম্বন্ধে পূর্বে বহু লেখা হয়েছে—শ্রীভাগবতামৃতেও বিবৃত আছে। এইরূপে দেখা যাচ্ছে, রাধার এতাদৃশ প্রেমা যে কৃষ্ণ 'স্বতঃতুষ্ট' প্রভৃতি হলেও বশীভূত হয়ে থাকেন, কৃষ্ণেরও এতাদৃশ প্রেমা যে এর কাছে তাদৃশ আত্মারামতা গুণও তুচ্ছিকৃত হয়ে যায়। তাদৃশ আলম্বনত্ব ও প্রেমবশত্ব বিহীন কামিনী ও কামিগণকে বৃষ্ণমহিমায় পরাজয় প্রাপ্ত রূপে দেখান হল। এই আশয়ে বলা হচ্ছে, এই সংসারের কামিদের দৈন্য দেখিয়ে। এখানে **কামিণাং**—মলমূত্রাদি রূপে পরিণাম প্রাপ্ত ও অন্ন-জলাদি দ্বারা তৃপ্তি প্রাপ্ত যে দেহ, তারই তৃপ্তি বিধানের ইচ্ছারূপ কামস্বভাব বিশিষ্ট সাংসারিক লোকের **দৈন্য**—দুর্গতি দেখিয়ে। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপ হওয়া হেতু যাঁরা স্বতঃতৃপ্ত তাঁদের কথা নয় এখানে। কিম্বা প্রিয়জনের তৃপ্তি বিধানেই যারা স্বসুখ মানে, তাদৃশ প্রেমিকদের কথাও নয় এখানে। তথা **স্ত্রীণাং**—উপর্যুক্ত মলমূত্রাদি দোষে দোষিত স্ত্রীগণের দৌরাত্ম্য দেখিয়ে। 'স্ত্রীণাং' পদে সেই রমণীর অর্থাৎ রাধার কথা হচ্ছে না, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই রমণে প্রসিদ্ধ সচ্চিদানন্দ ইত্যাদি লক্ষণা ব্রজদেবীদের কথাও হচ্ছে না। তাঁদের যে কৃষ্ণের বিশেষ প্রীতি জন্মানোর যোগ্যতা আছে, তা পরেও বলা হয়েছে, যথা—"শ্রীকৃষ্ণ বিগতশোক গোপীগণে পরিবৃত হয়ে সর্বাধিক শোভাপ্রাপ্ত হন।" (শ্রীভা° ১০।৩২।১০)। অতএব অন্য স্ত্রীদেরই অর্থাৎ যারা তাদৃশ দুর্গত নায়ককে বশীভূত করে হর্ষ-গর্বাদিতে মত্ত হয়ে যায়, সেই সাংসারিক দুষ্টস্বভাবের স্ত্রীদেরই কথা হচ্ছে এখানে। শ্রীরুক্মিণী দেবী এদের কথাই বলেছেন, যথা—"যে স্ত্রীলোক হে কৃষ্ণ তোমার পদকমলমধুর ঘ্রাণ

পায়নি, সেই রমণীই চর্ম-শ্মশ্রু-রোম-নখাদি যুক্ত শবতুল্য শরীরধারী পুরুষাধমকে স্বামী জ্ঞান করে।"— (শ্রীভা° ১০।৭।৪৫)। এই ৭।৪৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের তাবৎ বিলক্ষণতাই বলা হল। আরও এই শ্লোকে "যে স্ত্রীলোক হে কৃষ্ণ তোমার পদকমলমধুর ঘ্রাণ পায় নি" ইত্যাদি কথায় কৃষ্ণের তাবৎ বিলক্ষণতারই অনুভবযোগ্যা কোনও কৃষ্ণবৎ বিলক্ষণা রমণী যে রয়েছে, তাও জানানো হল। সুতরাং এইরূপে কামিদের দুর্গতি ও স্ত্রীদের দৌরাত্ম্য দেখিয়ে কৃষ্ণ রমণ করলেন, এই যে কথাটা, এ বুঝে নিতে হবে উদ্ধৃত এই শ্লোকানুসারে, যথা 'দর্শয়দ্বিধুপরাজয়ং" এবং "সৎসরসিজোদর"— (শ্রীভা° ১০।৩১।৩২) অর্থাৎ গোপীগণ বলছেন—"হে সম্ভোগ-রসাধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, হে অভীষ্টপ্রদ, আমরা তোমার বিনামূল্যের দাসী। তুমি উৎফুল্ল কমলের গর্বহারী নেত্র দ্বারা আমাদের বধ করছ " একথা কৃষ্ণের প্রতি দৌরাত্ম্য নয়, ইহা মহাভাবময়ী ব্রজগোপীদের মুখে অপূর্ব রসোদ্গার, কৃষ্ণের প্রতি সুখ-সেবা, যার আস্বাদনে কৃষ্ণ আনন্দ-বিভোর। এই শ্লোকে বাগ্‌ভঙ্গীতে কৃষ্ণের সেই সেই রূপগুণাদি স্বতঃই প্রকাশিত হয়েছে, ইহা কিছু বুদ্ধি-প্রণোদিত নয়। কৃষ্ণ যদি সত্যই দৌরাত্ম্য দেখতেন, তবে স্বাত্মরত-আত্মারাম তার পক্ষে কামিদৈন্যাদি দেখানোর জন্য উপহাসাস্পদ সাংসারিক জনের মতো সেই অনুকরণও হতো না। অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা হতে পারে না। কৃষ্ণের ভক্তপ্রেমবশতা বহু শ্লোকসম্মত, যথা "যাঁদের আমিই একমাত্র আশ্রয়, সেই সাধুগণ ব্যতীত আমি নিজ স্বরূপগত আনন্দ ও নিত্য ষড়ৈশ্বর্যসম্পত্তির অভিলাষ করি না।"—(শ্রীভা ৯।৪।৬৪) ইত্যাদি। জী° ৩৫ ॥

৩৫। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ তদেবং গোপীনামুক্তিভিরেব তস্যাঃ সৌভাগ্যাতিশয়ং দর্শয়িত্বা স্বয়মপি তমুপপাদয়তি,—রেমে ইতি। আত্মারামোঽপি তয়া সহ রেমে। তত্র হেতুঃ স্বাত্মরতঃ তয়া সহ শোভমানমাত্মনো রমণং যস্য সঃ। আত্মারামতায়াং তথা সুখং ন তস্য ভবেৎ যথা তয়া সহ রমণ ইত্যর্থঃ। "চাত্মরত" ইতি পাঠে আত্মারামশব্দেন পৌনরুক্ত্যাপাতাদেবং ব্যাখ্যেয়ম্। চ এবার্থে। তয়ৈব সহ আত্মনা যত্নেন রতং রমণং যস্য সঃ। "আত্মা যত্নো ধৃতির্বুদ্ধি"রিত্যমরঃ। আত্মারামতায়াং তাদৃশসুখলাভাভাবাদেষ তাবান্ যত্ন ইতি ভাবঃ। নন্বু তর্হি তস্যা পূর্ণত্বং প্রসক্তমত আহ,—অখণ্ডিতঃ, তদপি পূর্ণ এব নতু খণ্ডিতঃ তস্যাহ্লাদিনীশক্তিত্বেন স্বরূপভূতত্বাদিতি ভাবঃ। হ্লাদিনীশক্তিত্বেঽপি সর্ব্বাহ্লাদসারো যঃ প্রেমা তস্যাপি পরমাবধির্যো মহাভাবস্তদ্রূপত্বাদেব হেতোর্ভগবত আত্মারামত্বেন হ্লাদমাত্ররমণাদপি হ্লাদমহাসারভূতয়া তয়া সহ রমণস্যাধিক্যমস্ত্যেব। যদুক্তং তন্ত্রে,—"হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্ব্বশক্তির্বরীয়সী। তৎসারভূতা রাধেয়মিতি। মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী"তি। ততশ্চ আত্মা-রামোঽপি তয়া সহ স্বাত্মরতঃ, স্বাত্মরতোপ্যখণ্ডিতঃ পূর্ণ এব রেমে ইত্যন্বয়ঃ। তেন চ ভগবত্তত্ত্বানভিজ্ঞানাং প্রাকৃতবিবেকানাং হিতঞ্চ তেভ্যঃ স্ববিলাসতত্ত্বস্য গোপনঞ্চ চকারেত্যাহ,—কামিনামিতি। কামবশৈঃ স্ত্রীবশৈশ্চ ন ভাব্যমিতি লোকান্ শিক্ষয়ামাসেত্যর্থঃ। কামবশত্বে সতি পুমাংসো দীনাঃ স্যুর্দৈন্যে চ সতি স্ত্রিয়ো দুরাত্মানঃ স্যুরিত্যর্থে ভগবান্ ভগবৎপ্রেয়সী চ প্রমাণয়তি যতস্তে ইতস্ততো জল্পন্ত উজ্জ্বলপ্রেমরসতত্ত্বগোপনস্য হেতবো বভূবুরিতি ভাবঃ। তথা দর্শয়ন্নেব প্রেমরসতত্ত্বঞ্চ গোপয়ন্নিতি চৈব শব্দাভ্যামেক ব্যাখ্যেয়ম্। যদ্বা, কামিনাং সম্বন্ধে দৈন্যং দর্শয়ন্ "আত্মবন্মন্যতে জগ"দিতি ন্যায়েন যে কামিনস্তং দীনমেবাপশ্যন্ যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ কামিন্যস্তাং

দুরাত্মানমেবাপশ্যংস্তৎ প্রযোজকীভবন্নিত্যর্থঃ। যদ্বা, কামিনাং দৈন্যং দর্শয়ন্নিতি কামিভিঃ সুরতপ্রার্থনাদিনা দীনৈর্ভবিতব্যম্। স্ত্রীভিস্তত্রাসম্মত্যা দুরাত্মভির্ভবিতব্যমিতি দর্শয়ন্ রসিকজনান্ জ্ঞাপয়ন্। এবমেব রসপোষো নান্যথেতি ভাবঃ। বি০ ৩৫॥

৩৫। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** এই প্রকারে গোপীগণের উক্তি দ্বারাই রাধার সৌভাগ্যাতিশয় দেখাবার পর শ্রীশুকদেব নিজের কথায়ও তা প্রতিপাদন করছেন, **রেমে ইতি** শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হয়েও শ্রীরাধার সঙ্গে রমণ করেছিলেন। কারন তিনি হলেন **স্বাত্মরতঃ**—রাধার সহিত শোভমান আত্মার সহিত 'রতঃ' রমণকারী। আত্মারামতাতে তাঁর তেমন সুখ হয় না, যেরূপ হয় রাধার সহিত রমণে। এখানে "তয়া চাত্মরত" পাঠও আছে কোথাও কোথাও—এই পাঠে 'আত্মরত' পদের অর্থ যদি আত্মারাম করা যায়, তবে পুনরুক্তি দোষ আসে, তাই এরূপ ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে, যথা—**'চ'** এব **'তয়ৈব'** রাধার সহিতই **'আত্মনা'** যত্নে **'রতং'** রমণকারী। —[আত্মা যত্ন ধৃতি বুদ্ধি—অমর] —আত্মারামতায় তাদৃশ সুখ হয় না বলেই তাবৎ যত্ন, এরূপ ভাব। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা এরূপ হলে তো কৃষ্ণের অপূর্ণতার প্রসঙ্গ এসে যেতে পারে, এরই উত্তরে, এরূপ হলেও **অখণ্ডিতঃ**—পূর্ণ, খণ্ডিত নন; কারণ রাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি হওয়া হেতু তাঁর স্বরূপভূত। [রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমান॥ রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ"—(চৈ০চ০আ০ ৪/৯৭-৯৮)। রাধা হ্লাদিনী শক্তিরূপে সদা একইস্বরূপে থেকেও লীলায় সর্ব হ্লাদের সার যে প্রেম, সেই প্রেমেরও পরম অবধি যে মহাভাব, তদ্রূপ হওয়া হেতু কৃষ্ণের আত্মারামতা গুণে হ্লাদমাত্রের সহিত যে রমণ তার থেকেও হ্লাদমহাসারভূতা রাধার রমণে অধিক সুখ হয়। তন্ত্রে এরূপ উক্তি আছে, যথা—"হ্লাদিনী নামে যে মহাশক্তি আছে, তা সর্বশক্তি শ্রেষ্ঠ। তার সারভূতাই হলেন মহাভাবস্বরূপা এই শ্রীরাধা, গুণে অতি শ্রেষ্ঠ।" সুতরাং আত্মারাম হয়েও 'স্বাত্মরত' অর্থাৎ রাধাসহ রমণে যত্নপর, এরূপ হয়েও তিনি পূর্ণই—এই কৃষ্ণ রাধাসহ রমণে প্রবৃত্ত হলেন। এই রমণের দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব অনভিজ্ঞ প্রাকৃত বিবেকীগণের হিত করলেন এবং তাদের নিকট থেকে নিজ বিলাস-তত্ত্ব গোপন করলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**কামিনামিতি** - কামিদিগের দৈন্য এবং স্ত্রীদের দুরাত্মতা দেখাবার জন্য তাঁর সহিত রমণ করেছিলেন— কামপরবশ ও স্ত্রীবশীভূত জনদের ইহা বুদ্ধিতে আসে না, তাই তাদের শিক্ষাপ্রদান করলেন, এরূপ অর্থ— কামের বশীভূত হলে, পুরুষ দীন হয়, এরা দীন দশায় পড়লে স্ত্রীগণ দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে। এই বিষয়টি ভগবান্ কৃষ্ণ ও তার প্রেয়সীবর্গ নিজ আচরণ দ্বারা লোকের প্রত্যয়ের মধ্যে আনলেন, আরও এ নিয়ে ইতস্ততঃ জল্পনা-কল্পনা করতে করতে উজ্জ্বলপ্রেমরসতত্ত্ব গোপনের হেতুও হলেন এই গোপীগণ। **স্ত্রীণাং চ**—এখানে 'চ' পদের ব্যাখ্যা এইরূপ করতে হবে, যথা— কামিদের দৈন্য এবং স্ত্রীদের দুরাত্মতা দেখাবার জন্য 'চ' এবং প্রেমরসতত্ত্ব গোপন করার জন্য। অথবা, **কামিনাং ইত্যাদি**—

৩৬। ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্যস্তাশ্চেরুর্গোপ্যো বিচেতসঃ।
যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণো বিহায়ান্যাঃ স্ত্রিয়ো বনে ॥
৩৭। সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্ব্বযোষিতাম্।
হিত্বা গোপীঃ কামযানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ ॥

৩৬-৩৭। **অন্বয়** ঃ (অথেতর গোপীকৃততল্লীলাবর্ণনমুপসংহরতি ইত্যেবমিতি) ইত্যেবং (ভগবল্লীলাঃ পরস্পরং দর্শয়ন্ত্যঃ বিচেতসঃ (বিগত চিত্তাঃ) তাঃ গোপ্যঃ চেরুঃ। কৃষ্ণঃ অন্যাঃ স্ত্রিয়ঃ বিহায়বনে যাং গোপীং অনয়ৎ সা চ তদা অসৌ প্রিয়ঃ কাময়ানাঃ গোপীঃ হিত্বা মাম্ (এব) ভজতে (ইতি হেতোঃ) আত্মনং সর্ব-যোষিতাং (মধ্যে) বরিষ্ঠং মেনে।

৩৬-৩৭। **মূলানুবাদ** ঃ [৩৬ শ্লোকের সমগ্রটাই শ্রীধর-শ্রীজীবপাদের অসম্মত কিন্তু শ্রীবিশ্বনাথ শ্রীবলদেবের সম্মত বলে এর অনুবাদ দেওয়া হল।]

এই প্রকারে গোপীগণ চৈতন্যহীন হয়ে পরস্পর পদচিহ্ন সকল চিনাতে চিনাতে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ অন্য গোপীদিকে ত্যাগ করে যাকে নির্জন বনে নিয়ে এসেছিলেন তিনি মনে করলেন—

কামোন্মত্ত হয়ে আগত গোপীসকলকে ত্যাগ করত সেই দয়িত একমাত্র আমারই প্রণয়ী হয়ে আমার সেবা করছে,—এরূপ ভাবনা থেকে তাঁর নিজেকে সকল গোপীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে হল, গর্বের উদয় হল তারও চিত্তে।

কামিদের সম্বন্ধে দৈন্য দেখিয়ে কৃষ্ণ রমণে প্রবৃত্ত হলেন, যে সকল কামী কৃষ্ণকে দীনবৎ দেখে ও যে সকল কামপরতন্ত্র স্ত্রী শ্রীরাধাকে দুরাত্মার মত দেখে—'আত্মবৎ মন্যতে জগৎ' ন্যায় অনুসারে, সেই তাদেরই প্রযোজক কর্তা হয়ে রমণে প্রবৃত্ত হলেন।

অথবা **কাময়িণাং ইত্যাদি**—কামিরা সুরত প্রার্থনায় দীন হবে, আর স্ত্রীগণ তাতে অসম্মতি প্রকাশে দুরাত্মা হবে, ইহা রসিকজনদের জানিয়ে প্রবৃত্ত হলেন। এই এই প্রকারেই রস পোষক হয়, অন্য প্রকারে হয় না, এরূপ ভাব। বি° ৩৫ ॥

৩৬-৩৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ অত্রেত্যেবমিতি পদ্যার্দ্ধদ্বয়ং তেষামসম্মতং, পূর্ব্বার্দ্ধে সতি রেমে তয়েত্যস্য শুকোক্তিত্বাসঙ্গতেঃ; উত্তরার্দ্ধে সতি সা চেতি মাত্রোত্থাপনাসঙ্গতেঃ। তদেবং তয়োস্তং প্রেমাণং প্রশস্য প্রকৃতং তাদৃশং তদ্বিলাসময়ং মানং তৎপ্রসাদনাদিকমপি তৎপোষণার্থং বর্ণয়তি—সা চেতি সপাদত্রয়দ্বাভ্যাম্; সা চ তদা মেনে ইত্যনেন পূর্ব্বং তাসু মধ্যে বর্ত্তমানায়া অপি তস্যাস্তাদৃশো মদো নাসীদিদানীমেব জাত ইতি লভ্যতে। তচ্চৈবং তাদৃশভাবে হি তাসাং দ্বিধা মানাবস্থা সম্ভবতি—কান্তৈকস্ফুরণে হর্ষাদিপ্রচুর-স্থায়িময়ী, কথঞ্চিদন্যস্ফুরণে গর্ব্বাদিপ্রচুরস্থায়িময়ীতি। অতস্তস্যা গাঢ়ানুরাগপ্রাধান্যেন তদৈকস্ফূর্ত্তিময়ী বহুকালং ব্যাপ্য হর্ষাদিমধ্যেব জাতা। সম্প্রতি কথঞ্চিদ্বাহ্যে জাতে তু বরেতি। আত্মবরিষ্ঠত্বে হেতুঃ—গোপীঃ সর্ব্বা এব, তত্রাপি কাময়ানা কাময়মানা অপি হিত্বা, অসৌ অনির্ব্বচনীয়বিচিত্র মাহাত্ম্যঃ পরমস্বতন্ত্রোঽতিদুর্লভ ইত্যর্থঃ। তত্রাপি প্রিয়ঃ মদেকপ্রেমকর্ত্তা সন্

ভজতেঽনুবর্ত্ততে। অত্রান্যস্ফুরণেঽপি গোপীনামেব স্ফূর্ত্তির্ন তু পূর্ব্বাস্বিব সামান্যস্ত্রীণামিত্যেতদংশেঽপি বৈশিষ্ট্যং দর্শিতম্॥ জী° ৩৬-৩৭॥

৩৬-৩৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** (৩৬) 'ইতি এবং' অর্থাৎ 'এইরূপে পদচিহ্ন সকল দেখাতে দেখাতে গোপীগণ ভ্রমণ করতে লাগলেন'—এই অর্ধ শ্লোক শ্রীস্বামিপাদের সম্মত নয়। কারণ এই শ্লোকের সংযোগ 'কেশপ্রসাদনং' ইত্যাদি ৩৪ শ্লোকের সহিত। 'ইতি এবং' ৩৬ শ্লোকের প্রথম চরণ যদি তাঁর সম্মত হত, তবে 'রেমে তয়া' (৩৫) শ্লোকের শ্রীশুকের উক্তির সহিত অসঙ্গতি এসে যেত। আর (৩৬) 'যাং গোপীং' 'কৃষ্ণ যে গোপীকে নিয়ে এসেছিলেন' এই দ্বিতীয় চরণ যদি তাঁর সম্মত হত, তবে তাঁর ৩৭ শ্লোকের টীকায় (৩৫) শ্লোকের 'স্ত্রীণাং দুরাত্মতাম্' মাত্র বলবার পরই (৩৬) শ্লোকের 'যাং গোপীং' বাদ দিয়ে ৩৭ শ্লোকের 'সা চ' মেনে বলা অসঙ্গত হত। কাজেই দেখা যাচ্ছে, পুরো ৩৬ শ্লোকটিই স্বামিপাদের অসম্মত তাই এর ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে ৩৭ শ্লোক 'সা চ মেনে' ইত্যাদির ব্যাখ্যা করা হচ্ছে—

এইরূপে রাধাকৃষ্ণ যুগলের প্রেমের প্রশংসা করবার পর এই প্রেমের পোষণের জন্য বাস্তবিক পক্ষে যা সেই প্রেমেরই বিলাসময় অবস্থা, সেই 'মান' ও কৃষ্ণ কতৃক সেই মানের প্রসাদনাদি বর্ণিত হচ্ছে—'সা চ মেনে তদা' তখন তাঁর নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে হল, নির্জন স্থানে একলা এনে কৃষ্ণ যখন তাঁর সহিত রমণ করলেন,—এতে বুঝা যাচ্ছে, অন্যান্য গোপীদের মধ্যে গর্ব থাকলেও রাধার মধ্যে পূর্বে তাদৃশ গর্ব ছিল না, এখনই ইহা জাত হল। এর মধ্যেও আবার তাদৃশ ভাবে তাঁদের মানাবস্থা দুপ্রকার হয়ে থাকে- (১) একমাত্র কান্তেরই স্ফুরণে গর্বাদিপ্রচুর-স্থায়িময়ী। (২) কথঞ্চিৎ অন্যবস্তু স্ফুরণে গর্বাদিপ্রচুর-স্থায়িময়ী। এর মধ্যে শ্রীরাধার মধ্যে জাত হয়, গাঢ়ানুরাগের প্রাধান্য হেতু একমাত্র কৃষ্ণস্ফূর্তিময়ী বহুকাল ব্যাপে হর্ষাদিময়ী 'মান'। সম্প্রতি একটু বাহ্য হলে নিজেকে রাধার সর্বশ্রেষ্ঠ মনে হল নিজ শ্রেষ্ঠত্বে হেতু- সকল ব্রজসুন্দরীকে ত্যাগ করত প্রিয় একমাত্র আমাকেই সেবা করছে—এর মধ্যেও আবার **কাময়ানাঃ**—এই সকল গোপী কামোন্মত্ত হয়ে তাঁর নিকট আগত—এরূপ হলেও তাঁদের ত্যাগ করে **অসৌ**—সেই দয়িত, এই পদের ধ্বনি—ইনি বিচিত্র মাহাত্ম্য, পরম স্বতন্ত্র, অতি দুর্লভ। এরূপ হলেও **প্রিয়ঃ**—একমাত্র আমার প্রেমকর্তা হয়ে **ভজতে**—আমার সেবা করছে। এখানে শ্রীরাধার চিত্তে কথঞ্চিৎ অন্যের স্ফূর্তি কালেও গোপীদেরই স্ফূর্তি হয়, কিন্তু অন্য গোপীদের ন্যায় সামান্য স্ত্রীদের স্ফূর্তি হয় না—এখানেই শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্য। জী° ৩৬-৩৭॥

৩৬-৩৭। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** বৃষভানুনন্দিন্যাঃ সর্ব্বাধিকমুজ্জ্বলরসস্য সম্ভোগমংশং নির্বর্ণ্য বিপ্রলম্ভমংশমপি বর্ণয়িতুং তদ্বীজমুত্থাপয়তি যামিতি। সা চেতি। পূর্ব্বে সর্ব্বাঃ সৌভগমদযুক্তা আসন্নধুনা সা চ। তত্র হেতুঃ হিত্বেতি। কাময়ানাঃ কাময়মানাঃ। যদ্বা, কামো যানমাগনসাধনং যাসাং তাঃ। অতএবান্যগোপীসৌভাগ্যহেতুকো যঃ পূর্ব্বমান উদ্ভূতঃ সোঽপি নিঃশেষেণৈব শান্তঃ। বি° ৩৬-৩৭॥

৩৮। ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ॥

৩৮। **অন্বয়** ঃ ততঃ (অভিমানাৎ সা) বনোদ্দেশং (বনপ্রদেশং গত্বা দৃপ্তা (গর্বিতা সতী) কেশবং অব্রবীৎ (উবাচ) অহং চলিতুং না পারয়ে (অতঃ) যত্র তে মনঃ (তত্র) মাং নয়।

৩৮। **মূলানুবাদ** ঃ অতঃপর সেই কামিনী বনপ্রদেশে গিয়ে গর্বিত ভাবে কেশবকে বললেন, আমি যে আর চলতে পারছি না, তোমার যেখানে মন চায় আমাকে পূর্ববৎ বয়ে নিয়ে চল!

৩৬-৩৭॥ **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ বৃষভানুনন্দিনীর সর্বাধিক উজ্জ্বলরস-সম্ভোগাংশ বর্ণনা করবার পর বিপ্রলম্ভাংশও বর্ণন করবার জন্য তার বীজের কথা উঠাচ্ছেন—**যাম, ইতি**—অন্য গোপীগণকে বনে ত্যাগ করে যে গোপীকে কৃষ্ণ এই নির্জনে নিয়ে এসেছেন। **সা চ**—সেই গোপী, নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করলেন। এখানে এই 'সা চ' পদের ধ্বনি হল পূর্বে সকল গোপীই সৌভাগ্যমদযুক্তা ছিলেন, অধুনা এই রাধাও সৌভাগ্যমদযুক্তা হলেন। এর হেতু—কামবেগে সমাগতা গোপীদিগকে ত্যাগ করে একলা তাকেই সেবা করছেন। **কামযানা**—কামবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য আগতা গোপীগণ, বা কাম 'বাহন' আগমন সাধন যাঁদের সেই গোপীগণ। অতএব অন্য গোপীর সৌভাগ্য হেতু রাধার পূর্বে যে মান হয়েছিল, সেও নিঃশেষে শান্ত হয়ে গেল। বি° ৩৬-৩৭॥

৩৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ ততো বরিষ্ঠং মন্যতাঽনন্তরং বনপ্রদেশবিশেষং তেনৈব সহ গমনক্রমেণাগ্রতো গত্বা দৃপ্তা গর্বিতা সতী কেশবং কেশান্ তদীয়ান্ বয়তে গ্রথ্নাতি তম্, অতএবাব্রবীৎ। কিম্? তদাহ—'ন পারয়ে' ইতি। বহু-পরিভ্রমণেন পরিশ্রান্তত্বাদিতি ব্যাজময়ী হেতুব্যঞ্জনা। নন্থ মুগ্ধে তাভ্যো দূরমগ্রে স্থানান্তরং হৃদ্যং গন্তব্যমিতি চেত্তত্রাহ—নয়েতি। পূর্ব্ববদঙ্কে নিধায় ত্বমেব নয়েত্যর্থঃ। জী° ৩৮॥

৩৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ **ততো**—নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করবার পর **বনোদ্দেশং**—বনপ্রদেশবিশেষে গত্বা— কৃষ্ণের সহিতই চলতে চলতে সম্মুখে গিয়ে **দৃপ্তা**—গর্বিত হয়ে কেশবকে বললেন, **কেশব**—এ পদের ধ্বনি, তাঁর চুল বেঁধে দিয়েছে, অতি অন্তরঙ্গ, তাই তাঁকে বললেন। কি বললেন? এরই উত্তরে **ন পারয়েঽহং**—বহু ঘুরতে ঘুরতে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি, তাই আর চলতে পারছি না, এ কারণটি হল ছলনাময়ী। এর উত্তরে কৃষ্ণ যেন বললেন, ওহে মুগ্ধে! তোমার কি অন্য গোপীদের থেকে দূরে সম্মুখে যাওয়ার ইচ্ছা? এরই উত্তরে শ্রীরাধা যেন বললেন, **নয়**—পূর্বের ন্যায় কোলে করে তুমি নিয়ে চল। জী° ৩৮॥

৩৮। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ বনস্যোৎকৃষ্টপ্রদেশং গত্বা কেশবং কেশান্ বয়মানং প্রাকৃতনর্ম্মদ্যোতকচূড়ামুন্মোচয়ন্ত্যা-স্তস্যাঃ বিচিত্রবেণীত্বেন গ্রথ্নাতং অতএব দৃপ্তা স্বাধীনকান্তায়া দর্প এব রসমাবহতীতি ভাবঃ। চলিতুং ন পারয়ে ইতি বহুবনভ্রমণোত্থো মে শ্রমোঽভূদিতি ভাবঃ। নন্থ, মুগ্ধে তাভ্যো দূরমগ্রে হৃদ্যং স্থানান্তরং গন্তব্যমিতি চেত্তত্রাহ,—নয়েতি। পূর্ব্ববন্মাং বহন্নিত্যর্থঃ। নন্থ, কিমগ্রিমপ্রদেশে অন্যজন দুষ্প্রবেশং কুঞ্জান্তর্গতং পুষ্পতল্পং ত্বাং নয়ামি, কিম্বা পৌষ্পাভরণার্থং পুষ্পোদ্যানং তত্রাহ,—যত্র তে মন ইতি। বি° ৩৮॥

৩৯। **এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধ আরুহ্যতামিতি।**
ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত ॥

৩৯। **অন্বয়** ঃ ততঃ কৃষ্ণঃ [প্রিয়য়া] এবম্ উক্তঃ (সন্ মম) স্কন্ধে আরুহ্যতাং [ত্বয়া] ইতি প্রিয়াম্ আহ, ততঃ (তস্যাং স্কন্ধারোহণোদ্যতায়াং সত্যাং সঃ) অন্তর্দধে (ততশ্চ) সা বধূঃ অন্বতপ্যত (অনুতপ্তবতী)।

৩৯। **মূলানুবাদ** ঃ শ্রীরাধার এইরূপ স্বাধীনভর্তৃকা-ভাবোচিত কৃত্রিম লাস্যাদিময় নর্মবচন শুনে কৃষ্ণ নিজেও রসিকতা করে অন্তর্হিত হলেন— এই আশয়ে বলা হচ্ছে—)

এরূপ বললে কৃষ্ণ তাঁর প্রিয়াকে বললেন, কাঁধে উঠে বস। কৃষ্ণ কিন্তু কাঁধে না নিয়ে অন্তর্হিত হলেন। কৃষ্ণদর্শনৈক জীবনা সেই বধূ তখন মুহুর্মুহু বিলাপ করতে লগেলেন।

৩৮। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ **বনোদ্দেশং**—বনের 'উৎ' উকৃষ্ট প্রদেশে গিয়ে (কেশবকে বললেন)—**কেশবং**—কেশ বেধে দেন যিনি—পূর্বের অশিষ্ট কৌতুকসূচক চূড়া খুলে দিয়ে বিচিত্র বেণীরূপে কেশ বেঁধে দিলেন, অতএব **দৃপ্তা**—গর্বিত হলেন—স্বাধীন কান্তার গর্বই রসাবহ হয়ে থাকে, এরূপ ভাব। গরবিনী রাধা কেশবকে বললেন, চলতে পারছি না— বহু বনভ্রমণে আমার পরিশ্রম হয়েছে, এরূপ ভাব। যদি বলা লয়, হে মুগ্ধে! সম্মুখে দূরে আমার হৃদ্য স্থানান্তরে তোমাকে যেতে হবে, এরই উত্তরে **নয় ইতি** নিয়ে যাও-না, তবে পূর্ববৎ বয়ে নিয়ে যেতে হবে। কৃষ্ণ যেন বলছেন, আচ্ছা বলতো তোমাকে কি সম্মুখের বনপ্রদেশে অন্যজনের দুষ্প্রবেশ্য কুঞ্জমধ্যস্থ পুষ্পশয্যায় নিয়ে যাব, কিম্বা ফুলের আভরণের জন্য ফুল বাগানে নিয়ে যাব, এরই উত্তরে. তোমার যেখানে মন চায় সেখানে নিয়ে যাও। বি° ৩৮ ॥

৩৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ তদেবং তস্যাঃ স্বাধীনভর্তৃকাত্বোচিতং কৃত্রিমালস্যাদিময়ং নর্মবচনং শ্রুত্বা স্বয়মপি সনর্মৈবান্তর্হিত ইত্যাহ—এবমিতি পাদত্রয়েণ। স্কন্ধে মদংস আরুহ্যতামিত্যাহ, ইদঞ্চ নর্মণৈব প্রিয়ামিত্যুক্তেঃ। তথাহি—'যোঽন্যমুখে দুর্বাদঃ প্রিয়তমবদনে স এব পরীহাসঃ। ইতরেন্ধনজো ধূমঃ সোঽয়মগুরুসম্ভবো ধূপঃ ॥' ইতি। যদ্বা, 'স্কন্ধঃ প্রকাণ্ডে কায়ে চ বাহুমূলসমূহয়োঃ' ইতি বিশ্বপ্রকাশাৎ; কায়ঃ, স চ যুক্তত্বাদ্বক্ষোভাগ ইতীদমপি নর্মৈব। ততস্তদনন্তরং, ত্বর্থে চকারঃ ভিন্নোপক্রমে, অন্তর্দধে চ ইতি সমুচ্চয়ে বা, তস্যাঃ সকাশাদপ্যন্তর্দ্ধানেঽস্মিন্নীর্ষাপগমাৎ সপত্নীনামৈকমত্যমপি প্রয়োজনং জ্ঞেয়ম্। পূর্ব্বান্তর্দ্ধানেঽপি তদপি চিকীর্ষিতমিতি এবমেকয়ৈব ক্রিয়য়াঽনেকদুর্ঘটফলসম্পাদনেন পরমাচাতুরী দর্শিতা। অহো 'উপর্যুপরি বুদ্ধীনাং চরন্তীশ্বরবুদ্ধয়ঃ' ইতি ভাবঃ। তদেবং সম্ভোগোচিতাং স্বাধীনভর্তৃকাত্বময়ীং প্রেমপরাকাষ্ঠাং দর্শয়িত্বা সনর্মণ্যপি বিপ্রলম্ভে পরমদৈন্যমোহাত্মিকাং তৎপরাকাষ্ঠাং দর্শয়ংস্তৎপ্রাশস্ত্যমেব সূচয়তি—সেতি সপাদেন। সা তদ্দর্শনৈকজীবনা, অন্বতপ্যত মুহুর্বিললাপ। জী° ৩৯ ॥

৩৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ এইরূপে শ্রীরাধার স্বাধীনভর্তৃকা-ভাবোচিত কৃত্রিম লাস্যাদিময় নর্মবচন শুনে কৃষ্ণ নিজেও রসিকতার সহিত অন্তর্হিত হলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, এবম্ ইতি। শ্রীরাধা এরূপ বললে শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াকে বললেন কাঁধে উঠে বস—'প্রিয়াম'

এই পদের প্রয়োগে বুঝা যাচ্ছে রসিকতাতেই কথাটা বলা হল, এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'যা অন্যমুখে দুর্বাদ, তাই প্রিয়তম বদনে পরিহাস। —নিভু নিভু আগুনে যা ধূম, তাই অগুরু জাত হলে ধূপ।' অথবা, বিশ্বপ্রকাশ অভিধানে, 'স্কন্ধ' শব্দে কায়, বাহুমূল ও সমূহ—এখানে 'কায়' শব্দে বক্ষই সমীচীন—কৃষ্ণ প্রিয়াকে বললেন, আমার বুকে চড়ে বস—ইহাও রসিকতাই। **ততঃ**—অতঃপর। **চ**—'তু' ভিন্ন উপক্রমে **অন্তর্দধে চ** কৃষ্ণ 'তু' কিন্তু আসলে কাঁধে বা কোলে না নিয়ে অন্তর্হিত হলেন। বা **চ**—সমুচ্চয়ে, এই অন্তর্ধানের প্রয়োজন, অন্যান্য গোপীগণের ঈর্ষা অপগম। এর দ্বারা সপত্নী গোপীগণের পরস্পর ঐক্যমত স্থাপন, এরূপ জানতে হবে। পূর্বে যে অন্তর্ধান করেছিলেন, তাতেও ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। এইরূপে এখানে এক কাজেই অনেক দুর্ঘট ফল সম্পাদনের দ্বারা পরমচাতুরী দেখান হল। অহো সকল বুদ্ধির উপরে উপরে ঈশ্বরের বুদ্ধি বিচরণ করে থাকে।' এরূপ ভাব। এইরূপে সম্ভোগোচিত স্বাধীনভর্তৃকা-ভাবময়ী প্রেমপরাকাষ্ঠা দেখাবার পর পরিহাস হেতু বিপ্রলম্ভেও যে পরমদৈন্য মোহাত্মিকা প্রেমপরাকাষ্ঠা, তা দেখিয়ে প্রেমের প্রশংসাই প্রকাশ করলেন—**সা ইতি**—কৃষ্ণদর্শনৈক জীবনা রাধা **অন্বতপ্যত**—মুহুঃ মুহু বিলাপ করতে লাগলেন। জী° ৩৯ ॥

৩৯। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ ততশ্চ কৃষ্ণেন মনস্যেবং বিচারিতম্। অহো অনয়া স্বাভাবিকঃ স্বধর্ম্মঃ পরিত্যক্ত এব। নহি সন্নায়িকা পুষ্পতল্পং প্রতি স্বনয়নে বচসা নায়কায় সম্মতিং দত্তে। যদি চানয়া বাম্যরূপস্বধর্ম্মস্ত্যক্তস্তদা ময়াপি সন্নায়কেন সংভুক্তকান্তানুবর্ত্তিত্বলক্ষণো দাক্ষিণ্যময়ঃ স্বধর্ম্মস্ত্যাক্তব্য এব। নহি দ্বয়োরেব দাক্ষিণ্যে বাম্যে বা রসঃ সুরসঃ স্যাৎ নচাত্র রসিকলোকৈরহ দূষণীয়ঃ। রসো হি নায়িকাপ্রক্রান্তপরিপাটীক এব সাধুর্ভবেৎ। কিঞ্চ, মহাপ্রেমবত্যা অস্যা মদ্বিপ্রলম্ভজনিতদশাবিশেষ দিদৃক্ষা সাক্ষাদেব যা চিরং মে বর্ত্ততে সাপ্যেতদবসরে পূর্ণা ভবিষ্যতি মৎসংশ্লেষজনিতমস্যাঃ সৌভাগ্যাধিকং তাভিরনুভূতমেব। মদ্বিশ্লেষজনিতামপি প্রেমোদ্রেক পরমাধিব্যঞ্জিকাং দশামসাধারণীং দৃষ্ট্বা তাঃ পরমচমৎকারসিন্ধুনিমগ্না ভবন্ত অস্যা মদ্বিরহবাড়বানলজালায়া অগ্রে তাসাং মদ্বিরহো দীপদহনায়িতো ভবতু। ততশ্চাস্যাঃ পূর্ণতমাভ্যাং সম্ভোগবিপ্রলম্ভাভ্যাং শৃঙ্গাররসোঽপ্যস্য পূর্ণতমত্বমাপদ্যতাম্। অস্যাপি বিরহে মৎসম্পাদিতে সর্ব্ববিরহোপশান্ত্যনন্তরং সর্ব্বসামৈকমত্যে সতি বিধিৎসিতোঽস্য রাসোঽপি সেৎস্যত্যন্যথাত্বে তৎসঙ্গরঙ্গিণা ময়া তাসাং মানোঽস্য সর্ব্বথৈব তদ্রূপশম ইত্যাদীনি বহূনি প্রয়োজনানি পর্য্যালোচয়ন্ সহসৈবান্তর্দ্ধিৎসুরাহ,—স্কন্ধ ইতি। অন্তর্দ্দধে তত্রৈব স্থিত্বা তাং পশ্যন্নপি তন্নয়নগোচরতাং জহাবিত্যর্থঃ। অত্র নয় মাং যত্র তে মন ইতি বদন্ত্যা বৃষভানুনন্দিন্যা মনস্যেবং বিচারিতম্। বিলাসশ্রমবনবিহারশ্রমখিন্নায়া মম ক্ষণং সুষুপ্সা বর্ত্ততে অস্যাপি স্বাপাভাবেনৈব সর্ব্বরজনীযাপনমকল্যাণমসুখোদর্কমেব অতঃ পুষ্পতল্পং নয়তি চেন্নয়তু আবাং তত্র স্বপ্স্যাব ইত্যতস্তত্রাসম্মতির্ন কৃতা। তত্র ভগবতস্তদন্তঃকরণবিজ্ঞতা প্রেমরসময়লীলাশক্ত্যৈব তিরোধাপিতা তত্তল্লীলা—সিদ্ধ্যর্থমিতি জ্ঞেরম্। অন্বতপ্যত মুহুর্বিললাপ। বি° ৩৯॥

৩৯। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ শ্রীরাধা এরূপ বললে কৃষ্ণ মনে মনে এইরূপ বিচার করলেন— এ তো দেখছি, তার স্বাভাবিক স্বধর্ম বাম্য-লজ্জাদি পরিত্যাগ করল—সৎ নায়িকা কখনও নায়কের পুষ্পশয্যায় নিয়ে যাওয়ার কথায় মুখে সম্মতি দেয় না। যদি

৪০। হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্ ॥

৪০। **অন্বয়** ঃ হা নাথ, রমণ, প্রেষ্ঠ, মহাভুজ, ক্ব অসি, ক্ব অসি (কুত্রগতো ভবসি হে) সখে, তে (তব) দাস্যাঃ কৃপণায়াঃ (দীনায়াঃ) মে (মম) সন্নিধিং দর্শয় ভবৎসামীপ্যং প্রদর্শয়)।

৪০। **মূলানুবাদ** ঃ হা নাথ, হা রমণ, হা প্রিয়তম, হা মহাভুজ! তুমি কোথায়? হে সখে! এই দীনা দাসীকে তোমার কাছে নিয়ে যাও।

এ বাম্যরূপ স্বধর্ম ত্যাগ করল, তবে আমিই বা কেন-না সৎনায়কের অনুসরণে সংভুক্ত কান্তার অনুগমনরূপ দাক্ষিণ্যময় স্বধর্ম ত্যাগ করব? ইহাই এখন আমার কর্তব্য। নায়ক-নায়িকা দুজনেই যদি দাক্ষিণ্য বা বাম্যভাব ধারণ করে, তবে রস সুরস হয় না। এখানে স্বধর্ম ত্যাগে আমি রসিকলোকের কাছে দোষভাগী হবো না। রস সুস্বাদু হয় নায়িকাগত ভাব পরিপাটি অবলম্বনেই। আরও মহাপ্রেমবতী রাধার মদ্বিরহ-জনিত-দশাবিশেষ দেখবার ইচ্ছা, যা আমার হৃদয়ে সাক্ষাৎ ভাবেই চিরকাল রয়েছে, তাও এই অবসরে পূর্ণ হবে। আরও আমার আলিঙ্গনে রাধার যে সৌভাগ্যাধিক্য, তা গোপীগণের তো অনুভূতই আছে। আমার বিরহে রাধার যে প্রেমোদ্রেক হয়, তা পরম মনঃপীড়া ব্যঞ্জিকা অসাধারণী দশা, এখন সেই দশা দেখে গোপীগণ পরমচমৎকার সিন্ধুতে নিমগ্ন হোক। এই রাধার মদ্বিরহ-বাড়বানলজ্বালার কাছে তাঁদের মদ্বিরহজ্বালা দীপদহনের মতো তুচ্ছ হয়ে যাক্। অতঃপর রাধার পূর্ণতম সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ দ্বারা শৃঙ্গার রসও আজ পূর্ণতমতা প্রাপ্ত হোক। আমার কৌশলে এই রাধার বিরহ সম্পাদিত হলে—রাধা ও অন্যান্য গোপী সকলের একই বিরহ দশা হলে—তৎপর সকল গোপীমধ্যে আমার আবির্ভাবে যুগপৎ সকলেরই বিরহের উপশমের পর সকলের মতের সমতা লাভ করলেই সঙ্কল্পিত আজকের য়াস নিষ্পন্ন হতে পারে। অন্যথা রঙ্গিয়া আমি যদি এখন রাধার সহিত একত্র হয়ে অন্যান্য গোপীদের নিকট উপস্থিত হই, তা হলে তাদের মান কোন প্রকারেই উপশম হবে না--ইত্যাদি বহু প্রয়োজন পর্যালোচনা করে সহসা অন্তর্ধান করার ইচ্ছা করে বললেন—স্কন্ধ ইতি। অর্থাৎ আমার স্কন্ধে চেপে বস। 'হে কৃষ্ণ! আমাকে যথা ইচ্ছা তথা নিয়ে চল,' এই উক্তিকারিণী বৃষভানুনন্দিনীর মনের বিচার ধারাটি এরূপ—বিলাসশ্রমে ও বনবিহার-শ্রমে অত্যন্ত কাতর আমার ক্ষণকাল ঘুমানোর ইচ্ছা হচ্ছে, প্রাণপ্রিয়তমেরও বিনা ঘুমে সারারাত কাটানো অকল্যাণ দুঃখদ হওয়ার সম্ভাবনা; অতএব পুষ্পশয্যায় নিতে চান যদি, নিন্-না, আমরা তথায় ঘুমাবো, তাই এ বিষয়ে অসম্মতির কি আছে। রাধার অন্তঃকরণের ভাব সম্বন্ধে কৃষ্ণের বিজ্ঞতা প্রেমরসময় লীলাশক্তিই তিরোধান করিয়ে দিয়েছিলেন, সেই সেই লীলা নির্বাহের জন্যই, এরূপ বুঝতে হবে। **অনুতপ্যত**—মুহুর্মুহু বিলাপ করতে লাগলেন। বি° ৩৯ ॥

৪০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** বিলাপমেবাহ—হা নাথেতি। হা খেদে, আর্ত্তিসম্বোধনে বা ; ততশ্চ সর্ব্বত্রৈব যোজ্যম্। নাথ স্বামিতয়া পালক, রমণ কান্তোচিতসুখপ্রদ, প্রেষ্ঠ মদ্বিষয়কতদুচিতপ্রেমবিস্তারক! ক্বাসি ? এবমেবং ময়ি স্নিগ্ধোঽপি সংপ্রত্যেকাকী ক্ব বর্ত্ততে ? হা হা তদজ্ঞানেন মম চিত্তং ক্ষুভ্যতীতি ভাবঃ। বীপ্সাতিবৈয়গ্র্যেণ পুনরালিঙ্গনাদিনিজসৌভাগ্যস্মারকেণ নিজরসোদ্দীপক-তদঙ্গবিশেষসৌন্দর্য্য-স্মরণেন মুহ্যন্তীবাহ—মহাভুজেতি। পুনরতি-দৈন্যেনাহ—দাস্যা ইত্যাদি। তত্রৈব কিং পুনরপি মমালিঙ্গনাদিলাভায় মমাবাসং মৃগয়সি ? ইত্যাশঙ্ক্য নহি নহীত্যাহ —সখে, দত্তনিজসাহচর্য্যসৌভাগ্যসন্নিধিং নিজসন্নিধানমপি দর্শয় জ্ঞাপয় মাত্রম্। সাহচর্য্যদানেন ভবতৈব জনিতব্যসনানি সম্প্রতি তত্র মা গৃহ্লামি, কিন্তু ত্বমত্র বিশ্বস ইতি মনসাপি নিশ্চয়তঃ স্বস্থা ভবেয়মিতি ভাবঃ। তত্র হেতুঃ— দাস্যাঃ সখ্যাদাবযোগ্যায়াঃ, কিন্তু তাদৃশত্বৎকৃপয়ৈব বলাদুৎপাদিত-ত্বদেকসুখানুকূল্যতাৎপর্য্যায়া ইত্যর্থঃ। তত্রাপি কৃপণায়াঃ, তদিদং দুঃখং সোঢ়ুমশক্তায়াঃ পরিহর্ত্তুঞ্চাজানত্যা ইত্যর্থঃ। অতো ন ময়ি বঞ্চনা কার্য্যা, নাপি নিজানুতাপবীজং বপ্তব্যমিতি ভাবঃ। ঔদার্যনামা চানুভাবোঽয়ম্ ; যথোক্তম্ —ঔদার্য্যং বিনয়ং প্রাহুঃ সর্ব্বাবস্থাগতং বুধাঃ' ইতি। ততশ্চ সা বিমুহ্য হন্ত ভূমাবপতৎ ইতি জ্ঞেয়ম্, অগ্রে মোহিতামিত্যুক্তেঃ। জী° ৪০॥

৪০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** সেই বিলাপ কিরূপ, তাই বলা হচ্ছে—হা নাথ ইতি। **হা**—খেদে, বা আর্তি-সম্বোধনে। 'হা' শব্দটি অতঃপর সর্বত্রই যোজনীয়, হা রমণ, হা প্রেষ্ঠ, এইরূপ। **নাথ**—স্বামিরূপে পালক। রমণ কান্তোচিত **সুখপ্রদ**। **প্রেষ্ঠ**—মহাভাবময়ী আমার প্রতি যতটা প্রেম বিস্তার করা উচিত ততটাই বিস্তারক। **ক্বাসি**—এই তো কোলে করে কত আদরে নিয়ে এলে, এখন তুমি কোথায় লুকিয়ে পড়লে। হায় হায় তা না জানতে পেরে আমার মন কাতর হয়ে পড়ছে, এরূপ ভাব। অতি ব্যগ্রতায় দুবার 'ক্বাসি' বললেন। পুনরায় আলিঙ্গনাদি নিজ সৌভাগ্য স্মারক নিজ রসোদ্দীপক কৃষ্ণাঙ্গবিশেষ স্মরণে যেন মুগ্ধ হয়ে বললেন—মহাভুজ ইতি। পুনরায় অতি দৈন্যে বলছেন **দাস্যা ইত্যাদি**— হে সখে! এই দীনা দাসীকে তোমার নিকট নিয়ে যাও! যদি বলা যায়, অহো পুনরায় কি আমার আলিঙ্গন লাভের জন্য আমার আস্তানা খুঁজে বেড়াচ্ছ? এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করে বলছেন—না, মোটেই না। তুমি নিজেই তোমার আলিঙ্গন সৌভাগ্য দিয়েছিলে, এখন তাও চাই না, এখন কেবলমাত্র তোমার নিজ নৈকট্যও **দর্শয়**—জানাবে তো। আলিঙ্গন দানে তুমি নিজেই আমাদের আসক্তি জন্মিয়েছিলে, এখানে আর সেই আসক্তির পথে পা বাড়াতে চাই না, কিন্তু তুমি এখানে কাছেই আছ, এটুক মনে নিশ্চয় করতে পারলেই শান্তি পাই, এরূপ ভাব। এখানে হেতু **দাস্যাঃ** —আমি যে তোমার দাসী, সখী হওয়ারও অযোগ্যা ; কিন্তু তাদৃশ তোমার কৃপাই বলাৎকারে আমার ভিতরে এমন ভাব জন্মিয়েছে যে আমার জীবনের তাৎপর্যই হয়ে পড়েছে একমাত্র তোমারই সুখানুকূল বিধান করা, এরূপ অর্থ। **কৃপণায়াঃ**—কাতর, অতএব এই দুঃখ সইতেও পারছি না, ফেলতেও জানি না, এরূপ অর্থ। অতএব আমাকে বঞ্চনা করা উচিত নয়, নিজের বুকে অনুতাপ-বীজ বপন করাও উচিত হবে না, এরূপ ভাব। এই কাতরতা 'ঔদার্য' নামক

প্রেমানুভাব। —এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'সর্বাবস্থগত বিনয়কে পণ্ডিতগণ ঔদার্য বলে।' অতঃপর শ্রীরাধা মূর্চ্ছিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, এরূপ বুঝতে হবে, কারণ পরবর্তী ৪১ শ্লোকে 'মোহিতাম্' অর্থাৎ মূর্চ্ছার কথাই বলা আছে। জী০ ৪০॥

৪০। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** বিলাপমেবাহ—হা নাথেতি। ত্বদ্বিয়োগমহাগ্নিনা দহ্যমানাদস্মাদ্দেহান্মে প্রাণাঃ সম্প্রতি নিঃসৃতপ্রায়াঃ যত্নেনাপি ময়া রক্ষিতুং ন শক্যন্তে এষান্তু ত্বমেব নাথো অতো দর্শনং দত্ত্বা শীঘ্রমেতান্ রক্ষেতি ভাবঃ। ন চৈষাং রক্ষাং অহং স্বার্থমেব প্রার্থয়ে, কিন্তু ত্বদর্থমেবেত্যাহ—হে রমণেতি। সর্ব্বা অপ্যন্যা গোপীস্ত্যক্ত্বা রমণসুখবিশেষার্থং যামেতাবদ্দূরং রহঃ সমানৈষীস্তস্যাং ময়ি মৃতায়ামেবং রতিসুখমন্যত্রালভমানো মাং স্মরংস্ত্বমপি দুঃখেন বিলপিষ্যসীতি ভাবঃ। নন্বস্ত মদ্দুঃখং তেন তব কিং? তত্রাহ,—হে প্রেষ্ঠেতি। তব মৎপ্রেষ্ঠত্বাত্তবদীয়ং তদ্দুঃখং কোটীগুণীভূয় মষ্যেব ভবিষ্যতি। মৎপ্রাণকোটিনির্ম্মঞ্ছনীয়পাদাব্জনখরৈকদেশস্য তব তদ্দুঃখমহং মৃত্বাপি সোঢ়ুং ন পারয়িষ্যামি অতঃ কৃপয়া সন্নিধায় তদেব দুঃখং দূরীকুর্ব্বিতি ভাবঃ। নন্বু, যদি নিঃসৃতপ্রায়া এব প্রাণাস্তদা তানহমপি কথং নিবর্ত্তয়িতুং প্রভবিষ্যামি তত্রাহ,—হে মহাভুজেতি। ত্বদ্ভুজস্য মৃতসঞ্জীবনৌষধস্য স্পর্শমাত্রেণৈব সুস্থসুশীতলীভূতে দেহেঽস্মিন্ প্রাণাঃ স্বয়মেবাগত্য স্থাস্যন্তীতি ভাবঃ। নন্বু মাং বিনা স্বস্য গতিমেবং জানাসি চেন্মহারাজকুমারং পরমসুকুমারমাদরণীয়ং মাং "নয় মাং যত্র তে মন ইত্যাদিষ্টবতী কিমকোপয়স্তত্র সকাকুবৈয়গ্রমাহ দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে ইতি। তদানীং বিলাসশ্রমনিদ্রালস্যাভিভূতয়ৈব দীনয়া ময়া তথোক্তং ক্ষমস্ব মাকুর্প্যেতি ভাবঃ। কিঞ্চাযোগ্যায়াপি ময়া সহ ত্বমেব দৃঢ়ং যৎ সখ্যমকরোস্তেনৈব তথাহমবোচমিত্যাহ,—হে সখে ইতি। হে প্রিয়ে, তর্হি প্রসন্নোঽভূবং মৎসমীপমেহীতি চেৎ সম্প্রত্যনুতাপদুঃখেনান্ধাস্মি, ত্বং ক্ব বর্ত্তসে ইতি ন পশ্যামীত্যাহ,—দর্শয় সন্নিধিমিতি। এতাবদেব বিলপ্য বিরহোদঘূর্ণাবশাৎ সংমূহ্য ভূমাবপতদিতি জ্ঞেয়ম্। অগ্রে মোহিতামিত্যুক্তেঃ। বি০ ৪০॥

৪০। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** শ্রীরাধার সেই বিলাপ বলা হচ্ছে—**হা নাথ ইতি**—হে কৃষ্ণ তোমার বিয়োগ-মহাদাবাগ্নিতে দহ্যমান এই দেহ থেকে আমার প্রাণসমূহ সম্প্রতি নিঃসৃত প্রায়, যত্নেও ধরে রাখতে পারছি না। তুমিই এ-প্রাণসমূহের নাথ; অতএব ঝটিতি দর্শন দিয়ে এদের রক্ষা কর। এরূপ ভাব। মনে করো না, আমার নিজের স্বার্থে এদের রক্ষা করার প্রার্থনা করছি, কিন্তু তোমার স্বার্থেই, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**হে রমণ ইতি**—এই সম্বোধনের ধ্বনি হল, অন্য সকল গোপীকে ত্যাগ করেও রমণসুখবিশেষের জন্য যাঁকে এতদূরে নির্জনে নিয়ে এসেছ, সেই আমি মরে গেলে এরূপ রতিসুখ অন্যত্র লাভ করতে না পেরে আমাকে স্মরণ করে তুমিও দুঃখে বিলাপ করবে। পূর্ব্বপক্ষ, হোক্-না আমার দুঃখ, তাতে তোমার কি? এরই উত্তরে, **হে প্রেষ্ঠ ইতি**—তুমি আমার প্রেষ্ঠ হওয়া হেতু তোমার এই দুঃখ আমাতে কোটিগুণ হয়ে বাজবে —আমার প্রাণকোটি নির্মঞ্ছনীয় তোমার পাদাব্জনখরের একদেশের সেই দুঃখ আমি মরে গেলেও সহ্য করতে পারব না। অতএব কৃপা করে সান্নিধ্য দান করে সেই দুঃখ দূরীভূত কর, এরূপ ভাব। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা প্রাণ যদি নিঃসৃতপ্রায়ই হয়ে থাকে, তবে তাদিকে আমিই-বা কি করে ফিরাতে পারব? এরই উত্তরে, **হে মহাভুজ ইতি**—তোমার বাহুযুগল মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ, তার

৪১। অন্বিচ্ছন্ত্যো ভগবতো মার্গং গোপ্যোঽবিদূরতঃ।
দদৃশুঃ প্রিয়বিশ্লেষান্মোহিতাং দুঃখিতাং সখীম্॥

৪১। **অন্বয়ঃ** শ্রীশুকঃ উবাচ,—ভগবতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) মার্গং অন্বিচ্ছন্ত্যঃ (অন্বেষয়ন্তঃ) গোপ্যঃ অবিদূরতঃ (বিদূরতোঽপি) প্রিয়বিশ্লেষাৎ (কৃষ্ণবিরহাৎ) মোহিতাং সখীং দদৃশুঃ।

৪১। **মূলানুবাদঃ** শ্রীশুকদেব বললেন—এদিকে গোপীসকল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গমন-পথ খুঁজতে খুঁজতে অনতি দূরেই প্রিয়বিরহদুঃখে মূর্চ্ছিতা সখীকে দেখতে পেলেন।

স্পর্শমাত্রেই এ দেহ সুস্থ শীতল হয়ে যাবে—সেই দেহে তখন প্রাণ সকল নিজে নিজেই এসে বসে যাবে, এরূপ ভাব। পূর্বপক্ষ, যদি জানই আমাকে ছাড়া তোমার গতি এরূপই হবে, তা হলে পরম-সুকুমার আদরণীয় মহারাজকুমার আমাকে কেনই-বা আদেশ করলে 'যথায় তোমার মন চায়, নিয়ে যাও'—বৃথা কেন রাগিয়ে দিলে? এরই উত্তরে, সকাকু ব্যগ্রতায় বলছেন—আমি তোমার দীনা দাসী, আমাকে সামীপ্য দান কর। তখন বিলাসশ্রমজনিত নিদ্রা-আলস্যে জড়ীভূত হয়েই দীনা আমি সেরূপ বলেছিলাম—আমাকে ক্ষমা কর, রাগ কর না, এরূপ ভাব। আরও অযোগ্য হলেও আমার সহিত তুমি যে দৃঢ় সখিত্ব স্থাপন করেছ, সেই জোরেই এরূপ আমি বলেছি, এই আশয়ে শ্রীরাধা বললেন **হে সখে ইতি**—কৃষ্ণ যেন বললেন, তোমার কথায় আমি প্রসন্ন হলাম, হে প্রিয়ে, কাছে এস—এর উত্তরে, হে কৃষ্ণ তুমি যদি চাইলে, তবে এই আসছি—অহো পারছি কৈ, এখন যে অনুতাপ-দুঃখে আমি অন্ধ, কোথায় তুমি আছ, তা বুঝতে পারছি না, তাই বলছি—তোমার সামীপ্য দান কর। এত পর্যন্ত বিলাপ করতে করতেই বিরহ-উদ্‌ঘূর্ণা বশে মূর্চ্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন, এরূপ বুঝতে হবে—পরবর্তী শ্লোকে 'মোহিতাম্' এরূপ উক্তি থাকায় এরূপ ব্যাখ্যা করা হল। বি° ৪০॥

৪১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** অবিদূরতো নাতিদূরত ইত্যর্থঃ, অতিদূরে ব্যবধানসম্ভাবাৎ, রাকেশশোভা-বিজয়ী শোভা বিশেষেণ দূরেঽপি দর্শনসম্ভবাৎ। দুঃখিতামতএব মোহিতাং মূর্চ্ছিতাং, সমদুঃখভাবনয়া বিশেষতস্তস্যা একাকিন্যা অপি পরিত্যাগদর্শনেন সুতরামীর্ষাপগমাদৈকমত্যাচ্চ সখীমিত্যুক্তং, কিন্তু নিজসখীনামত্র প্রেমাবেশবিশেষো জ্ঞেয়ঃ। জী ৪১॥

৪১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ অবিদূরত**—অনতিদূরে—দূরে বটে, কিন্তু বেশী দূরে নয় —কারণ অতি দূরে হলে হারিয়ে যাওয়া সম্ভব, আবার শ্রীরাধার পূর্ণচন্দ্রের শোভাবিজয়ি শোভাবিশেষ হেতু দূরেও দর্শন সম্ভব। দুঃখিতা, অতএব **মোহিতা**—মূর্চ্ছিতা। সমদুঃখ ভাবনায়, বিশেষতঃ শ্রীরাধা একাকিনী হলেও তাকে যে পরিত্যাগ, তা দর্শনের দ্বারা ঈর্ষা চলে যাওয়ায় গোপীসাধারণ সকলে একমত হয়ে যাওয়া হেতু 'সখী' উক্তি হল এখানে; শ্রীরাধার নিজ সখীদের কিন্তু প্রেম-আবেশবিশেষ জাত হল। জী°৪১।

৪২। তয়া কথিতমাকর্ণ্য মানপ্রাপ্তিঞ্চ মাধবাৎ।
অবমানঞ্চ দৌরাত্ম্যাদ্বিস্ময়ং পরমং যযুঃ॥

৪২। **অন্বয়** ঃ তয়া কথিতং মাধবাৎ মানপ্রাপ্তিং দৌরাত্ম্যাৎ অবমানঞ্চ আকর্ণ্য পরমং বিস্ময়ং যযুঃ।

৪২। **মূলানুবাদ** ঃ মূর্চ্ছার অপগমে সেই রমণীর মুখে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার পরের ঘটনা শুনবার পর মাধব থেকে সম্মান প্রাপ্তির কথা ও গর্বরূপ নিজ দৌরাত্ম্য হেতু প্রিয়তম কর্তৃক পরিত্যাগরূপ অপমানের কথা শুনে গোপীগণ বিস্মিত হলেন।

৪১। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ অন্বিচ্ছন্ত্যঃ অন্বেষয়ন্তঃ বিদূরতোঽপি দদৃশুরিতি তস্যা বিদ্যুত্তুল্যকান্তিমত্ত্বাৎ সখীমিতি তস্যাস্তাদৃশ দশাদর্শনেন বিপক্ষাণামপি তত্র স্নেহোদয়াৎ। কিঞ্চ, উজ্জ্বলরসস্য স্বভাব এবায়ং যৎ কান্তস্য কান্তামাত্র বিযুক্তত্বে জ্ঞাতে সতি কান্তানামীর্ষ্যাদ্বেষাদ্যভাবঃ। পরস্পরস্নেহবত্ত্বঞ্চ যদুক্তং—"অতএব হি বিশ্লেষে স্নেহস্তাসাং প্রকাশত" ইতি। বি' ৪১॥

৪১। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ **অন্বিচ্ছন্ত্যঃ**—অন্বেষণ করতে করতে। **বিদূরতঃ**—অতি দূরে হলেও দেখতে পেলেন, রাধার কান্তি বিদ্যুৎ তুল্য উজ্জ্বল হওয়া হেতু। ['অবিদূরতঃ' পাঠও আছে]। **সখীম্**—বিপক্ষ-সপক্ষ সকল গোপী সম্বন্ধেই 'সখী' পদের ব্যবহারের কারণ—রাধার তাদৃশ বিরহবেদনাহত দশা দর্শনে চন্দ্রাবল্যাদি বিপক্ষ গোপীগণেরও তাঁর প্রতি স্নেহের উদয়। আরও উজ্জ্বলরসের স্বভাবই এই যে সমুদয় কান্তা থেকে কান্তের বিচ্ছিন্নতা জানাজানি হলে সপক্ষ-বিপক্ষ সব কান্তারই ঈর্ষাদ্বেষ চলে যায়, পরস্পর স্নেহবতী হয়ে পড়ে। এই বিষয়ে শাস্ত্রোক্তি—"অতএব বিরহই তাঁদের হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহ বাইরে প্রকাশ করে দেয়। বি°৪১॥

৪২। **শ্রীজীব বৈ° তো°টীকা** ঃ অতএব চ তয়া কথিতমাকর্ণ্যেতি রোদনসংজ্ঞাপ্রাপণপ্রশ্নান্তরমিতি জ্ঞেয়ম্। কথিতম্—কথং ভবতীভ্যো বিচ্ছিন্না বভূবাহমিতি নাজ্ঞাসিষং, কিন্তু দূরত এবাত্মানুসন্ধানমকার্ষমিত্যাদিপ্রকারকং সর্ব্বং বৃত্তমাকর্ণ্য তত্রাপি মাধবাৎ নূনং লক্ষ্মাপি রমণতয়া স্পৃহণীয়াৎ সর্ব্বগুণাদিসম্পত্তেঃ পত্যুর্বা তস্মাৎ স্বতএব পরম-সৌভাগ্যলাভলক্ষণাৎ সম্মানপ্রাপ্তিঞ্চাকর্ণ্য তত্রৈব গর্ব্বলক্ষণান্নিজদৌরাত্ম্যাৎ পরিত্যাগলক্ষণমবমানং চাকর্ণ্য বিস্ময়মিত্যা-দিকোঽন্বয়ঃ। অত্র তু দৌরাত্ম্য-শব্দপ্রয়োগস্তদ্দৈন্যবচনানুবাদাৎ, বস্তুতস্তু—শ্রীকৃষ্ণাদ্দূরে আত্মা দেহো যস্যাঃ, দূরে আত্মা শ্রীকৃষ্ণো বা যস্যাঃ, সা দূরাত্মা তস্যা ভাবো দৌরাত্ম্যং, তস্মাদ্দূরবিশ্লেষাদিত্যর্থঃ। পরমং বিস্ময়মিত্যাদিকস্য তয়া কথিতমিত্যাদিনা ত্রয়েণাপ্যন্বয়শ্চ, তৎসহিতান্তর্দ্ধানাদি-সর্ব্বতচ্চরিতস্য স্বসহিত-তচ্চরিতাদপি দুর্বিতর্ক্যত্বাৎ। তত্রাপি তাদৃশমানপ্রাপ্তেঃ স্বেষু পরঃ কোটিষপ্যদৃষ্টচরত্বাৎ। তত্র চ সতি তস্যামপ্যবমানস্য পরমাসম্ভবাদিতি। জী ৪২॥

৪২। **শ্রীজীব বৈ°তো° টীকানুবাদ** ঃ **তয়া কথিতমাকর্ণ্য**—শ্রীরাধা কর্তৃক কথিত ঘটনা শুনে, শ্রীরাধার রোদন, মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি প্রভৃতির কারণ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন সখীগণ। তার উত্তরে শ্রীরাধা বলতে লাগলেন, কি করে তোমাদের থেকে আমি যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম, তা জানি না। কিন্তু দূরে এসেই আমার আত্মানুসন্ধান ফিরে এল—ইত্যাদি প্রকার সব কিছু ঘটনা শুনে, আরও সেই কথার মধ্যে **মাধবাৎ**—যিনি রমণরূপে 'মা' লক্ষ্মী দেবীরও স্পৃহণীয়, অথবা সর্বগুণাদি সম্পত্তিবিশিষ্ট সেই কৃষ্ণ থেকে স্বতঃই পরমসৌভাগ্য লাভরূপ সম্মান প্রাপ্তির কথা, আরও **দৌরাত্ম্যাৎ** গর্বরূপ নিজ দৌরাত্ম্য হেতু কৃষ্ণ কর্তৃক পরিত্যাগ-

রূপ অবমানের কথা শুনে বিস্ময় প্রাপ্ত হলেন গোপীগণ। এখানে 'দৌরাত্ম্য' শব্দের প্রয়োগ শ্রীরাধার দৈন্যবচনের ভাব প্রকাশের জন্যই করা হয়েছে। আসলে দৌরাত্ম্য নয়। বাস্তবিক পক্ষে—শ্রীকৃষ্ণ থেকে দূরে 'আত্মা' দেহ যে রমণীর, বা 'আত্মা' শ্রীকৃষ্ণ দূরে যে রমণীর, সেই হল দুরাত্মা—এই দুরাত্মার ভাবই হল দৌরাত্ম্য। অর্থাৎ কৃষ্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে পরে থাকাই তাঁর প্রতি দৌরাত্ম্য। **বিস্ময়ং ইত্যাদি**—শ্রীরাধার কথা শুনে গোপীগণ পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হলেন। তাঁরা যা শুনলেন তাতো সবই অদ্ভুত ব্যাপার – (১) অহো গোপীদের চোখের সম্মুখেই কৃষ্ণের সহিত রাধার কি করে অন্তর্ধান হলো—সর্বলীলামুকুটমণি কৃষ্ণের এই অন্তর্ধান প্রভৃতি লীলা আমাদের নিজের নিজের সহিত যে লীলা, তার থেকে দুর্বিতর্ক (২) আমাদের শতসহস্রকোটি গোপরমণীর মধ্যে কাকেও রাধার মতো এত সম্মান পেতে দেখা যায়নি—এও আশ্চর্যই বটে। (৩) এরূপ সম্মান দিয়েও আবার তাকেই অপমান, এ যে অতি অসম্ভব—এই তিন কারণেই তারা বিস্মিত হলেন। জী০ ৪২ ॥

৪২। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ ততশ্চ সখীভিরত্যুচ্চরোদনেন ব্যজনাদিপরিচর্য্যয়া যত্নতস্তৎপ্রবোধে সম্পাদিতে সতি অয়ি প্রিয়সখি, স্ববৃত্তান্তঃ কথ্যতামিতি তাভিঃ পৃষ্টয়া তয়া কথিতং অয়ি প্রিয়সখ্যঃ কথং ভবতীভ্যোঽবিচ্ছিন্নাহমভূবমিতি মুগ্ধাহং পরতন্ত্রা নাজ্ঞাসিষং, কিন্তু মানপ্রাপ্তিরবমানশ্চ দৌরাত্ম্যাদেবেতি নিশ্চিনোমি। যুষ্মান্ পরঃসহস্রাঃ প্রেমবতীরবমত্য স্ববিরহানলেন জ্বালয়িত্বা মহ্যমেকস্যৈ যৎ সৌভাগ্যং দত্তং ইদং তস্য দৌরাত্ম্যং তং দুর্ললীলমহারাজপুত্রং প্রতি বরাক্যপি মুগ্ধা "ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাম্" ইতি যদবোচং এতত্তু মমৈব দৌরাত্ম্যং যত এতাবান্ অবমানঃ প্রাপ্ত ইত্যুভয়থাপি মে মহামনোদুঃখমেবেতি। স্বকান্তে তাসু স্বস্মিংশ্চ ক্রমেণাসূয়া বিনয়দৈন্যানি ব্যঞ্জিতানি। অত্র শ্রীমন্মুনীন্দ্রেণ দৌরাত্ম্যশব্দপ্রয়োগস্তু তস্যা বচনানুবাদাদেব। বস্তুতস্তু শ্রীকৃষ্ণাৎ দূরে আত্মা শ্রীকৃষ্ণো বা যস্যাঃ সা দূরাত্মা তস্যা ভাবো দৌরাত্ম্যং তস্মাদ্বিশ্লেষাদিত্যর্থঃ। বিস্ময়ং পরমং যযুরিতি প্রিয়সখি, ভবত্যাঃ সৌভাগ্যমুচিতমেব নাত্র তস্য দৌরাত্ম্যং রতিশ্রান্তায়াঃ স্বাধীনভর্তৃকায়াস্তব কান্ত প্রত্যাজ্ঞাপনমপি ন দৌরাত্ম্যং প্রত্যুত রসাবহমেব। কিন্বনুকূলনায়কেন সংভুক্তকান্তায়া যদাজ্ঞোল্লঙ্ঘনমেতাদৃশ দুরবস্থা প্রাপণঞ্চ এতদেব রসপ্রতিকূলং দৌরাত্ম্যব্যঞ্জকং হন্ত হন্ত মহারসিকশেখরস্য মহাপ্রেমবতো দয়ানিধেস্তস্য কথমেবং চিকীর্ষিতমভূদিতি পরমং বিস্ময়ং প্রাপুঃ ॥ বি০ ৪২ ॥

৪২। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ অতঃপর সখীগণের উচ্চক্রন্দন ও ব্যজনাদি পরিচর্যারূপ যত্নে শ্রীরাধার জ্ঞানের সঞ্চার হলে গোপীগণ জিজ্ঞাসা করলেন—অয়ি প্রিয় সখি! তোমার খবর বলতো, এরূপে তাঁদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে শ্রীরাধা বললেন—হে প্রিয় সখিগণ! অহো কি করে তোমাদিগের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম, তা মুগ্ধা পরতন্ত্রা আমি বুঝতে পারি নি, কিন্তু এটুকু নিশ্চয়রূপে বুঝতে পারছি, আমার যে এই মান ও অপমান প্রাপ্তি, তা আমাদের উভয়ের দৌরাত্ম্য বশতঃই হয়েছে। সহস্র সহস্র প্রেমবতী তোমাদের স্ববিরহানলে জ্বালিয়ে এক আমাকে যে সৌভাগ্য দান, এ কৃষ্ণের দৌরাত্ম্য, আর সেই দুর্ললীল মহারাজপুত্রের প্রতি ক্ষুদ্র হয়েও আমি যে বললাম "আমি চলতে পারছি না— তোমার মন যথায় চায় নিয়ে যাও আমাকে।" এ আমার দৌরাত্ম্য, যেহেতু এতটা অপমান পেলাম—এইরূপে উভয় প্রকারেই আমার মহামনো-

৪৩। ততোঽবিশন্ বনং চন্দ্রজ্যোৎস্না যাবদ্বিভাব্যতে।
তমঃ প্রবিষ্টমালক্ষ্য ততো নিববৃতুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥

৪৩। **অন্বয়** ঃ ততঃ স্ত্রিয়ঃ যাবৎ চন্দ্রজ্যোৎস্না বিভাব্যতে (প্রকাশতে, তাবৎ) বনম্ অবিশন্ (কৃষ্ণান্বেষণায় প্রবিষ্টাঃ) ততঃ তমঃ প্রবিষ্টং (তমসি প্রবিষ্টং কৃষ্ণং) আলক্ষ্য (পদচিহ্নাদিনা বিতর্ক্য) নিববৃতুঃ (নিবৃত্তাঃ বভূবুঃ)।

৪৩। **মূলানুবাদ** ঃ (অতঃপর অতি উৎকণ্ঠায় গোপীগণ সখীহস্ত অবলম্বনে চলমান রাধার সহিত পুনরায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—)

অতঃপর যতদূর পর্যন্ত বনদেশে ছড়িয়ে পড়া চাঁদের আলোয় সব কিছু দেখা যাচ্ছিল ততদূর পর্যন্ত বনে ঢুকে গিয়ে কৃষ্ণকে খুঁজতে লাগলেন গোপীগণ। অতঃপর ঘোর অন্ধকার গহন বনে প্রবিষ্ট কৃষ্ণের গতিবিধি পদচিহ্নাদি দ্বারা সঠিক ভাবে বুঝতে না পেরে তাঁরা খোঁজায় নিবৃত্ত হলেন।

দুঃখ জাত হয়েছে, যা নিজকান্ত কৃষ্ণের সম্বন্ধে অসূয়া, গোপীদের সম্বন্ধে বিনয় ও নিজের সম্বন্ধে দৈন্যরূপে ব্যঞ্জনা বৃত্তিদ্বারা অভিব্যক্ত। এখানে শ্রীশুকদেব যে দৌরাত্ম্য শব্দ প্রয়োগ করলেন, তা তো শ্রীরাধার বাক্যের অনুবাদ মাত্র (পাখী পড়ার মত)। আসলে তো এই 'দৌরাত্ম্য' শব্দের অর্থ এইরূপ, যথা—শ্রীকৃষ্ণ থেকে দূরে আত্মা (দেহ) যে রমণীর বা দূরে আত্মা (শ্রীকৃষ্ণ) যে রমণীর, সেই দুরাত্মা। এই দুরাত্মার ভাব হল দৌরাত্ম্য- অর্থাৎ কৃষ্ণের বিচ্ছেদ মাত্রই দৌরাত্ম্য।

বিস্ময়ং পরমং যযুঃ—অতিশয় বিস্মিত হলেন—হে প্রিয়সখি, তোমাকে যে সৌভাগ্যদান তাতো তার পক্ষে উচিতই হয়েছে, এ তার দৌরাত্ম্য নয়, আর রতিশ্রান্তো স্বাধীনভর্তৃকা তোমার পক্ষে কান্তের প্রতি যে আদেশ দেওয়া, তাও দৌরাত্ম্য নয়, প্রত্যুত এ রসাবহই। কিন্তু অনুকূল নায়কের পক্ষে সংভুক্তা কান্তার যে আজ্ঞা লঙ্ঘন ও এতাদৃশ দুরাবস্থা প্রাপ্তি করানো, ইহাই রসপ্রতিকূল দৌরাত্ম্য ব্যঞ্জক। হায় হায় মহারসিকশেখর মহাপ্রেমবান দয়ানিধি তাঁর কি করে এ প্রকার আচরণ হল—এতেই পরমবিস্ময় লাভ করলেন। বি° ৪২ ॥

৪৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ ততঃ পরমবৈয়গ্র্যেণ সখীভির্দত্তাবলম্বনয়া তয়ৈব সহিতাঃ পুনরপ্যন্বেষয়ামাসুরিত্যাহ—তত ইতি। যাবদ্বনং ব্যাপ্য জ্যোৎস্না বিভাব্যতে লক্ষ্যতে, তাবদ্বনমবিশন্ প্রবিশ্য তমন্বেষয়ামাসুরিত্যর্থঃ। তমসি মহাগহনগতে প্রবিষ্টং শ্রীকৃষ্ণং পদচিহ্নাদিনা বিতর্ক্য ততস্তস্মাদ্বনান্নিবৃত্তাঃ ; তথা চ বিষ্ণুপুরাণে—'প্রবিষ্টো গহনং কৃষ্ণঃ পদমত্র ন লক্ষ্যতে। নিবর্ত্তধ্বং শশাঙ্কস্য নৈতদ্দীধিতিগোচরঃ ॥' ইতি। স্ত্রিয় ইতি স্ত্রীণামন্ধকার-বন-প্রবেশনাসামর্থ্যাদিত্যর্থঃ। শঙ্কাদিগ্ধস্নিগ্ধ স্বভাবতয়া নিজদয়িতস্য স্বেভ্য এবাপন্নতয়া তত্র প্রবিষ্টোঽয়মিতি বিতর্কিতম্ ; তস্য তস্মাৎ দুঃসঞ্চর-স্থলান্নিষ্ক্রমণায় ব্যগ্রা সত্য ইত্যর্থঃ। হরেরিতি পাঠোঽত্র কেষাঞ্চিন্মতঃ স চ টীকাকৃতামসম্মতো লক্ষ্যতে। তত ইতি পুনরুক্তেঃ সমাধানার্থং তত ইত্যস্যৈব হরেরন্বেষণাদিতি ব্যাখ্যানাৎ অন্যথা তত ইত্যস্য প্রাগ্ বিশেষণাযোগ্যতা স্যাৎ, হরেস্তত ইত্যন্বয়াদ্যসৌষ্ঠবং চ ॥ জী° ৪৩ ॥

৪৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর অতিশয় উৎকণ্ঠা হেতু গোপীগণ সখীদের হাত ধরে চলমান রাধার সহিত পুনরায়ও অন্বেষণে প্রবৃত্ত হলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে— তত ইতি। যতদূর পর্যন্ত বনদেশে ছড়িয়ে পড়া চাঁদের আলোয় **বিভাব্যতে**—সব কিছু দেখা যাচ্ছিল ততদূর পর্যন্ত বনে প্রবেশ করে কৃষ্ণকে খুঁজতে লাগলেন—অতঃপর ঘোর অন্ধকার গহন বনে প্রবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের গতিবিধি পদচিহ্নাদি দ্বারা সঠিকভাবে বুঝতে না পেরে গোপীরা নিবৃত্ত হলেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণের উক্তি—"চাঁদের আলো পড়েনি, এমন গহন বনে প্রবেশ করে গিয়েছেন কৃষ্ণ, পদচিহ্নও আর দেখা যাচ্ছে না, কাজেই এ স্থান থেকেই হে সখীগণ তোমরা ফিরে চল।" **স্ত্রিয়ঃ**— (এই পদের ধ্বনি) যেহেতু স্ত্রীলোকের পক্ষে অন্ধকার বনে প্রবেশ করা অসাধ্য। শঙ্কাকুল স্নিগ্ধ স্বভাব হওয়া হেতু গোপীগণ বিচার করলেন, পিছে তাঁরা ধরে ফেলে এই ভয়েই কৃষ্ণ এই বনে ঢুকে গিয়েছেন—কাজেই তাঁরা ব্যগ্র হয়ে পড়লেন, এ এক গহন বন, যাতে চলাফেরা দুঃখসাধ্য। এর থেকে কৃষ্ণ যাতে বেরিয়ে আসেন তার জন্যই তাঁরা নিবৃত্ত হলেন পিছে পিছে ধাওয়া করা থেকে। দ্বিতীয় চরণের 'ততঃ' পাঠ স্থানে কারুর কারুর সম্মত পাঠ হল 'হরেঃ', কিন্তু টীকাকার শ্রীস্বামিচরণের এ-পাঠে সম্মতি নেই বুঝা যায়, কারণ তিনি দ্বিতীয় চরণের এই 'ততঃ' পাঠ ধরেই ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পুনরুক্তির সমাধানের জন্য তার টীকায় 'ততঃ' পদের অর্থ করলেন 'হরেঃ অন্বেষণাৎ' অর্থাৎ এই হরির অন্বেষণ থেকে (গোপীগণ নিবৃত্ত হলেন)। জী° ৪৩ ॥

৪৩। **শ্রীবিশ্ব টীকা ঃ** ততশ্চ বৈয়গ্র্যেণ সখীদত্তহস্তাবলম্বনয়া তয়া সহৈব তান্তমন্বেষয়ামাসুরিত্যাহ,—তত ইতি॥ চন্দ্রজ্যোৎস্না যাবদ্বিভাব্যতে লক্ষ্যতে ইতি পূর্ণিমারজন্যামপি নিবিড়বৃক্ষচ্ছায়াবশাদেব তমঃ। যদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে—"প্রবিষ্টো গহনং কৃষ্ণঃ পদমত্র ন লক্ষ্যতে। নিবর্ত্তধ্বং শশাঙ্কস্য নৈতদ্দীধিতি গোচর" ইতি। বস্তুতস্তু হংহো খেদসিন্ধুনিমগ্নাঃ সখ্যো ঘনঃ শ্যামতমেঽস্মিংস্তমসি ঘনশ্যামবপুষং তমস্তদবলোকনশঙ্কয়ৈব প্রলীনীভূয় স্থিতং মা সঙ্কোচয়ত যত্র যত্র যূয়ং যাস্যথ ততস্ততোঽন্যত্রৈব স পলায়িষ্যত ইত্যলমতিসুকুমারশরীরস্য তস্য শ্রমোৎপাদনব্যবসায়েনেতি বিমৃশ্যৈব নিববৃতুরিতি। বি° ৪৩ ॥

৪৩। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর সখীদত্ত-হস্ত-অবলম্বিনী রাধার সহিতই গোপীগণ কৃষ্ণকে অন্বেষণ করতে লাগলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে— তত ইতি। চন্দ্রের জ্যোৎস্না যে পর্যন্ত বন আলো করে ছিল, সব কিছু দেখা যাচ্ছিল— এতে বুঝা যাচ্ছে পূর্ণিমা রজনীতেও নিবিড় বৃক্ষচ্ছায়া বশেই বন কিছুদূর পর থেকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল—যা বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে, যথা—"শ্রীকৃষ্ণ গহন বনে প্রবেশ করেছেন, এখানে চন্দ্রালোক পড়ছে না, তাঁর পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, অতএব তোমরা এখান থেকেই ফিরে চল।" অন্ধকার বলে ফিরে চললেন, এতো বাইরের কথা— আসলে তো এরূপ মনোভাবেই ফিরে চললেন, যথা—অহে খেদসিন্ধু-নিমগ্না

৪৪। **তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ।**
তদ্‌গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ।

৪৪। **অন্বয়ঃ** তন্মনস্কাঃ (তস্মিন্নেব মনো যাসাং তাঃ) তদালাপাঃ (শ্রীকৃষ্ণচরিত আলাপরতাঃ) তদ্‌বিচেষ্টাঃ (শ্রীকৃষ্ণবৎ আচরণরতাঃ) তদাত্মিকাঃ তদ্‌গুণান্ এব গায়ন্ত্যঃ (সত্যো) নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ।

৪৪। **মূলানুবাদঃ** (গোপীগণ শ্রীহরির খোঁজ থেকে নিবৃত্ত হলেন বটে, কিন্তু গহনবনে তাঁর সুকোমল চরণতলে ব্যথার ভয়ে অতি দুঃখে মগ্না হলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—) তখন গোপীগণ হয়ে পড়লেন কৃষ্ণমনা, কৃষ্ণবিষয়ে আলাপাচারিনী, কৃষ্ণের জন্য বিশেষ চেষ্টাবতী ও কৃষ্ণাবিষ্টা; এই ভাবাবিষ্টাগণ তখন গান করতে করতে নিজেকেও ভুলে গেলেন, গৃহের কথা আর বলবার কি আছে।

সখীগণ! তোমাদের দেখে ফেলার ভয়ে এই অতিশ্যাম গাঢ় অন্ধকারে তাঁর ঘনশ্যাম দেহ লুকিয়ে ফেলে অবস্থিত আছে, এঁকে কুণ্ঠায় ফেলো না, যেখানে যেখানেই তোমরা যাবে, সেখান থেকেই এ পালাবে—এইরূপে তোমাদের চেষ্টা অতি সুকুমার তাঁর শরীরের শ্রম-উৎপাদনেই দাঁড়াবে। এরূপ বিবেচনা করত গোপীগণ নিবৃত্ত হলেন। বি° ৪৩॥

৪৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** ততশ্চ ততো নিবৃত্তাস্তত্র প্রবিষ্টস্য তস্য 'ব্যথতে ন কিংস্বিৎ কূর্পাদিভিঃ' (শ্রীভা ১০।৩১।১৯) ইতি বক্ষ্যমাণরীত্যা দুঃখশঙ্কয়া পরমদুঃখমগ্না বভূবুরিত্যাহ—তন্মনস্কা ইতি। তাদৃগবরোধস্থলং প্রবিষ্টে তস্মিন্নেব মনো যাসাং, ততস্তাদৃশে তস্মিন্নেব বিষয়ে আলাপস্তদ্দুঃখস্মরণময়ঃ সংলাপো যাসাং, ততস্তস্মিন্নেব নিমিত্তে বিচেষ্টা বর্ত্মান্তরেণ তন্নিষ্ক্রমণসম্ভাবনয়া পরিতঃ পরিক্রমণরূপা যাসাং, ততস্তস্মিন্নেব আত্মা যত্নো যাসাং, তথা ভাবাঃ সত্যস্তস্য নিলীনতা-কারণাপন্নাস্তাদৃশবশীভাবময়কৃপাদিলক্ষণান্ গুণানেব কেবলতয়া স্ফূরিতান্, ন তু স্বপরিত্যাগাদিদোষান্ গায়ন্ত্যঃ গানেন তং শ্রাবয়ন্ত্য আত্মানমপি ন সস্মরুঃ, কিমুতাগারাণীত্যর্থঃ। জী° ৪৪॥

৪৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** গোপীগণ শ্রীহরির খোঁজ থেকে নিবৃত্ত হলেন বটে, কিন্তু গহনবনে তীক্ষ্ণ কঙ্করাদিতে তার সুকোমল চরণকমলের ব্যথার ভয়ে পরমদুঃখমগ্না হয়ে গেলেন—এই আশয় বলা হয়েছে, তন্মনস্কা ইতি। **তন্মনস্কা**—তাদৃশ বিঘ্নবহুল স্থানে প্রবিষ্ট কৃষ্ণেই মন যাঁদের, অতঃপর তাদৃশ কৃষ্ণবিষয়েই **আলাপ**—তীক্ষ্ণ কঙ্করাদির আঘাত জনিত দুঃখ-স্মরণময় সংলাপ যাঁদের, অতঃপর কৃষ্ণের জন্যই **বিচেষ্টাঃ**—বিশেষ চেষ্টা, অন্য রাস্তায় তাঁর বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় বনের চতুর্দিকে পরিক্রমারূপ চেষ্টা যাঁদের, **অদাত্মিকা**—অতঃপর সেই কৃষ্ণেই 'আত্মা' অর্থাৎ যত্ন যাঁদের সেই তাঁদের মতো ভাবাবিষ্টা গোপীগণ। **তদ্‌গুণানেব**—লুকিয়ে যাওয়া কারণে বিপন্ন হয়েও গোপীদের মধ্যে কেবলমাত্র কৃষ্ণের তাদৃশ বশীভাবময় কৃপাদি লক্ষণ গুণাবলীই স্ফূর্তি প্রাপ্ত হল, নিজেদের পরিত্যাগাদি রূপ দোষাবলী নয় **গায়ন্তঃ**—গান করতে লাগলেন, গান করে কৃষ্ণকে শুনাতে লাগলেন, **নাত্মাগারাণিসস্মরুঃ** নিজেকেও ভুলে গেলেন, গৃহের কথা আর বলবার কি আছে? এরূপ অর্থ। জী° ৪৪॥

৪৫। পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ।
সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়ায়াং শ্রীভগবদন্বেষণং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥

৪৫। **অন্বয়** ঃ সমবেতাঃ তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ (কৃষ্ণভাবনাযুক্তাঃ ব্রজরমণ্যঃ পুনঃ কালিন্দ্যাঃ পুলিনং আগত্য কৃষ্ণং জগুঃ।

৪৫। **মূলানুবাদ** ঃ (কৃষ্ণ করুণাই একমাত্র তাঁর দর্শনের কারণ, সেই করুণা তাঁর নামসঙ্কীর্তনে লাভ হয়; এই সিদ্ধান্ত জগতে প্রকাশ করার জন্য—) কৃষ্ণ ভাবনাময়ী গোপীগণ পুনরায় তাঁদের প্রথম মিলন-স্থান যমুনাপুলিনে ফিরে এসে প্রিয়তমের আগমন আকাঙ্ক্ষায় সকলে একসঙ্গে কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন করতে লাগলেন।

৪৪। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ তন্মনস্কত্বেনৈব পূর্ব্ববদুন্মাদস্য মান্দ্যে তদালাপাঃ, "দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বত্থে"তিবত্তমালাপন্ত্যঃ। উন্মাদস্য মধ্যত্বে তদ্বিচেষ্টাঃ "কৃষ্ণায়ন্ত্যপিবৎস্তন" মিতিবৎ তচ্ছেষ্টামনুকৃতবত্যঃ। উন্মাদস্য প্রৌঢ়ত্বে তদাত্মিকাঃ "কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতি" মিতিবদাত্মবিস্মৃতৌ তন্ময়ীভূতাঃ। পূর্ব্বসংস্কারবশাদেব গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেবেতিবৎ তদ্‌গুণানেবিতি। বি° ৪৪॥

৪৪। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ শ্রীকৃষ্ণাবিষ্ট চিত্ততায় পূর্ববৎ উন্মাদদশা নরম পড়লে **তদালাপাঃ**—কৃষ্ণ সম্বন্ধে আলাপ, যথা "হে অশ্বত্থাদি বৃক্ষগণ তোমরা কি কৃষ্ণকে দেখেছ।"—উন্মাদের মধ্য দশায় **তদ্বিচেষ্টাঃ**—শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণ, যথা "কৃষ্ণের অভিনয়কারিণী কোনও গোপী স্তনপান করলেন।" —উন্মাদের পূর্ণদশায় কৃষ্ণাত্মিকা কোনও গোপী বললেন—"আমি কৃষ্ণ, আমার গমনভঙ্গী দেখ।" —এই মতো আত্মভোলা গোপীগণ কৃষ্ণময়ী হয়ে পূর্বসংস্কার বশেই "উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণগান করতে লাগলেন"—৪ শ্লোক—এই মতোই এ শ্লোকেও কৃষ্ণগুণগান। বি° ৪৪॥

৪৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ ততস্তত্রাপি স্বৈস্তস্যাবরোধশঙ্কয়া সর্ব্বমপি তদন্বেষণমার্গং পরিত্যজ্য সর্ব্বাসাং সমেতানামস্মাকং নিকটমিদং নির্ব্যবধানতয়া দূরপ্রসরবচ্ছব্দং, তদেব লীলাপুলিনং গতানাং দৈন্যোপালম্ভাদিময়মুচ্চৈর্গানমাকলয্য স্বয়মেব করুণয়া শ্রীকৃষ্ণস্ত্বরিতমাগমিষ্যতীতি তং ভাবয়মানাস্তথা চক্রুরিত্যাহ—পুনরিতি, পুনঃ পুলিনাগমনে হেতুঃ—কৃষ্ণভাবনাঃ। জী° ৪৫॥

৪৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ যদি আমরা বনের চতুর্দিকের রাস্তায় তাকে খুঁজে বেড়াই, তবে সেও তাঁর পক্ষে এক অবরোধ সদৃশই হবে, এরূপ আশঙ্কায় গোপীগণ ভাবলেন খোঁজা-খোঁজি ছেড়ে দিয়ে আমরা যমুনাপুলিনে যাই-না কেন, যে স্থান সমবেত আমাদের সকলের নিকটে হবে এবং খোলামেলা হওয়া হেতু শব্দ যেখান থেকে বহুদূরে ছড়িয়ে পড়বে।

সেখানে গিয়ে আমরা দৈন্যউপলম্ভাদিময় উচ্চ গান গাইতে আরম্ভ করি না কেন, যা শুনে কৃষ্ণ করুণায় নিজেই সত্বর আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হবেন—এরূপ ভেবে তাঁরা তাই করলেন, এই আশয়ে, পুনঃ ইতি। পুনরায় পুলিনাগমনে হেতু কৃষ্ণভাবনা। জী০ ৪৫ ॥

৪৫। **শ্রীবিশ্ব টীকা** ঃ হন্ত হন্ত যত্র তদন্বেষণার্থং যামস্ততস্ততঃ স পলায়িষ্যতে, তস্মাদ্বনপর্য্যটনকষ্টং কিং তস্যোৎপাদয়িষ্যামস্তদিচ্ছাং বিনা স ন লভ্যো "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য" ইতি শ্রুতিং প্রমাণীকুর্ব্বত্য ইব তদ্দর্শনে তৎকারুণ্যেমেব হেতুস্তৎকারুণ্যে চ তৎসঙ্কীর্ত্তনমেব হেতুরিতি সিদ্ধান্তং প্রকাশয়ন্ত্য ইব পূর্ব্বং যত্র তেন সঙ্গতিরাসীত্তদেব স্থানমাজগ্মুস্তমেব জগুরিত্যাহ,—পুনরিতি। বি০ ৪৫ ॥

৪৫। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ হায় হায় যেখানেই তাঁর অন্বেষণের জন্য যাব সেখান সেখান থেকেই সে পালাবে, কাজেই কেন তার বনপর্যটন-কষ্ট জন্মাব—তাঁর ইচ্ছা বিনা তাঁকে পাওয়া যায় না "তিনি যাকে করুণা করে দর্শন দান করেন, তিনিই তাকে পান" এই শ্রুতিবাক্য যেন প্রমাণ করার জন্যই তার দর্শনে তার করুণাই হেতু—আর এই করুণা শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনেই লাভ হয়—এই সিদ্ধান্তই যেন প্রকাশ করে পূর্বে যেখানে তার সঙ্গ লাভ হয়েছিল, সেই যমুনা-পুলিনেই সকলে এসে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন করতে লাগলেন। [পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্ ॥] বি০ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীরাধাচরণ নূপুরে কৃষ্ণকৃষ্ণ বাদনেচ্ছু দীনমণি কৃত দশমে-ত্রিংশ
অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

—*):ঃ-ঃ(*—